CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 8 December, 2023 ■ আগরতলা ৯ ডিসেম্বর ২০২৩ ইং ■ ২২ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

এমবিবি বিমানবন্দরে যাত্রী সাচ্ছন্দ্যকে অগ্রাধিকার দিতে দাবি জানালেন বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর।। আগরতলা এমবিবি বিমানবন্দরে যাত্রী সাচ্ছন্দ্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে, শীঘ্রই ডিজিসিএ অনুমতিক্রমে অত্যাধুনিক ইন্সট্রুমেন্ট ল্যান্ডিং সিস্টেম বা আপগ্রেটেড আইএলএস পদ্ধতি চালু করার জন্য রাজ্যসভার চলতি অধিবেশনে দাবি উত্থাপন করেছেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

আজ রাজ্যসভায় সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব দাবি উত্থাপন করে বলেন,আগরতলা এমবিবি বিমানবন্দরে প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও যেন বিমান সহসায় অবতরণ করতে পারে তার জন্য অত্যাধুনিক ইন্সট্রুমেন্ট ল্যান্ডিং সিস্টেম বা আপডেটেড আইএলএস পদ্ধতি শীঘ্রই কার্যকরী করা হোক। সম্প্রতি প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য এয়ার ট্রাফিক কন্টোল থেকে অবতরণ করার অনুমতি না মেলায় বেশ কিছু রাজ্যমুখী বিমান ফিরে গিয়ে পার্শবর্তী বিমানবন্দরে অবতরণ করতে হয়েছে বলে জানান তিনি।

তিনি বলেন, অত্যাধুনিক এমবিবি বিমানবন্দরটি আইএফআর অর্থাৎ ইন্সট্রুমেন্ট ফ্লাইট রুলস এর আওতাধীন। অতিসম্প্রতি এইএলএস পদ্ধতির নবীকরণের ফলে আংশিক জটিলতা তৈরি হচ্ছে। এই পদ্ধতি বিমান অবতরণের জরুরী নির্দেশিকা এবং দিশা নির্দেশনার সহায়ক। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে বিমান অবতরণের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ব্যবহার অত্যন্ত আবশ্যক। ইতি মধ্যেই পরীক্ষামূলক প্রক্রিয়াও সম্পন্ন হয়েছে। ডিজিসিএ এর অনুমতি মিললেই শীঘ্রই এই পরিষেবা লাগু হতে পারে। যা দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়াতেও রাজ্যমুখী প্রত্যেক বিমানের অবতরণে সহায়তা করবে।

তিনি আরও বলেন, এই শীতের মরসুমে প্রবল কুয়াশার কারণেও বিমান অবতরণে যেন বিঘ্ন না ঘটে সে ক্ষেত্রে এর বিশেষ ভূমিকা থাকবে। তাই অতি শীঘ্রই ডিজিসিএ এর অনুমতি প্রদানের মাধ্যমে এই আইএলএস পরিষেবার অত্যাধুনিক পদ্ধতিটি লাঘু করার উপর জোর দেন।

শ্রী দেবের কথায়, খারাপ আবহাওয়ার কারণে যখন রাজ্যমুখী বিমান পার্শবর্তী বিমানবন্দরে অবতরণ করতে হয় তখন যাত্রীদের অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, এমনকি তাদের মূল্যবান সময় এবং আর্থিক, দুই দিকেই লোকসান হয়।

অন্যদিকে এদিন সংসদে কেরালা থেকে বাম সাংসদ ডক্টর শিবদেষণ, এক প্রস্তাবে গোটা দেশ থেকে রাজ্যপাল পদটি বিলুপ্তির দাবি জানিয়েছেম। এই প্রস্তাবের বিরোধিতায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্রী দেব বলেন, সংসদীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্র ও রাজ্য নিবিড় যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে রাজ্যপালের ভূমিকা অনস্বীকার্য। যুগে যুগে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লোকসভা থেকে বহিস্কার মহুয়া মৈত্র

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর (হি.স.): অর্থের বিনিময়ে প্রশ্ন কাণ্ডে তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে লোকসভা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। শুক্রবারই লোকসভায় পেশ হয় এথিক্স কমিটির রিপোর্ট, লোকসভার ভোটাভুটিতে সরকার পক্ষের বহিষ্কারের প্রস্তাব পাশ হয়েছে। এরপরই লোকসভা থেকে খারিজ হয়েছে মহুয়া মৈত্রের সাংসদ পদ। মহুয়ার সাংসদ পদ খারিজ হতেই লোকসভা থেকে ওয়াকআউট করেন তৃণমূল কংগ্রেস-সহ বিরোধী সাংসদরা। এদিকে, মহুয়ার সাংসদ পদ খারিজ হওয়ার পরই লোকসভার অধিবেশন আগামী ১১ ডিসেম্বর বেলা এগারোটা পর্যন্ত মুলতুবি হয়ে গিয়েছে।

'প্রশ্নঘুষ' কাণ্ডে তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিষয়ে শুক্রবারই রিপোর্ট জমা দিয়েছে এথিক্স কমিটি। বেলা ১২টার পর রিপোর্ট জমা পড়ে। এথিক্স কমিটির রিপোর্ট লোকসভায় জমা পড়ার পর তুমুল শোরগোল শুরু হয়। হইচইয়ের মাঝে সভা মুলতুবি করে দেওয়া হয়। দুপুর ২টো পর্যন্ত অধিবেশন মুলতুবি থাকে। প্রসঙ্গত, মহুয়া মৈত্রের সাংসদ পদ খারিজ করার সুপারিশ করে এথিক্স কমিটি। ৪৯৫ পৃষ্ঠার রিপোর্টে সে কথাই বলা হয়েছে। মহুয়া যা করেছেন, তার জন্য তাঁর গুরুতর শাস্তি হওয়া দরকার বলেও মনে করেন কমিটির সদস্যেরা। এথিক্স কমিটির রিপোর্ট জমা পড়ার পর লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি লিখেছেন। তিনি ওই রিপোর্ট পড়ে দেখার জন্য ৪৮ ঘণ্টা সময় চেয়েছেন। স্পিকারকে চিঠি দেওয়ার পর সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "৪৯৫ পৃষ্ঠার একটা চিঠি। তা পড়ে দেখার জন্য ন্যূনতম সময় দরকার। আমরা ৪৮ ঘণ্টা সময় চেয়েছি। পড়াশোনা করে এসে এ বিষয়ে আলোচনা করব। আলোচনাটাই তো মূল প্রাধান্য পাওয়ার কথা। এখনই রিপোর্ট দিয়ে এখনই পদক্ষেপ করতে হবে এই মানসিকতার আমরা তীব্র বিরোধিতা করছি।"

এদিকে, মহুয়ার বিরুদ্ধে এথিক্স কমিটির রিপোর্ট প্রসঙ্গে লোকসভার স্পিকারকে চিঠি লেখেন লোকসভার কংগ্রেস দলনেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী। তিনিও সময় চেয়েছেন। চিঠিতে অধীর জানিয়েছেন, এথিক্স কমিটির রিপোর্ট পড়ার জন্য লোকসভার সদস্যদের অন্তত তিন থেকে চার দিন সময় দেওয়া দরকার। তাই আলোচনার জন্য অন্য কোনও তারিখ দেওয়ার জন্য স্পিকারকে অনুরোধ করেছেন তিনি। জানিয়েছেন, শুক্রবারের অন্তত তিন দিন পর কোনও তারিখ জানান স্পিকার। দুপুর দু"টোর পর অধিবেশন শুরু হলে অধীর লোকসভায় স্পিকারের উদ্দেশে বলেন, "এত বড় চিঠি এত কম সময়ে পড়া সম্ভব নয়। ভাল করে পড়ে এটা নিয়ে চর্চা করা উচিত। আদালতেও কারও সাজা হলে বিচারক আসামির বক্তব্য শোনেন। কারও বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ থাকলে, তাঁকে বলার সুযোগ দেওয়া উচিত। এই সংক্রান্ত বিবেচনা আমি আপনার উপরেই ছাড়ছি।"

কংগ্রেস সাংসদ মনীশ তিওয়ারি বলেন, "১২টায় রিপোর্ট পেশ করে ২টোয় তা নিয়ে আলোচনা স্বাভাবিক নয়। তিন-চার দিন রিপোর্ট পড়ার জন্য সময় দিলে পৃথিবী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে লাল দুহোমা শপথ নিলেন

আইজল, ৮ ডিসেম্বর : শুক্রবার মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন জোরাম পিপলস মুভমেন্ট (জেডপিএম) নেতা লালদুহোমা। মিজোরামের গভর্নর হরি বাবু কামহামপতি রাজভবন কমপ্লেক্সে লালদুহোমাকে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন। সকাল ১১টায় আইজলে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হয়েছে।

মিজোরামে ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনের জন্য সম্প্রতি ঘোষিত ফলাফলে, জেডপিএম উত্তর পূর্বের ওই পাহাড়ি রাজ্যে সরকার গঠনের দাবিতে ৪০টির মধ্যে ২৭টি আসন জিতেছে।

২০২৩ সালের মিজোরাম বিধানসভা নির্বাচনে, লালদুহোমা সারচিপ কেন্দ্র থেকে বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি মোট ৮৩১৪ভোট পেয়েছিলেন যা মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্টের দ্বিতীয় সেরা পারফর্মার জে. মালসাওমজুয়ালা ভানচাওং-এর চেয়ে ২৯৮২ বেশি।

পুলিশ রিমান্ডে দুই ছিনতাইবাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৮ ডিসেম্বর।। বিশালগড় বাইপাস সড়কে ছিনতাই কান্ডে দুই অভিযুক্তকে পুলিশ রিমান্ডে পাঠিয়েছে বিশালগড় মহকুমা আদালত। বৃহস্পতিবার ছিনতাই কান্ডের অন্যতম অভিযুক্ত সজল নম: এবং বিদ্যুৎ সরকারকে গ্রেপ্তার করে বিশালগড় থানার পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে আইপিসির ৩৪১/৩২৩/৩৮২(বি)/৫০৬/৩৪/ ৩৯৫ /১২০(বি) ধারায় মামলা নিয়েছে বিশালগড় থানা। শুক্রবার ধৃত দুই অভিযুক্ত সজল নম: এবং বিদ্যুৎ সরকারকে আদালতে সোপর্দ করে বিশালগড় থানার তদন্তকারী অফিসার। আদালতের কাছে পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানায় পুলিশ। আদালত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা পুর নিগমের ২ বছর পূর্তি

জনকল্যাণ মূলক কাজই লক্ষ্য ঃ মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর।। আগামীদিনেও রাজ্যবাসীর সমস্যা সামধানে নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাব। আজ আগরতলা পুর নিগমের নয়া পরিষদের দুই বছর পূর্তিতে একথা বলেন মেয়র দীপক মজুমদার। তিনি আজ সকালে মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরে পূজা দিয়েছেন।

এদিন তিনি পূজা অর্চনা করে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, আগামীদিনেও রাজ্যবাসীর সমস্যা সামধানে একান্ত প্রয়াস চালিয়ে যাব।পাশাপাশি মায়ের কাছে রাজ্যবাসী সুখ সমৃদ্ধি কামনা করেন তিনি।

আগরতলা পুর নিগমের নয়া পরিষদের দুই বছর পূর্তিতে উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডাঃ) মানিক সাহা প্রদেশ বিজেপি মুখ্য কার্যালয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন। তাছাড়া, এদিন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য প্রদেশ বিজেপি মুখ্য কার্যালয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

বর্তমান পুর নিগম প্রশাসন জনকল্যাণে কাজ করে চলেছে। ক্ষমতায় আসার আগে জনগণকে যেসব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল সেইসব প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্য ভিত্তিক ভাষা দিবস ১১ই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর।। রাজ্যভিত্তিক ভারতীয় ভাষা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান আগামী ১১ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন। এবারের ভারতীয় ভাষা দিবসের মূল ভাবনা হচ্ছে 'ভাষা অনেক, ভাব এক'। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই সংবাদ জানান শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব রাভেল হেমেন্দ্র কুমার।

তিনি জানান, ভারত সরকারের শিক্ষা, স্কিল ডেভেলপমেন্ট ও এন্ট্রাপ্রেনোরশিপ মন্ত্রকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবছর থেকে প্রতিবছর ১১ ডিসেম্বর ভারতীয় ভাষা দিবস হিসেবে উদযাপন করা হবে। বহু ভাষাবাদ হল ভারতের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের মূল ভিত্তি। মূলত একে অপরের ভাষা সম্পর্কে জানা এবং তরুণদের মধ্যে এই বিষয়ে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যেই এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে বলে বিশেষ সচিব জানিয়েছেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ট্রিপারের সঙ্গে অটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু এক, গাড়িতে আগুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর।। জাতীয় সড়ক আবারও রক্তাক্ত হয়েছে। নিয়ন্ত্রণহীন যান একটি তরতাজা প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। আজ দুপুরে অসম-আগরতলা জাতীয় সড়কে ট্রিপারের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে এক অটো চালকের। ওই ঘটনায় আমবাসা থানাধীন জিউলছড়ার মাসুরাই পাড়ায় সানীয় মানুষদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। সানীয় জনগণ ঘাতক ট্রিপারে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ দুপুরে আমবাসার দিক থেকে আসছিল টিআর০৪৪২৪১ নম্বরের একটি অটো। ওই সময় অপরদিক থেকে আসা টিআর-০১-এভি-১৮৭১ নম্বরের ট্রিপার গাড়ির সাথে অটোর মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। তাতে ট্রিপারের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে অটো চালক ধলাই জেলার আমবাসা থানাধীন জিওলছড়ার বাসিন্দা গুনাচরণ রিয়াং(৪৫)-এর। অটো রিক্সাটি দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে। বিকট শব্দ শুনতে পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে স্থানীয় জনগণ। কিন্তু ততক্ষণে ঘাতক গাড়ির চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। ক্ষুব্ধ জনতা গাড়ির চালককে না পেয়ে ট্রিপারে আগুন লাগিয়েছে।

এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে আমবাসা দমকলবাহিনী ও পুলিশ। দমকলবাহিনী তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু, হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা দেন। এদিকে, ট্রিপারে আগুন নেভাতে গেলে স্থানীয় মানুষের প্রতিরোধের মুখোমুখি হন দমকল কর্মীরা। এই ঘটনাকে ঘিরে গোটা এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ বাহিনী।

২০১৮ সাল থেকে ৯ মার্চ পর্যন্ত

রাজনৈতিক হিংসায় নিহত ২৯ জনের চাকরি চেয়ে মুখ্যমন্ত্রীক চিঠি জীতেন্দ্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর।। ২০১৮ সালের মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত রাজনৈতিক হিংসায় প্রাণ হারিয়েছেন এমন ২৯ জনের তালিকা তুলে ধরে তাঁদের পরিবারের সদস্যদেরও চাকরি দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখে আর্জি জানিয়েছেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক তথা বিধায়ক জীতেন্দ্র চৌধুরী। পাশাপাশি রাজ্য সরকার ২০১৮ সালের আগে পর্যন্ত রাজনৈতিক হিংসায় প্রাণ হারিয়েছেন এমন ১৫ জনের পরিবারে ১ জন করে সদস্যকে সরকারি চাকরি দেওয়ার পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়েছেন তিনি।

সমালোচকদের মতে, বাম আমলে রাজনৈতিক হিংসায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য চিন্তিত না হলেও, এখন সিপিএম ত্রিপুরা সরকারের পদক্ষেপ দেখে মায়াকান্না জুড়েছে। নিন্দুকেরা বলছেন, ২৫ বছর ক্ষমতায় থাকলেও, রাজনৈতিক হিংসার বলি পরিবারদের জন্য ভাববার সময় পায়নি বামফ্রন্ট সরকার। এখন ক্ষমতাচ্যুত হয়ে বিজেপি জোট সরকারের উপর চাপ তৈরির লক্ষ্যেই রাজনৈতিক হিংসায় ক্ষতিগ্রস্তদের খুঁজে বের করছেন তাঁরা।

প্রসঙ্গত,বিজেপি-আইপিএফটি জোট ক্ষমতায় আসার পর ২০২০ সালের ২৩ ডিসেম্বর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ২০১৮ সালের মার্চের আগে রাজনৈতিকভাবে খুন হয়েছেন এমন পরিবারের পাশে দাঁড়াবে ত্রিপুরা সরকার। সেই পরিবারে একটি করে সরকারি চাকরি প্রদানেরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এরজন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রশাসনিক হানা মহারাজগঞ্জ বাজারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর।। সদর মহকুমা শাসক ও খাদ্য দপ্তর যৌথভাবে শুক্রবার মহারাজগঞ্জ বাজারে অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে নেমে বাজারের মেয়াদোর্তীণ সামগ্রী বিক্রি সহ ব্যাপক অনিয়ম লক্ষ্য করা গেছে। সাথে একটি দোকান থেকে ন্যায্যমূল্যের দোকানের ১০ বস্তা চাল উদ্ধার করা হয়েছে।

জনৈক আধিকারিক জানিয়েছেন, খাদ্য দপ্তর আধিকারিকরা মহারাজগঞ্জ বাজারে এলাকা অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে নেমে অবৈধভাবে মজুত করে রাখা ২টি সিলিন্ডার এবং একটি দোকান থেকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রতীক্ষার অবসান, স্বামীকে খুঁজে পেলেন বধূ

মনির হোসেন

ঢাকা,ডিসেম্বর ৯ : কাটাতারের বেড়া, সীমান্ত কোনটাই বোঝে না ভালোবাসা! তার প্রমাণ দিলেন ভারতীয় তরুণী রিয়া বালা। স্বামীর খোঁজে প্রথমবার বাংলাদেশে এসে বিফল হলেও দ্বিতীয়বার সফল হয়েছেন এ ভারতীয় তরুণী। তার ঠাঁই হয়েছে স্বামী বিটু রায়ের ঘরে। বাংলাদেশি যুবক বিটু রায়ের বাড়ি বাংলাদেশের পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ার উপজেলার দেবনগর ইউনিয়নের শিবচন্ডী এলাকায়। সেখানে অখিল চন্দ্র রায়ের ছেলে তিনি। অন্যদিকে, রিয়া বালা ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার অম্বিকা কালনা এলাকার বাসিন্দা। তার বাবার নাম শ্যামল কান্তি বালা। গত বুধবার দ্বিতীয়বারের মতো ভারত থেকে স্বামীর টানে শিবচন্ডী এলাকায় ছুটে আসেন রিয়া। তাকে মেনে নেন বিটু ও তার পরিবার। ঘটনাটি জানাজানি হলে পরদিন বৃহস্পতিবার বিটুর বাড়িতে ওই তরুণীকে দেখতে ভিড় জমান স্থানীয়রা। অনেকে এই দম্পত্তিকে আশীর্বাদ করেন। জানা গেছে, বিটু রায়ের সঙ্গে ফেসবুকে পরিচয় হয় রিয়া বালার। পরে তা প্রেমের সম্পর্কে গড়ায়। দীর্ঘদিন প্রেমের পর প্রেমিকা রিয়ার সঙ্গে ভারতে দেখা করেন বিটু। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গৃহবধূ জেসমিন হত্যাকান্ডে মূল অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৮ ডিসেম্বর।। ৬ ডিসেম্বর কল্যাণপুরের হলংমুতাই এডিসি ভিলেজের হাজারীবাড়ি এলাকার

জনজাতি গৃহবধূ জেসমিন দেববর্মা হত্যাকাণ্ডে মূল অভিযুক্ত তাঁর স্বামী মিন্টু দেববর্মাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে তাঁর স্ত্রীকে খুন করে মাটি চাপা দেওয়া বিষয়টি স্বীকার করেছে বলে জানিয়েছেন তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক প্রসূন কান্তি ত্রিপুরা।

গত ৬ ডিসেম্বর কল্যাণপুরের হলংমুতাই এডিসি ভিলেজ এর হাজারীপাড়ায় বাসিন্দা জেসমিন দেববর্মা (২৭)-এর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ গত বুধবার হাজারীপাড়া ওই গৃহবধূর বাড়ী থেকে দুই কিলোমিটার দূরে ঘন জঙ্গলে মৃতদেহ উদ্ধার করে। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসেন তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক প্রসূন কান্তি ত্রিপুরা। পারিবারিক ঝামেলার ফলে দুই পুত্র সন্তানের জননী ওই গৃহবধূ কে খুন করে তারই স্বামী মিন্টু দেববর্মা। কিছুদিন যাবৎ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রচন্ড ঝগড়া হয়। জেসমিনের বাড়ী খোয়াইয়ের চাম্পাহাওর থানাধীন এলাকায়। স্বামী স্ত্রীর ঝগড়ার পর জেসমিন এর বাপের বাড়ির লোকজন এসে মিটমাট করে দেয় বলেও খবর। গত মঙ্গলবার সকালে স্বামী স্ত্রী মিলে যায় রাবার বাগানে। এরপর আবার ওই রাবার বাগান সংলগ্ন জঙ্গলে প্রচন্ড স্বামী স্ত্রীর প্রচন্ড ঝগড়া শুরু হয়েছিল। পুলিশের মতে সেই সময় ধারালো কিছু দিয়ে পর পর আঘাত করে খুন করা হয়েছে জেসমিন দেববর্মাকে। ☛ ৬ এরপাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ৬৩ ▫ ৯ ডিসেম্বর ২০২৩ইং ▫ ২২ অগ্রহায়ণ ▫ শনিবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

শিশুশ্রমের অভিশাপে বিপন্ন শৈশব !

এসব সব গোটা বিশ্বেই এক ভয়ঙ্কর প্রবণতা হিসেবে পরিগণিত হইতেছে। যে শিশুর পিঠে বইয়ের ব্যাগ থাকিবার কথা সে শিশু শ্রমের বিনিময়ে আহার জোগাড় করিতে বাধ্য হইতেছে। এর দায় রাষ্ট্র পরিচালন শক্তি কোনভাবেই অস্বীকার করিতে পারিবে না। সঠিক পরিকল্পনার অভাবেই সারা বিশ্বে এমনকি আমাদের দেশে শিশুশ্রম বৃদ্ধি পাইতেছে। শিশুদের অত্যন্ত অমানবিকভাবে চায়ের দোকান হইতে শুরু করিয়া বিভিন্ন কলকারখানার কাজে পর্যন্ত যুক্ত করা হইতেছে। ভালোভাবে পরখ করিলে এই চিত্র প্রতিটি এলাকাতেই পরিলক্ষিত হয়। শিশু শ্রমের পাশাপাশি পথ শিশুর সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। আমাদের দেশের এবং রাজ্যের সরকার শিশুশ্রম ও প্রথম শিশুর সংখ্যা কমাইবার জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করিলেও তাহা সর্বক্ষেত্রে কার্যকর করা কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। অ্যাড কম বেশি দায় আমাদের নিজেদেরকে স্বীকার করিতে হইবে। সমাজ সচেতন হইলে শিশুশ্রম অনায়াশে বন্ধ করা সম্ভব হইবে। মনে রাখিতে হইবে শুধুমাত্র আইন প্রয়োগ করিয়া সরকার কিংবা প্রশাসন এই ধরনের প্রবণতা চিরতরে বন্ধ করিতে পারিবে না। এই ভয়ংকর প্রবণতা থেকে দেশ রাজ্য ও সমাজকে মুক্ত রাখিতে হইলে সমাজ সচেতন নাগরিকদের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করিতে হইবে।

শিশুশ্রম, শিক্ষা এবং শিশুদের মানসিক সুস্থতা- এই তিনটি বিষয়ই দীর্ঘদিন ধরিয়া প্রশাসন ও সমাজের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের উদ্বেগের কারণ।কিন্তু কেবল তাঁহারাই নন, আজকের দিনে শহরের স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও যে এই নিয়া উদ্বিগ্ন তাহা পরিষ্কার হইয়া গেল। ইউনিসেফ এবং রোটারি ইন্ডিয়া স্বাক্ষরতা মিশন আয়োজিত একটি সাম্প্রতিক অনলাইন আলোচনায় বক্তৃতা দেওয়ার সময়, ছাত্রছাত্রীরা সমাজের পিছাইয়া পড়া অংশের শিশুদের প্রতি তাহাদের সহানুভূতি ব্যক্ত করে। অনলাইন আলোচনায় এক ছাত্রী তপস্যা জৈন সকলকে মনে করাইয়া দেয় যে শিশুরা তাহাদের বাবা-মায়ের সম্পত্তি নয়। তপস্যা বলে, "শ্রোতাদের আমার অনুরোধ আপনারা সকলে বুঝুন যে তাহারাও মানুষ এবং এই বয়সটা তাহাদের উপার্জন করিবার সময় নয়। শিশুশ্রম শিশুদের বিভিন্ন শারীরিক নির্যাতনের শিকার করিয়া তোলে। এতে তাহাদের পড়াশোনার দফারফা হইয়া যায়। নিজের হাতে তৈরি 'স্টপ চাইল্ড লেবার' লেখা একটি পোস্টার ক্যামেরার সামনে তুলিয়া ধরিয়া হরিয়ানা বিদ্যামন্দিরের এই ছাত্রীটি। এদিকে শিশুশ্রম ছেলে-মেয়েদের জীবনে অনেক অভিশাপ নিয়া আসে এটা জানাইয়া, অনুষ্ঠানে উপস্থিত অন্যতম অতিথি চিরাগ তুলসিয়ান বাকি পড়ুয়াদের জীবনে আরও উন্নতি আনিতে অন্যান্য শিক্ষার্থীদের আহ্বান জানান। নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়া চিরাগ জানান, একবার নিজের গ্রামে তিনি দেখেন বাচ্চারা অর্থ উপার্জনের জন্য কাজ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তিনি বলেন, তাহাদের দারিদ্রের কারণ ছিল অনাবৃষ্টি এবং অসময়ে বৃষ্টিপাত। এতে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। যাহার ফলে কৃষক বাবা-মায়েরা সন্তানদের পড়াশোনা ছাড়াইয়া কাজ করিতে পাঠায়।

একমাস সেখানে থাকার সময় চিরাগ একটি শিশুকে পড়ানো শুরু করিয়াছিলেন। তিনি দেখেন ধীরে ধীরে আরও শিশু তাহার সঙ্গে যোগ দিতেছে। বাস্তব উচিত এই ঘটনাগুলো প্রমাণ করিতেছে আমরা চেষ্টা করিলেই সমাজ হইতে শিশুশ্রম বন্ধ করিতে সক্ষম হইব। আমাদের সমাজকে অভিশাপ মুক্ত করিতে হইলে প্রত্যেককেই আরো দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করিতে হইবে।

আগরতলা-আখাউড়া রেল প্রকল্প

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর: আগরতলা-আখাউড়া রেল প্রকল্প উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলি এবং বাংলাদেশের মধ্যে প্রথম রেল প্রকল্প।

এই রেলপথে জাতীয় গুরুত্ব অপরিসীম। ভারতের দিকে নির্মাণকাজ করছে রেল মন্ত্রক ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কনস্ট্রাকসন কোম্পানী লিমিটেড (আইআরসিওএন)-এর মাধ্যমে। এরজন্য অর্থ সংস্থান করেছে উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক। বাংলাদেশের দিকে নির্মাণকাজ করছে বাংলাদেশ রেলওয়েজ। অর্থের সংস্থান করছে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। এই রেলপথের মাধ্যমে ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে যোগাযোগ আরও বাড়বে, দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে।

১৯৭১এ সংসদে আইনের মাধ্যমে নর্থ ইস্টার্ন কাউন্সিল (এনইসি) গঠিত হয়েছিল একটি বিধিবদ্ধ উপদেষ্টা কর্তৃপক্ষ হিসেবে। এর উদ্দেশ্য ছিল উত্তর পূর্বাঞ্চলের দ্রুত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। এটি উপদেষ্টা কর্তৃপক্ষ হিসেবে ২০০২ পর্যন্ত কাজ করে। এরপরে ২০০২-এ একটি সংশোধনী আইনের মাধ্যমে এনইসি-কে উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্য আঞ্চলিক পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করার অধিকার দেওয়া হয়।

শুরু থেকে এই অঞ্চলের উন্নয়নে এনইসি গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এনইসি সাফল্যের সঙ্গে বেশকিছু প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছে, যেমন- ইম্ফলে রিজিওনাল ইন্সটিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস, শিলং-এ নর্থইস্ট পুলিশ অ্যাকাডেমি ইত্যাদি।

এর পাশাপাশি এই অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো গড়ে তুলেছে এনইসি। যেমন- ১১ হাজার ৪৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়ক, ৬৯৪.৫ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্র, ১০ হাজার ৩৪১.৬৩ সার্কিট কিলোমিটার বন্টন ও বিতরণ ও বিতরণ নেটওয়ার্ক, ১১টি স্টেটবাস টার্মিনাস, ৩টি ইন্টার স্টেট ট্রাক টার্মিনাস। এছাড়া গুয়াহাটি, ডিব্রুগড়, জোরহাট, ইম্ফল, উমরয় এবং তেজু'র মতো ৬টি আঞ্চলিক প্রধান বিমান বন্দরের পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজও হাতে নিয়েছে এনইসি।

বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হতে মুখিয়ে রয়েছে ভারত : পীযূষ গোয়েল

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর (হি.স.): বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হওয়ার জন্য মুখিয়ে রয়েছে ভারত। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী পীযূষ গোয়াল শুক্রবার বলেছেন, ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার জন্য মুখিয়ে রয়েছে। তিনি বলেন, ভারতকে বিশ্বের একটি উৎপাদন ভিত, প্রযুক্তি কেন্দ্র এবং উদ্ভাবন কেন্দ্র হিসাবে তৈরি করাই লক্ষ্য।

এদিন নতুন দিল্লিতে শিল্প সংস্থা ফিকি-র ৯৬-তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং বার্ষিক কনভেনশনে ভাষণ দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়াল বলেন, অবিশ্বাস্য ভারত ধীরে ধীরে অনিবার্য ভারতে পরিণত হচ্ছে। তিনি বলেন, সমস্ত দেশবাসী ভারতকে একটি উন্নত দেশ হিসাবে গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে ৩৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার জন্য ১০ গুণ বৃদ্ধির দিকে তাকিয়ে রয়েছে। গোয়েল বলেন, ভারত আত্মনির্ভর হয়ে উঠছে, এমন একটি ভারত যা ভবিষ্যতের ক্ষমতায়ন আধুনিক প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনের দিকে নজর দেয়।

আট বিলিয়ন মানুষের পৃথিবীতে তুষারপাত দেখেছে কতজন

আবু তালেব রাফি

যারা শীতকাল পছন্দ করো, শীত আসবে কবেএই নিয়ে গ্রীষ্মপ্রেমী বন্ধুদের সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়ে যাও, তাদের জন্য সুখবর। বৃষ্টি-বাতাসের ঠান্ডা পথ ধরে শীত ফিরে আসছে। প্রতিবছর শীতের শুরুটা হয় এই ভাবনা সামনে রেখে, এবার বুঝি তেমন শীত পড়বে না। সকাল-বিকাল কম্বল জড়িয়ে আরাম করা বুঝি হচ্ছে না এবার। ফ্যান বন্ধ রাখলে গরম লাগবে, ছেড়ে রাখলে মনে হবে শীত লাগছে! তবে ঘূর্ণিঝড় মিগজাউম বয়ে এনেছে বৃষ্টি। বৃষ্টির হাত ধরে এসেছে শীত। আবহাওয়া অফিস বলছে, এবার শীত জাঁকিয়ে বসবে।

শীত এলেই তুষারপাত দেখবে বলে অপেক্ষায় থাকে পৃথিবীজুড়ে অনেক পর্যটক। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, নেপাল, পাকিস্তান, আফগানিস্তান আর ভুটানেও বরফ পড়ে। তুষারপাত দেখতে যারা উৎসাহী, তাদের জন্য এসব দেশের শীতকাল সবচেয়ে ভালো। প্রতিবেশী দেশগুলো ছাড়াও ফিনল্যান্ড, সুইডেন, নরওয়েসহ ইউরোপের দেশগুলোতে তুষারপাত প্রতি বছর দেখতে পাওয়া যায়।

বুঝতেই পারছ, অনেক দেশেই বছর ঘুরতে তুষারপাত দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু যদি প্রশ্ন করি, বাংলাদেশে আমরা কেন বরফ পড়তে দেখি না, তুমি অবশ্যই অবাক হবে না। কারণ, এই প্রশ্নটার উত্তর আমরা আগেই কিশোর আলোতে পেয়েছি। পৃথিবীর তিন ভাগের দুই ভাগ মানুষ তাদের বসবাসের জায়গায় কখনো তুষারপাত দেখেনি। এই তালিকায় বাংলাদেশও আছে। সবার আগে তাহলে জেনে নেওয়া যাক, কোথায় সবচেয়ে বেশি তুষারপাত হয়।

বিশ্বে প্রতিবছর সবচেয়ে বেশি বরফ পড়ে সূর্যোদয়ের দেশ জাপানে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এ পর্যন্ত জাপানে ৩০০০ ইঞ্চির বেশি তুষারপাত হয়েছে। শীতকালে পুরো জাপান তুষারপাতে ঢেকে যায়। সাইবেরিয়া থেকে আসা ঠান্ডা বাতাস সমুদ্র অতিক্রম করে দেশটিতে আসতেই বাতাসে আর্দতা বেড়ে যায়। ফলে বায়ুতে থাকা প্রচুর ধূলিকণা জলীয় বাষ্পের সঙ্গে মিশে ভারী হয়ে যায় আর তুষারে পরিণত হয়।

এখন তোমার মাথায় প্রশ্ন আসতেই পারে, বাংলাদেশের মতো বিশ্বের আর কোনো দেশগুলোতে কখনোই তুষারপাত হয়নি? ফক্স ওয়েদারের তথ্যমতে, প্রথমেই আসবে অ্যান্টার্কটিকার ড্রাই ভ্যালিসের নাম। যা গবেষকদের কাছে মরুর মরুভূমি নামেও পরিচিত। বরফে ঢাকা অ্যান্টার্কটিকার শুষ্ক উপত্যকায় তুষারপাতের জন্য প্রয়োজনীয় আর্দতা থাকে না। পাশাপাশি জায়গাটিজুড়ে তাপমাত্রা কিছুটা উষ্ণও থাকে। ফলে কখনোই সেখানে বরফ পড়তে দেখা যায় না। তালিকায় আমাদের দেশও আছে।

তুষারপাতহীন দেশগুলোর তালিকায় দেখতে পাবে পরিচিত কিছু দেশের নাম। যেমন সিঙ্গাপুর, মালদ্বীপ, থাইল্যান্ড, সৌদি আরব, ব্রাজিল, জ্যামাইকা, ইন্দোনেশিয়া, নাইজেরিয়া কিংবা কাতার। এ ছাড়া আমেরিকার কিছু শহরেও কখনো বরফ পড়তে দেখা যায়নি। এবার তুমি কি আন্দাজ করতে পারছ, কেন পৃথিবীর তিন ভাগের দুই ভাগ মানুষ কখনো বরফ পড়তে দেখেনি? কারণটা খুবই সহজ। বিশ্বের যেসব অঞ্চলে খুবই শীত, সেখানে নিয়মিতই তুষারপাত হয়। তবে সেসব অঞ্চলের কিছু জায়গায় মানুষের বসবাস একদমই নেই। পুরো পৃথিবীতে বাস করে আট বিলিয়ন মানুষ। অধিকাংশ মানুষ বাস করে উষ্ণতা আছে এমন অঞ্চলে। তুমি ভাবতে পারো, যেসব জায়গায় তুষারপাত হয়, সেখানে গিয়ে বরফ পড়তে দেখা উদ্যাপন করলেই তুষারপাত দেখতে পাওয়া মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাবে। আসলে শীতপ্রধান অঞ্চলে ভ্রমণ করা মানুষের সংখ্যা খুব কম। ফলে দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ কখনো তুষারপাত দেখতে পায় না।

কোয়ান্টাম কম্পিউটারের উত্থান: কোয়ান্টাম শ্রেষ্ঠত্ব

আবুল বাসার

'কোয়ান্টাম সুপ্রিমেসি' শব্দটি প্রথম চালু করেন ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির পদার্থবিজ্ঞানী জন প্রেসকিল। সেই ২০১২ সালে। তখন অনেক বিজ্ঞানী অবিশ্বাসে মাথা নেড়েছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন, কোন ডিজিটাল কম্পিউটারকে ছাড়িয়ে যেতে কোয়ান্টাম কম্পিউটারের লেগে যেতে পারে কয়েক শতাব্দী না হলেও অন্তত কয়েক দশক। সর্বোপরি, সিলিকন চিপের ওয়েফারের বদলে প্রতিটি আলাদা আলাদা পরমাণুর ওপর কম্পিউটিং করা ভয়াবহ কঠিন ভাবা হতো। কারণ স্রেফ অতিসামান্য কম্পন বা গোলমালও কোয়ান্টাম কম্পিউটারের পরমাণুগুলোর সূক্ষ্ম নৃত্যে গোলযোগ সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু কোয়ান্টাম সুপ্রিমেসি সম্পর্কে এই বিস্ময়কর ঘোষণাগুলো এখন নিন্দুকের মুখে ছাই দিয়েছে। সেখান থেকে এখন ভাবনাটা সরে এসেছে। এখন মূল ভাবনা হল, ক্ষেত্রটার উন্নয়ন কতটা দ্রুত এগিয়ে চলছে।

এ অসাধারণ সফলতার কারণে যে কম্পনের সৃষ্টি হয়েছে, তা নাড়া দিয়েছে বিশ্বের নানা দেশের বোর্ডরুম ও শীর্ষ গোপন গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকেও। হুইসেল ব্লোয়ারদের মাধ্যমে ফাঁস হওয়া নথিতে দেখা গেছে, মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি এ ক্ষেত্রের উন্নয়নগুলো খুবই কড়া নজরদারিতে রেখেছে। কারণ কোয়ান্টাম কম্পিউটার এতই শক্তিশালী যে তাত্ত্বিকভাবে এই যন্ত্র আমাদের জানা সব ধরনের সাইবারকোড ভেঙে ফেলতে সক্ষম। তার মানে, বিভিন্ন দেশের সরকার অতি সর্তকভাবে যেসব গোপনীয়তা রক্ষা করেযেগুলো তাদের মুকুটের রত্নের মতো সবচেয়ে সংবেদনশীল তথ্য সম্বলিতসেগুলো আসলে আক্রমণের ঝুঁকিতে রয়েছে। এমনকি বিভিন্ন কর্পোরেশন ও ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ গোপনীয়তাও এখন হুমকির মুখে। সেটা এতই জরুরি পরিস্থিতি যে সম্প্রতি বড় কর্পোরেশন ও সংস্থাগুলো এই নতুন যুগে অনিবার্য পরিবর্তনের পরিকল্পনা করতে সহায়তার জন্য গাইডলাইন ইস্যু করা হয়েছে। সেটি ইস্যু করেছে মার্কিন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড টেকনোলজি (এনআইএসটি)। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নীতি ও মান নির্ধারণ করে এ প্রতিষ্ঠান। এনআইএসটি এরই মধ্যে ঘোষণা করেছে যে ২০২৯ সালের মধ্যে কোয়ান্টাম কম্পিউটার ১২৮ বিটের এইএস এনক্রিপশন ভেঙে ফেলতে সক্ষম হবে। কোডটি (১২৮-bit AES) এখন ব্যবহার করছে বেশকিছু কোম্পানি।

আলী এল কাফারানি ফোবর্স ম্যাগাজিনে লিখেছেন, 'যেকোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য সংবেদনশীল তথ্য সুরক্ষার জন্য এটি একটি ভয়াবহ আশঙ্কা।' ন্যাশনাল ল্যাবরেটরি ফর কোয়ান্টাম ইনফরমেশন সায়েন্সে ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করেছে চীন সরকার। কারণ এই গুরুত্বপূর্ণ ও দ্রুত পরিবর্তনশীল ক্ষেত্রটিতে নেতৃত্ব স্থান পেতে তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বিভিন্ন জাতি এই কোডগুলো রক্ষা করতে কোটি কোটি টাকা খরচ করে। কোয়ান্টাম কম্পিউটারের মতো অস্ত্র সজ্জিত হয়ে কোনো হ্যাকার হয়তো এ গ্রহের যেকোনো ডিজিটাল কম্পিউটারের সুরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে গুড়িয়ে দিতে পারবে। তারপর বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান ক্ষয়ক্ষতির শিকার হবে। এমনকি বাদ যাবে না সামরিক বাহিনিও। তখন সকল সংবেদনশীল তথ্য হয়তো হস্তগত হবে সর্বোচ্চ দরদাতার কাছে। কোয়ান্টাম কম্পিউটারের মাধ্যমে ওয়াল স্ট্রিটের ভেতরের খাস কামরায় ঢোকা যাবে। সে কারণে অস্থিরতার মুখে পড়বে আর্থিক বাজারগুলো। ব্লকচেইনও হয়তো আনলক করতে পারবে কোয়ান্টাম কম্পিউটার। তাতে বিটকয়েন বাজারেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি অনিবার্য। অডিট, কনসালটিং ও ফাইনানশিয়াল সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ডেলোটি হিসেব কষে দেখেছে, কোয়ান্টাম কম্পিউটারের মাধ্যমে হ্যাকিংয়ের ঝুঁকিতে রয়েছে প্রায় ২৫ শতাংশ বিটকয়েন।

'যারা এই ব্লকচেইন প্রজেক্টগুলো চালাচ্ছে, তারা সম্ভবত নার্ভাসভাবে কোয়ান্টাম কম্পিউটারের অগ্রগতির দিকে তাকিয়ে থাকবে।' সিবি ইনসাইট নামের একটা ডেটা সফটওয়্যার আইটি কোম্পানি একটা প্রতিবেদনের উপসংহার টেনেছে এই কথাটি দিয়ে।

কাজেই বৈশ্বিক অর্থনীতি ঝুঁকির মুখে রয়েছে। সেটা ডিজিটাল প্রযুক্তির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। ওয়াল স্ট্রিট ব্যাংকগুলো মাল্টি বিলিয়ন ডলারের লেনদেনের ট্র্যাক রাখতে কম্পিউটার ব্যবহার করে। আকাশচুম্বী ভবন, সেতু ও রকেটের নকশা করতে কম্পিউটার ব্যবহার করেন প্রকৌশলীরা। হলিউডের ব্লকব্লাস্টার মুভিগুলো প্রাণবন্তভাবে ফুটিয়ে তুলতে কম্পিউটারের ওপর নির্ভর করেন শিল্পীরা। ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলো কম্পিউটার ব্যবহার করেন তাদের পরবর্তী বিস্ময়কর ওষুধ তৈরি করতে। শিশুরা তাদের বন্ধুদের সঙ্গে সর্বশেষ প্রকাশিত ভিডিও গেম খেলতে কম্পিউটারের ওপর নির্ভর করে। আমাদের বন্ধু, সহযোগী ও আত্মীয়দের কাছ থেকে তাৎক্ষণিক খবরাখবর পেতে সেলফোনের ওপর নির্ভর করি আমরা। নিজেদের ফোনগুলো খুঁজে না পেলে আতঙ্কিত হওয়ার অভিজ্ঞতা আমাদের প্রায় সবারই আছে।

আসলে মানুষের এমন কোনো কার্যকলাপের কথা এখন বলা খুবই কঠিন, যেগুলো কম্পিউটারের কারণে পরিবর্তন হয়নি। কম্পিউটারের ওপর আমরা এতই নির্ভরশীল যে কোনোভাবে যদি বিশ্বের সব কম্পিউটার হুট করে বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে গোটা মানবসভ্যতা চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে হাবুডুবু খাবে। তাই বিজ্ঞানীরা এত গভীরভাবে কোয়ান্টাম কম্পিউটারের উন্নয়ন পর্যবেক্ষণ করছেন।

কোয়ান্টাম কম্পিউটারের উত্থানে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে সিলিকন যুগ ক্রমান্বয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। গত অর্ধ শতকে কম্পিউটারের ক্ষমতার আকস্মিক বৃদ্ধিকে বর্ণনা করা হতো মুরের সূত্রের মাধ্যমে। ইন্টেলের প্রতিষ্ঠাতা গর্ডন মুরের নামে এ সূত্রের নামকরণ করা হয়েছে। মুরের সূত্র অনুসারে, প্রতি ১৮ মাসে কম্পিউটারের ক্ষমতা হবে দ্বিগুণ। এই সহজ সূত্রই কম্পিউটারের ক্ষমতার লক্ষণীয় সূচকীয় বৃদ্ধি অনুসরণ করে আসছে। মানবজাতির ইতিহাসে এই বাড়ার হার নজিরবিহীন। এত অল্প সময়ের মধ্যে এ ধরনের ব্যাপক প্রভাব ফেলা আমাদের আর কোনো উদ্ভাবণের কপালে ঘটেনি।

ইতিহাসে কম্পিউটারকে পেরিয়ে আসতে হয়েছে অনেকগুলো পর্যায়। প্রতিটি পর্যায়েই এ যন্ত্রের ক্ষমতা বেড়েছে ব্যাপকভাবে। সেইসঙ্গে ঘটিয়েছে বড় ধরনের সামাজিক পরিবর্তনও। আসলে মুরের সূত্রটি ১৮০০-এর প্রথম দশকের মেকানিকেল কম্পিউটার যুগ পর্যন্ত পিছিয়ে বিস্তৃত করা যায়। সে যুগে ঘূর্ণমান সিলিন্ডার, খাঁজকাটা চাকা, গিয়ার ও হুইল ব্যবহার করে সাধারণ পাটিগণিতের কাজ করতেন প্রকৌশলীরা। গত শতাব্দীতে এসব ক্যালকুলেটর বা গণকযন্ত্রগুলোতে বিদ্যুতের ব্যবহার শুরু হয়। তখন গিয়ার বাদ দিয়ে যুক্ত করা হয় রিলে ও তার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সরকারের গুপ্ত কোড ভাঙতে কম্পিউটারে সারি সারি করে সাজানো বিপুল সংখ্যক ভ্যাকুয়াম টিউব ব্যবহার করা হতো। এই যুদ্ধের পর দেখা গেল এক ক্রান্তিকালের। গতি ও শক্তি অব্যাহতভাবে বাড়াতে ভ্যাকুয়াম টিউবের বদলে ট্রান্সজিস্টরের ব্যবহার শুরু হল। ট্রানজিস্টর মাইক্রোস্কোপিক আকৃতির মতো ছোট করে বানানো সম্ভব।

কোনো কিছুই চিরকাল টিকে থাকে না। দেখা গেছে, কম্পিউটারের বিকাশের প্রতিটি ক্রান্তিকাল এক সৃজনশীল ধ্বংস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আগের প্রযুক্তিকে অকেজো করে তুলেছে।

১৯৫০-এর দশকে মেইনফ্রেম কম্পিউটারগুলো কিনতে পারতো কেবল পেন্টাগন এবং আন্তর্জাতিক ব্যাংকগুলোর মতো বড় কর্পোরেশন ও সরকারি সংস্থাগুলো। সেগুলো বেশ ক্ষমতাসম্পন্ন ছিল (যেমন ইনিয়াক কম্পিউটার ত্রিশ সেকেন্ডে যে কাজ করতে পারত, সেটা কোন মানুষের করতে লাগত প্রায় ২০ ঘন্টা)। তবে সেগুলোর দাম ছিল খুবই চড়া। তবে প্রায়ই একটা অফিসের গোটা একটা তলার জায়গা দখল করত ওইসব কম্পিউটার। মাইক্রোচিপের উদ্ভাবণ এ গোটা প্রক্রিয়ায় বিপ্লব বয়ে এনেছে। কারণ কয়েক দশক ধরে এর আকার ক্রমাগত কমেছে। তাতে আপনার নখের মতো আকৃতির একটা সাধারণ চিপে এখন রাখা সম্ভব প্রায় এক বিলিয়ন সংখ্যক ট্রানজিস্টর। বর্তমানে ভিডিও গেম খেলার জন্য শিশু-কিশোররা যে সেল ফোন বা মোবাইল ফোন ব্যবহার করে, তা এককালে পেন্টাগনের নাদুস-নুদুস ডাইনোসরের মতো পুরো ঘরভর্তি কম্পিউটারের তুলনায় অনেক গুণ শক্তিশালী। নির্দ্বিধায় স্বীকার করা যায়, আমাদের পকেটে যে কম্পিউটার থাকে, তার শক্তি স্নায়ুযুদ্ধের সময় ব্যবহৃত যেকোন কম্পিউটারের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী।

কোনো কিছুই চিরকাল টিকে থাকে না। দেখা গেছে, কম্পিউটারের বিকাশের প্রতিটি ক্রান্তিকাল এক সৃজনশীল ধ্বংস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আগের প্রযুক্তিকে অকেজো করে তুলেছে। মুরের সূত্র এরই মধ্যে ধীর গতির হতে শুরু করেছে। একসময় হয়তো তা থেমেও যাবে। তার কারণ হল, মাইক্রোচিপ এতই কমপ্যাক্ট বা ঘনবিন্যস্ত যে ট্রানজিস্টরের সবচেয়ে পাতলা স্তরটির বিস্তৃতি লম্বালম্বি করে রাখা প্রায় ২০টি পরমাণু জায়গায় পৌঁছে গেছে। সেটা যখন প্রায় পাঁচটি পরমাণুর জায়গায় পৌঁছাবে, তখন ইলেকট্রনের অবস্থান হয়ে যাবে অনিশ্চিত। তাতে চিপ থেকে ইলেকট্রন নিঃসৃত হয়ে চিপে সর্টসার্কিট হতে পারে। কিংবা এত বেশি তাপ তৈরি হতে পারে, যাতে চিপটি গলে যাবে। অন্য কথায়, পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র অনুসারে, আমরা যদি প্রধানত সিলিকন ব্যবহার অব্যাহত রাখি, তাহলে মুরের সূত্র অতি অবশ্যই ধীরে ধীরে অকেজো হয়ে পড়বে। এভাবেই আমরা সাক্ষী হতে পারি সিলিকন যুগের সমাপ্তির। আমাদের অগ্রগতির পরের ধাপটি হতে পারে সিলিকন পরবর্তী বা কোয়ান্টাম যুগ।

ইন্টেলের সঞ্জয় নটরাজন বলেছেন, 'আমরা চেপে ধরেছি। আমরা বিশ্বাস করি, এ নকশারীতিতে সবকিছুই ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে।' সিলিকন ভ্যালি হয়ে উঠতে পারে পরবর্তী রাস্ট বেল্ট বা একটা মরিচা বলয়।

সবকিছু এখন শান্ত বলে মনে হলেও আগে বা পরে এই নতুন ভবিষ্যতের সূচনা হবে। গুগলের এআই ল্যাবের পরিচালক হার্টমুট এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'মনে হচ্ছে কিছুই ঘটছে না। কিছুই না। তারপর হুট করে একদিন ঢুকে যাবেন ভিন্ন কোনো জগতে।'

পরমাণু হল ঘূর্ণমান লাটিমের মতো। এক চুম্বকীয় ক্ষেত্রে পরমাণুগুলো চুম্বকীয় ক্ষেত্রটির সাপেক্ষে উপরে বা নিচে (আপ বা ডাউন) সারিবদ্ধ হতে পারে। এগুলো এত শক্তিশালী কেন? প্রশ্ন হল, কোনো জিনিসটা কম্পিউটারকে এত শক্তিশালী বা ক্ষমতাসম্পন্ন করেছে? আর তার কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ নতুন এ প্রযুক্তি হাতের মুঠোয় পেতে এমন মরিয়া হয়ে উঠছে?

আসলে আধুনিক সব কম্পিউটার গড়ে উঠেছে ডিজিটাল তথ্যের ওপর ভিত্তি করে। এই ডিজিটাল তথ্য ০ এবং ১-এর সিরিজে এনকোড করা যায়। তথ্যের সবচেয়ে ছোট একক, অর্থাৎ একক ডিজিটকে বলা হয় এক বিট। ০ ও ১-এর অনুক্রম ডিজিটাল প্রসেসরে দেওয়া হয়। সেটাই গণনাগুলো সম্পাদন করে আউটপুট তৈরি করে। যেমন আপনার ইন্টারনেট সংযোগ মাপা হয় হয়তো বিট পার সেকেন্ড বা বিপিএস-এর প্রেক্ষিতে। তার মানে, এক বিলিয়ন বিট আপনার কম্পিউটারে পাঠানো হচ্ছে। এ কারণে মুভি, ইমেইল, ডকুমেন্ট ইত্যাদিতে মুহূর্তের মধ্যেই ঢুকতে পারছেন।

যাইহোক, ডিজিটাল তথ্য ভিন্ন এক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছিলেন নোবেল বিজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী রিচার্ড ফাইনম্যান। 'দেয়ার'স প্লেন্টি অব রুম অব দ্য বটম' শিরোনামে তাঁর লেখা ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ও প্রবর্তনমূলক এক রচনায় এবং পরের আরও কিছু রচনায় তিনি প্রশ্ন তোলেন: এই ০ আর ১-এর সিকোয়েন্সকে পরমাণুর দশা দিয়ে প্রতিস্থাপন করে পারমাণবিক কম্পিউটার তৈরি করি না কেন? ট্রানজিস্টরগুলো সম্ভাব্য সবচেয়ে ছোট বস্তু বা পরমাণু দিয়ে প্রতিস্থাপন করি না কেন?

পরমাণু হল ঘূর্ণমান লাটিমের মতো। এক চুম্বকীয় ক্ষেত্রে পরমাণুগুলো চুম্বকীয় ক্ষেত্রটির সাপেক্ষে উপরে বা নিচে (আপ বা ডাউন) সারিবদ্ধ হতে পারে। সেটা অনেকটা ০ ও ১-এর মতো। আপনার কম্পিউটারে এই সংখ্যা দুটোর (০ ও ১) দশার সঙ্গে ডিজিটাল কম্পিউটারের শক্তি সম্পর্কিত। কিন্তু অতিপারমাণবিক জগতের নিয়ম-কানুন উদ্ভট। তাই পরমাণুগুলো এ দুটি দশার যেকোনো সমাহারে স্পিন করতে বা ঘুরতে পারে। যেমন এমন দশাও পাওয়া সম্ভব, যেখানে পরমাণুটি ১০ শতাংশ সময় থাকবে আপ স্পিনে এবং ৯০ শতাংশ সময় থাকবে ডাউন স্পিনে। কিংবা ৬৫ শতাংশ সময় আপ স্পিন থাকবে এবং ৩৫ শতাংশ সময় থাকবে ডাউন স্পিন। আসলে পরমাণুর স্পিন বা ঘূর্ণনের উপায় আছে অসীম সংখ্যক। এটিই সম্ভাব্য দশার সংখ্যা ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে দেয়। কাজেই পরমাণুটি তথ্যও বহন করতে পারে অনেক বেশি। কেবল এক বিট নয়, বরং এক কিউবিট। অর্থাৎ একই সময়ে ঘটা আপ ও ডাউন দশার সমাহার। ডিজিটাল বিটগুলো একবারে মাত্র এক বিট তথ্য বহন করতে পারে। সেটাই তাদের ক্ষমতা বা শক্তিকে সীমিত করে তোলে। কিন্তু কিউবিট বা কোয়ান্টাম বিটের শক্তি বা ক্ষমতা প্রায় সীমাহীন। ঘটনা হল, পারমাণবিক পর্যায়ে বস্তু একাধিক একই সময়ে একাধিক দশায় থাকতে পারে। একে বলা হয় সুপারপজিশন। (এর আরেকটা মানে হল, সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত সূত্রগুলো পারমাণবিক পর্যায়ে নিয়মিত লঙ্ঘন করা হয়। সেই পরিসরে ইলেকট্রন একই সময়ে দুটি স্থানে থাকতে পারে। কিন্তু সেটা বড় বস্তুর ক্ষেত্রে সত্য নয়।) আরও ব্যাপার হল, এসব কিউবিট পরস্পরের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করতে পারে। কিন্তু সাধারণ বিটের পক্ষে তা করা সম্ভব নয়। এই কাজটিকে বলা হয় এনট্যাঙ্গেলমেন্ট বা বিজড়ন। ডিজিটাল বিটগুলোর স্বাধীন দশা বা অবস্থা থাকে। সেখানে প্রতিবার যখনই আরেকটা কিউবিট যোগ করা হবে, তা আগের সবগুলো কিউবিটের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করবে। ফলে সম্ভাব্য মিথস্ক্রিয়ার সংখ্যা এর ফলে দ্বিগুণ হয়ে যাবে। কাজেই কোয়ান্টাম কম্পিউটার সহজাতভাবেই ডিজিটাল কম্পিউটারের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। কারণ প্রতিবার একটি অতিরিক্তি কিউবিট যোগ করে আপনি মিথস্ক্রিয়ার সংখ্যা দ্বিগুণ করে দিতে পারবেন।

যেমন বর্তমানে কোয়ান্টাম কম্পিউটারে থাকতে পারে ১০০ কিউবিটের বেশি। তার মানে, সেগুলো এক কিউবিটের সুপার কম্পিউটারের চেয়ে ২১০০ গুণ বেশি শক্তিশালী। গুগলের সাইকোমোর কোয়ান্টাম কম্পিউটার প্রথমবারের মতো কোয়ান্টাম সুপ্রিমেসি অর্জন করেছিল। এ কম্পিউটার তার ৫৩ কিউবিট দিয়ে ৭২ বিলিয়ন বিলিয়ন বাইট মেমোরি প্রসেস করার ক্ষমতা রাখে। কাজেই সাইকোমোরের মতো কোয়ান্টাম কম্পিউটারই বর্তমানে প্রচলিত যেকোনো কম্পিউটারকে হারিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। এর বাণিজ্যিক ও বৈজ্ঞানিক প্রয়োগের ক্ষেত্র অপরিসীম। আমাদের ডিজিটাল বিশ্ব অর্থনীতি থেকে কোয়ান্টাম অর্থনীতিতে রূপান্তর হওয়া সময় তার সম্ভাবনাটা অসাধারণভাবে বেশি।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

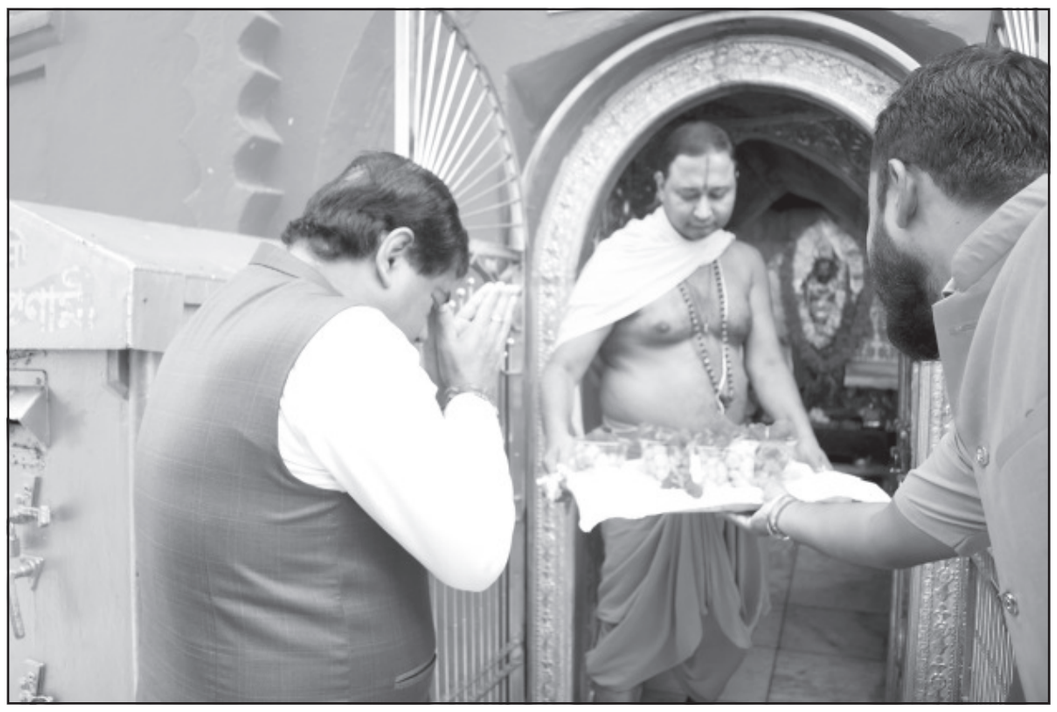

পুর নিগমে দুই বছরের মেয়র পদে পূর্তি উপলক্ষ্যে মেয়র দীপক মজুমদার শুক্রবার মাতাবাড়িতে পূজা দেন। ছবি- নিজস্ব।

এই ৩ ক্রিকেটারের উপর কোটি টাকার বাজি ধরতে চলেছে মুম্বই!

মুম্বই, ৮ ডিসেম্বর (হি.স.): আইপিএল ইতিহাসের সফল দল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন। তবে গত তিন সিজিনে মুম্বই ট্রফি জিততে পারেনি। বিশেষ করে গত দুই মরসুমে বোলারদের সমস্যায় ভুগেছে মুম্বই। তাই এবারের আইপিএলে কিছু পরিবর্তন আনছে। গত দুইবারের ফাইনালিস্ট গুজরাট টাইটান্স এর ক্যাপ্টেন হার্দিক পান্ডিয়াকে তারা নিয়েছে। তবে বোলারদের বিভাগে জসপ্রীত বুমরাহ ও আকাশ মাদওয়াল ছাড়া দলে তৃতীয় কোনো পেসার নেই। তাই আসন্ন সিজিনে এই ৩ প্লেয়ারকে টার্গেট করতে চলেছে মুম্বই দল।

শন অ্যাবট:

মুম্বাইয়ের তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন অজি পেসার শন অ্যাবট। শুধু বোলিং নয় শন অ্যাবটের রয়েছে অলরাউন্ড পারফরমেন্স। মুম্বই দল তাদের লোয়ার অর্ডারে এই ধরনের একজন ক্রিকেটার চাইছেন। গত দুই সিজিনে জোফরা আর্চারকে ধরে রাখলেও চোটের জন্য তাকে ছেড়ে দিতে হয়েছে। যে কারণে অ্যাবট হতে যাচ্ছেন দলের প্রথম পছন্দের।

হার্শাল প্যাটেল:

এই পেসার অলরাউন্ডার হার্শাল প্যাটেল এবার রয়েছেন মুম্বাইয়ের নজরে। গত আইপিএলে বোলারদের সমস্যায় ভুগেছিলো দল। বুমরাহ, আর্চার, রিচার্ডসনদের মতন বোলাররা স্কোয়াডে থাকলেও চোটের জন্য খেলতে পারেননি। অন্যদিকে, এবারের আইপিএলে ডেথ ওভারে বুমরাহকে সঙ্গ দিতে পারেন হার্শাল। গত বছর রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর হয়ে পার্পল ক্যাপ হোল্ডার তিনি। ২০২০ আইপিএলেও জিতেছিলেন পার্পেল ক্যাপ।

জস ইংলিশ:

তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছেনও অজি উইকেট রক্ষক ব্যাটসম্যান জস ইংলিশ। এবার মুম্বই দলে রয়েছে দুজন উইকেটকিপার, আরও একজন বাড়তি উইকেট রক্ষক হিসাবে তাকে সামিল করতে পারে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। লোয়ার অর্ডার ব্যাটিং'এর পাশাপশি টপ অর্ডারেও ব্যাটিং করতে অভ্যস্ত তিনি, সম্প্রতি ভারতের বিরুদ্ধে টি টোয়েন্টি ম্যাচে শতরান হাঁকিয়েছেন তিনি। তাই আসন্ন আইপিএলে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের টার্গেটে থাকবেন তিনি।

আবুধাবি টি-১০ : হাজমা সালিমদারের ৪৩ বলে অবিশ্বাস্য ১৯৩

আবুধাবি, ৮ ডিসেম্বর (হি.স.): উপর্যুপরি ২২টা ছয়, ১৪টা চার, ৪৩ বলে অবিশ্বাস্য ১৯৩, কে এই হামজা সালিমদার? অলরাউন্ডার হিসেবে পরিচিত ২৮ বছরের এই হামজা খেলেন স্পেনের জাতীয় ক্রিকেট টিমে। তিনি পরিচিত ইউরোপিয়ান ক্রিকেট সার্কিটেও। ২০২০ সাল থেকে তিনি ইউরোপিয়ান লিগে খেলে যাচ্ছেন।আবুধাবি টি টেন টুর্নামেন্টে ১৯৩ নট আউট করার পাশাপাশি আরও তিনটে সেঞ্চুরি

কেসিআরের দ্রুত আরোগ্য কামনায় তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি

হায়দরাবাদ, ৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিষাণ রেড্ডি কেসিআরের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন। রেবন্ত রেড্ডি ও রাজ্য বিজেপির সভাপতি জি কিষান রেড্ডি সহ অন্যান্য নেতারা শুক্রবার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের দ্রুত সেরে ওঠার জন্য কামনা করেছেন। কে চন্দ্রশেখর রাও সম্প্রতি বাথরুমে পড়ে যান। তার ফলে তাঁর নিতম্বের হাড় ভেঙে যায়।

রেবন্ত রেড্ডি শুক্রবার "এক্স"-এ পোস্ট করে লিখেছেন, যেখানে রাও ভর্তি আছেন সেই হাসাপাতালের সচিবকে হাসপাতাল পরিদর্শন করতে নির্দেশ দিয়েছি। সেখানে কেসিআর সেরা চিকিৎসাই পাচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান যে তিনি স্বাস্থ্য সচিবকে কেসিআর-এর স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যেতে এবং তাঁকে আপডেট দিতেও বলেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিষাণ রেড্ডিও রাওয়ের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুসারে, স্বাস্থ্য সচিব এস এ এম রিজভি হাসপাতাল পরিদর্শন করেছেন এবং চিকিৎসকদের সঙ্গেও কথা বলেছেন, একটি সরকারী বিবৃতি সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিশান রেড্ডি বলেন, যে কেসিআর হিপ ফ্র্যাকচারে আক্রান্ত হয়েছেন জেনে তিনি দুঃখিত এবং তিনি তাঁর দ্রুত সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করেছেন।

অভিনেতা তথা রাজনীতিবিদ এবং জনসেনা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা পবন কল্যাণও কেসিআরের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন। কল্যাণ এক বিবৃতিতে বলেছেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর জীবনে অনেক চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করেছেন এবং তিনি তাঁর চোট থেকেও দ্রুত সেরে উঠবেন।

শ্রীনগর-লেহ মহাসড়কের জোজিলা দুর্ঘটনায় পাঁচজনের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ লেফটেন্যান্ট গভর্নরের

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : লাদাখের লেফটেন্যান্ট গভর্নর ব্রিগেডিয়ার বিডি মিশ্র (অব.) শ্রীনগর-লেহ মহাসড়কের জোজিলার কাছে সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচজনের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন। বৃহস্পতিবারের দুর্ঘটনায় যাদের মৃত্যু হয়েছে তাঁরা সবাই কার্গিলের বাসিন্দা।

শুক্রবার লাদাখের লেফটেন্যান্ট গভর্নর ব্রিগেডিয়ার মিশ্র তাঁর শোক বার্তায় লিখেছেন, 'বৃহস্পতিবার জোজিলায় সড়ক দুর্ঘটনায় যারা তাদের প্রিয়জনকে হারিয়েছেন সেইসব শোকাহত পরিবারের প্রতি আমি আন্তরিক সমবেদনা জানাই।'তিনি বলেন, বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি এবং তাদের পরিবার এই কঠিন সময়ে শক্তি পাক এই কামনা করছি।

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার সোনামার্গ থেকে কার্গিলগামী একটি গাড়ি রাস্তা থেকে ছিটকে গিয়ে শ্রীনগর-লেহ মহাসড়কের জোজিলা পাসের কাছে একটি খাদে পড়ে যায়। এই দুর্ঘটনায় পাঁচজনের মৃত্যু হয়। এই দুর্ঘটনার তিন দিন আগে কেরলের চার পর্যটক এবং স্থানীয় এক চালকের অন্য একটি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়।

লাগাতার চুরি ও নগর সৌন্দর্যয়নের কাজে বিপাকে বিক্রেতারা, পুর পরিষদ ও প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি

ধলাই(ত্রিপুরা), ৮ ডিসেম্বর (হি.স.): আমবাসা শহর কে যানজট মুক্ত রাখতে এবং সৌন্দর্য্যায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে আমবাসা পুর পরিষদ। এর অঙ্গ হিসাবে বাজারের ফাস্ট ফুডের দোকান গুলো বাজার থেকে দূরে সরিয়ে সারিবদ্ধভাবে বসানো হয়েছে। বাজারের সৌন্দর্য্য অনেকগুণে বাড়লেও ব্যবসায়ীরা নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন বলে অভিযোগ। ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, আগের তুলনায় ফাস্ট ফুড বিক্রি অনেকটাই কমে যায়। বাজার অতিক্রম করে ক্রেতারা আসতে চাইছে না। ফলে প্রতিদিন প্রচুর খাদ্য সামগ্রী নষ্ট হচ্ছে। অন্যদিকে এইসব ফাস্ট ফুডের দোকান গুলোতে একাধিক বার চুরি হয়েছে।

বারংবার আমবাসা পুর পরিষদ এবং আমবাসা থানায় জানানোর পরেও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না। এদিকে বৃহস্পতিবার রাতে তিনটি ফাস্ট ফুড দোকানে চোরের দল হানা দিয়ে গ্যাসের সিলিন্ডার সহ খাবার তৈরির বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে যায়।

দোকানদারদের বক্তব্য সরকার যেহেতু আমবাসা বাজারের ক্ষুদ্র ফাস্ট ফুড বিক্রেতাদের একজায়গায় স্থান দিয়েছে তাহলে সরকার বা প্রশাসনের দায়িত্ব সেখানে নিরাপত্তা প্রদান করা। শেষ পর্যন্ত পীঠ দেওয়ালে ঠেকে যাওয়ার পর ক্ষুদ্র ফাস্ট ফুড বিক্রেতারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে আরেকটি দোকানে চুরি হলে তারা আগের পুরোনো জায়গায় দোকান নিয়ে যাবে। তবে ধারণা করা হচ্ছে এই সমস্ত চুরির ঘটনার পেছনে ড্রাগস আক্রান্তরা জড়িত রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই আমবাসা পুর এলাকা ও সংশ্লিষ্ট এলাকায় ছিঁচকে চুরি চলছে। এতে করে ক্ষোভ বাড়ছে মানুষের। কিন্তু কোন কিনারা করতে পারছে না পুলিশ।

মান্যতা পেল না কংগ্রেস ও তৃণমূলের আর্জি, লোকসভায় কিছু বলতে পারলেন না মহুয়া

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর (হি.স.): অর্থের বিনিময়ে প্রশ্ন অভিযোগে বিদ্ধ তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মহুয়া মৈত্র। 'প্রশ্নঘুষ'কাণ্ডে সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিষয়ে শুক্রবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে লোকসভায়। এই সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দিয়েছে এথিক্স কমিটি। সেই রিপোর্ট নিয়ে লোকসভা কোন পথে এগোবে, তা স্পিকার ওম বিড়লা ঠিক করবেন। মহুয়ার সাংসদ পদ থাকবে, না তা খারিজ করে দেওয়া হবে, তা-ও চূড়ান্ত হয়ে যেতে পারে শুক্রবারই। মহুয়াকাণ্ডে লোকসভায় রিপোর্ট পেশ করে এথিক্স কমিটি। বেলা ১২টার পর রিপোর্ট জমা পড়ে। এথিক্স কমিটির রিপোর্ট লোকসভায় জমা পড়ার পর তুমুল শোরগোল শুরু হয়। হইচইয়ের মাঝে সভা মুলতুবি করে দেওয়া হয়। দুপুর ২টো পর্যন্ত অধিবেশন মুলতুবি থাকে।

প্রসঙ্গত, মহুয়া মৈত্রের সাংসদ পদ খারিজ করার সুপারিশ করেছে এথিক্স কমিটি। ৪৯৫ পৃষ্ঠার রিপোর্টে সে কথাই বলা হয়েছে। মহুয়া যা করেছেন, তার জন্য তাঁর গুরুতর শাস্তি হওয়া দরকার বলেও মনে করেন কমিটির সদস্যেরা। এথিক্স কমিটির রিপোর্ট জমা পড়ার পর লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি লিখেছেন। তিনি ওই রিপোর্ট পড়ে দেখার জন্য ৪৮ ঘণ্টা সময় চেয়েছেন। স্পিকারকে চিঠি দেওয়ার পর সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "৪৯৫ পৃষ্ঠার একটা চিঠি। তা পড়ে দেখার জন্য ন্যূনতম সময় দরকার। আমরা ৪৮ ঘণ্টা সময় চেয়েছি। পড়াশোনা করে এসে এ বিষয়ে আলোচনা করব। আলোচনাটাই তো মূল প্রাধান্য পাওয়ার কথা। এখনই রিপোর্ট দিয়ে এখনই পদক্ষেপ করতে হবে এই মানসিকতার আমরা তীব্র বিরোধিতা করছি।"

এদিকে, মহুয়ার বিরুদ্ধে এথিক্স কমিটির রিপোর্ট প্রসঙ্গে লোকসভার স্পিকারকে চিঠি লেখেন লোকসভার কংগ্রেস দলনেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী। তিনিও সময় চেয়েছেন। চিঠিতে অধীর জানিয়েছেন, এথিক্স কমিটির রিপোর্ট পড়ার জন্য লোকসভার সদস্যদের অন্তত তিন থেকে চার দিন সময় দেওয়া দরকার। তাই আলোচনার জন্য অন্য কোনও তারিখ দেওয়ার জন্য স্পিকারকে অনুরোধ করেছেন তিনি। জানিয়েছেন, শুক্রবারের অন্তত তিন দিন পর কোনও তারিখ জানান স্পিকার। দুপুর দু"টোর পর অধিবেশন শুরু হলে অধীর লোকসভায় স্পিকারের উদ্দেশে বলেন, "এত বড় চিঠি এত কম সময়ে পড়া সম্ভব নয়। ভাল করে পড়ে এটা নিয়ে চর্চা করা উচিত। আদালতেও কারও সাজা হলে বিচারক আসামির বক্তব্য শোনেন।

পাহাড়ে শান্তি বজায় রাখার আবেদন মুখ্যমন্ত্রীর

কালিম্পং, ৮ ডিসেম্বর (হি.স.): পাহাড়ে শান্তি বজায় রাখার আবেদন জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার কালিম্পঙে মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি পরিষেবা প্রদান কর্মসূচি ছিল। সেই মঞ্চ থেকেই তিনি এই আবেদন করেন।

তিনি বলেন, "কিছু লোক পাঁচ বছর অন্তর এক বার করে জেগে ওঠে, পাহাড়কে অশান্ত করার চেষ্টা করে। অশান্তি হলে শিল্পপতিরা বিনিয়োগ করবে কেন? আমি আপনাদের বলছি, পাহাড়কে আপনারা শান্ত রাখুন, উন্নয়নের দায়িত্ব আমার।"

তিনি আরও বলেন, "ভোটের সময় অনেকে আসে, অনেক লোভ দেখিয়ে যায়। অ্যাকাউন্টে ১৫ লাখ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু কিচ্ছু করে না। কিন্তু আমরা কথা দিয়ে কথা রাখতে জানি।" মুখ্যমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, পাহাড়ে তথ্যপ্রযুক্তি হাব তৈরি হবে। সেখানে বিনিয়োগ হবে ২৪ হাজার কোটি টাকা।

অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের প্রশাসনিক অর্থ সাহায্য

হাইলাকান্দি (অসম) ৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : হাইলাকান্দি শহরের মাটিজুরি পয়েন্টে গত বুধবার অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত চারটি পরিবারকে সরকারি অর্থসাহায্য তুলে দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের বিপর্যয় মোকাবিলা শাখা থেকে চারটি পরিবারের প্রতিটিকে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা করে অর্থ সাহায্য ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে শুক্রবার হস্তান্তর করা হয়েছে।

ফুটবল থেকে অবসর নিয়ে নিলেন সুব্রত পাল

কলকাতা, ৮ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতীয় ফুটবলে নির্ভরযোগ্য গোলকিপার সুব্রত পাল ফুটবল থেকে অবসর নিলেন। বাইচুং ভুটিয়া, সুনীল ছেত্রীদের ভারতীয় টিমে মহাতারকা হয়ে উঠেছিলেন একসময়। এশিয়ান টিমে এক সময় তাকে স্পাইডারম্যান বলা হতো। মোহনবাগান থেকে তার উত্থান হলেও দেশের সেরা সেরা ক্লাবে খেলেছেন প্রায় দু'দশক ধরে। ইস্টবেঙ্গলে হয়ে খেলেছেন। তবে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ শুরু হওয়ার পর থেকে বাংলার বাইরের টিম গুলোতেই খেলেছেন বেশি।

রাজ্যের গ্রামীণ এলাকায় চলেছে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা

আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর : কেন্দ্রীয় কল্যানমূলক প্রকল্প সম্পর্কে জন সচেতনতা বাড়ানো ও জন অংশীদারী বাড়ানোর উদ্দ্যেশে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা ও গ্রাম এলাকায় চলেছে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা উ ভ্রাম্যমান সচেতনতা গাড়ি বা আই ই সি ভ্যান এর মাধ্যমে বিবিধ কেন্দ্রীয় প্রকল্প সম্পর্কে তথ্য প্রচার সহ বিভিন্ন পরিসেবা শিবিরের মাধ্যমে রাজ্যের সমস্ত জেলায় গ্রাম পঞ্চায়েত ও এডিসি ভিলেজে এই অভিযান চলছে। একইসাথে চলেছে রাজ্য সরকারের 'প্রতি ঘরে সু শাসন অভিযানও'। এর মধ্য দিয়ে, কল্যানমূলক ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জন অংশীদারীত্বে এক নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে। আজ বিকশিত ভারত সঙ্কল্প যাত্রা নিয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে সিপাহীজলা জেলার বিশালগড় ব্লকের অধীন গকুলনগর পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত অফিস সংলগ্ন মাঠে ও লেম্বুতলি পঞ্চায়েতের জনপ্রিয় উচ্চ বিদ্যালয়ে। উভয় পঞ্চায়েতেই আই ই সি বা সচেতনতা ভ্যানের আগমনকে কেন্দ্র করে এলাকার জনসাধারনের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ দেখা গেছে। একই সাথে আয়োজিত হয়েছিল ক্ষেত্রীয় পর্যায়ের প্রশাসনিক শিবির। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দপ্তরের উদ্যোগে পরিসেবা প্রদান শিবির এর আয়োজন করা হয়উ স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীরা এলাকার মানুষের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করেন।

তাছাড়াও ছিল টি.বি রোগ নির্ণয়ের ব্যবস্থা। প্রাণি সম্পদ বিকাশ দপ্তরের কর্মীরা বিতরণ করেন গৃহপালিত পশু পাখির ঔষধ। মৎস দপ্তর থেকে মৎস চাষীদের বিতরণ করা হয় চুন। এছাড়া জেলা ও ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে আধার কার্ড, পি.আর.টি.সি, জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদির শংসাপত্র পাওয়ার আবেদন। এই শিবর গুলোতে উপস্থিত ছিলেন উল্লেখিত পঞ্চায়েত গুলির নির্বাচিত প্রধান উপ-প্রধান সহ সদস্যরা। উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় ব্লকের অতিরিক্ত সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক নান্টু দেব, পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা বিষয়ক কমিটির সভাপতি সুব্রত ভৌমিক প্রমুখ।

আজ দক্ষিণ জেলার ঋষ্যমুখ ব্লকের রতনপুর ও গাবুরছড়া এডিসি ভিলেজেও অনুষ্ঠিত হয় বিকশিত ভারত সঙ্কল্প যাত্রাকে কেন্দ্র করে বিকাশ মেলা। মেলায় বিভিন্ন দপ্তরের স্টলের সঙ্গে সঙ্গে ভ্রাম্যমান প্রচার গাড়ি বই পুস্তিকা সহ অডিও-ভিসুয়াল চিত্রের মাধ্যমে থেকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কে জনগনকে অবহিত করা হয়। ঋষ্যমুখ পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন বকুল রানী দেবনাথ, ঋষ্যমুখ বিএসির চেয়ারম্যান সামুয়্যাল উচঁই, ব্লকের বিডিও রুদ্রদীপ নাথ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন দুইটি মেলায়। অনুরূপভাবে, বিলনিয়ার ভারতচন্দ্র নগর ব্লকের পশ্চিম কলাবাড়িয়া ও নেতাজী সুভাষ চন্দ্র নগর পঞ্চায়েতে অনুষ্ঠিত হয় বিকশিত ভারত সঙ্কল্প যাত্রাউ বিভিন্ন প্রকল্পের সম্ভাব্য সুবিধাভোগীরা এই অনুষ্ঠানে এসে প্রয়োজনীয় প্রকল্পের সুযোগ নিতে আবেদন পত্র জমা দেন । তেমনি, বহু মানুষ যারা ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধে পেয়েছেন তাঁরা এই মেলায় এসে এসে তাঁদের সন্তোষ ব্যক্ত করেছেনউ সাতচাঁদ ব্লকের দক্ষিণ ভুরাতলি পঞ্চায়েতে অনুষ্ঠিত বিকাশ মেলায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মাইলাফ্রু মগ, সাতচাঁদ ব্লকের বিডিও অনুপম দাস সহ জন প্রতিনিধিরা। মেলায় উপস্থিত ছিলেন প্রশাসনের আধিকারিকরা সহ ভারতচন্দ্র নগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন পুতুল পাল বিশ্বাস ও ব্লকের বিডিও কাবেরী নাথ সহ ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিরা।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবিভিপি : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর (হি.স.): প্রতিষ্ঠার পর থেকে দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবিভিপি। বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুক্রবার নতুন দিল্লিতে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের ৬৯-তম জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, ভাষা আন্দোলন হোক, শিক্ষা আন্দোলন হোক অথবা সংস্কৃতি সংরক্ষণে এবিভিপি সর্বদাই অগ্রণী।

এবিভিপি-কে শিক্ষা ব্যবস্থার সর্ববৃহৎ সংগঠন বলে অভিহিত করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, এটি শুধুমাত্র শিক্ষা ব্যবস্থার অপূর্ণতা দূর করার চেষ্টাই করে না, বরং শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠনেও সাহায্য করে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী অঙ্গীকার নিয়েছেন, আগামী ২৫ বছরে ভারত বিশ্বনেতা হয়ে উঠবে। শাহ বলেন, গত ১০ বছরে দেশের প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও জাতিভেদ প্রতিস্থাপিত হয়েছে।

১ কোটি অংশগ্রহণকারীর সীমা অতিক্রম করেছে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা

নয়াদিল্লি, ০৮ ডিসেম্বর : গত ১৫ নভেম্বর ঝাড়খন্ডের খুন্তিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে বিকাশ ভারত সংকল্প যাত্রার উদ্বোধন করেছিলেন, তা সারা দেশের নাগরিকদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে একটি রূপান্তরমূলক প্রচারাভিযান হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। মেইটি কর্তৃক প্রস্তুত কাস্টমাইজড পোর্টালে সংগৃহীত তথ্য অনুসারে, ৭ ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত এই যাত্রা ৩৬,০০০ এরও বেশি গ্রাম পঞ্চায়েতে পৌঁছেছে এবং ১ কোটিরও বেশি নাগরিক এতে অংশ নিয়েছে। ৩৭ লক্ষ মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ভারতের সবচেয়ে জনবহুল রাজ্য উত্তর প্রদেশ তালিকার শীর্ষে রয়েছে, এবং মহারাষ্ট্র (১২.০৭ লক্ষ) দ্বিতীয় শীর্ষে রয়েছে ও ১১.৫৮ লক্ষ মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে গুজরাট তৃতীয় স্থানে রয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরেও এই যাত্রা উৎসাহব্যঞ্জক সমর্থন পেয়েছে, যেখানে আজ পর্যন্ত ৯ লক্ষেরও বেশি মানুষ অংশ নিয়েছেন। প্রতিদিন মানুষের অংশগ্রহণ এই প্রচারাভিযানকে আরও বেগবান করছে। সংকল্প যাত্রার প্রথম সপ্তাহে ৫ লক্ষ নাগরিক অংশ নিয়েছিলেন এবং গত ১০ দিনে সারা দেশ থেকে ৭৭ লক্ষেরও বেশি মানুষ এই যাত্রায় অংশ নিয়েছেন। অল্প সময়ের মধ্যে এই যাত্রার ৭০০ টিরও বেশি শহুরে জায়গায় পৌঁছেছে এবং মোট ৭৯ লক্ষ মানুষ ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে একটি উন্নত দেশে পরিণত করার জন্য প্রচেষ্টা করার অঙ্গীকার করেছেন। এই সংকল্প যাত্রার আউটরিচ উদ্যোগ তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ (আইইসি) ভ্যান ব্যবহার করে ২.৬০ লক্ষেরও বেশি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ৩,৬০০ টিরও বেশি শহুরে স্থানীয় সংস্থাকে যুক্ত করার চেষ্টা করেছে। এই বিকশিত সংকল্প যাত্রার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হল মহিলা কেন্দ্রিক প্রকল্পগুলি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, যার ফলে ৪৬,০০০ এরও বেশি সুবিধাভোগী প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার জন্য নিজেদের নিবন্ধন করেছেন। স্বাস্থ্য শিবিরগুলিও ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে এবং আজ পর্যন্ত ২২ লক্ষ লোকের স্ক্রিনিং করা হয়েছে। উন্নত ভারত সংকল্প যাত্রার অংশ হিসাবে কৃষকদের জন্য ড্রোন প্রদর্শন অনেক কৌতূহল সৃষ্টি করেছে। "ড্রোন দিদি স্কিম" চালু করার মাধ্যমে ১৫,০০০ মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ড্রোনের ব্যবস্থা করা হবে। দু"জন মহিলা সদস্যের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক মহিলাও ড্রোনের উড্ডয়ন প্রত্যক্ষ করতে এগিয়ে এসেছেন। এসএইচজিগুলি চার্জের জন্য ড্রোন পরিষেবাগুলি ভাড়া দেবে, যা এসএইচজি সদস্যদের রাজস্বের আরেকটি উৎস হিসাবে কাজ করবে।

• কাজের সন্ধান •

জানুয়ারিতে আগরতলায় অনলাইনে পরীক্ষার মাধ্যমে স্টেট ব্যাঙ্কে পাঁচ হাজার নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় বা এসবিআই-তে সি.বি.ও বা সার্কেল বেইসড অফিসার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫২৮০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ, বিকম, বিএসসি, বিই, বিটেক, ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ ডিসেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা জানুয়ারিতে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে। বিস্তারিত খবর হলো — ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে সি.বি.ও বা সার্কেল বেইসড অফিসার পদে ৫২৮০ জন নিয়োগ হচ্ছে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায়।

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ৩১-১০-২০২৩-এর হিসেবে ২১ থেকে ৩০-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। বিশেষ ক্ষেত্রে যাঁরা বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে কিছু সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিকপ্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। যেমন মোট শূন্যপদ ৫২৮০-এর মধ্যে এসসি'র জন্য ৭৮৭টি, এসটি'র জন্য ৩৮৮টি, ওবিসি'র জন্য ১৪২১টি এবং ই.ডব্লিও.এস-এর জন্য ৫২৭টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ২১৫৭টি পদ জেনারেল বা সাধারন প্রার্থীদের জন্য। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। শারীরিকপ্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্যও সংরক্ষিত রয়েছে ২১৪টি পদ। ব্যাকেলগ শূন্যপদ রয়েছে ১৬৭টি। শূন্যপদের আরও বিশদ বিভাজন ইত্যাদি দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে। যোগ্যতা - স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক। অর্থাৎ বিএ, বিকম, বিএসসি, বিই, বিটেক, ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। ফিনান্স বা ব্যাঙ্কিং সেক্টরে ১ বা ২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। আগ্রহী প্রার্থীরা অবশ্যই আবেদন করার আগে বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত দেখে যোগ্যতার মাপকাঠি মিলিয়ে আবেদন করবেন।

প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, সরাসরি সাক্ষাৎকার বা পার্সোনাল ইন্টারভিউর মাধ্যমে। কম্পিউটার ভিত্তিকপরীক্ষা ১২০ নম্বরের, সময় ২ ঘন্টা। অনলাইনে পরীক্ষা বা সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে। পরীক্ষা জানুয়ারিতে, তবে নির্দিষ্ট তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশেই। তবে দরখাস্ত পূরণের সময় তা নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা আবশ্যক। তবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বা শর্ট লিস্টেড প্রার্থীরাই কেবলমাত্র ডাক পাবেন ইন্টারভিউর জন্য। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে অনলাইন পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর ১ সপ্তাহ আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনএ চিঠি পাঠানো হবে না।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ১২ ডিসেম্বরের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ১২ ডিসেম্বর। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন। নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। এছাড়া, স্ক্যান করে রাখতে হবে নিজের সমস্ত সার্টিফিকেট ও ডকুমেন্টস। প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলোকে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং সিআরপিডি/ সিবিও/ ২০২৩-২৪/১৮। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

অনলাইনে ১৬৯৭ জন এপ্রেন্টিস পরীক্ষা ছাড়াই রেলে নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। সারা দেশ জুড়ে ভারতীয় রেলে এপ্রেন্টিস নিয়োগের জন্য অনলাইনে অথবা ডাকযোগে দরখাস্ত পাঠাতে বলা হয়েছে, আসন সংখ্যা এই মুহূর্তে প্রায় ১২,০০০টি হলেও এনসিআর বা নর্থ সেন্ট্রাল রেলওয়েতে ১৬৯৭টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, অধিক নম্বর এবং আইটিআই পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ১৫ - ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ ডিসেম্বর। বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর জন্য পরে ডাকা হবে। ইচ্ছুক উপযুক্ত প্রার্থীরা নর্থ সেন্ট্রাল রেলওয়ে বা উত্তর মধ্য রেলের প্রয়াগরাজ, ঝাঁসী, আগ্রা ডিভিশনের যে-কোনও একটির উদ্দেশ্যে অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। অন্য রেলওয়ের জন্যও অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো সুবিধা রয়েছে। ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারেন ১৪ ডিসেম্বরের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ১ ডিসেম্বর। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। অধিকতর পেশগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ। রেলওয়ের জোন অনুযায়ী অনলাইনে আবেদন করার পদ্ধতিও পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। প্রার্থিবাছাই পদ্ধতির বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে।

ভারতীয় রেলে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। ভারতীয় রেলে সারা দেশ জুড়ে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে প্রায় ১২,০০০ জনকে বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কোনও রকম লিখিত পরীক্ষা বা কম্পিউটার ভিত্তিক প্রয়োজন নেই। পরীক্ষা ছাড়াই রেলওয়েতে নিয়োগের এটি একটি দারুন সুযোগ। মেরিটের ভিত্তিতে প্রথমে বাছাই করে নেওয়া হবে এবং পরবর্তী সময়ে কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমেই নিয়োগ দেওয়া হয়। ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ১৪-১২-২০২৩-এর হিসেবে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। সাধারণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে জন্মতারিখ হতে হবে ১৪-১২-১৯৯৯ থেকে ১৪-১২-২০০৮ এর মধ্যে। বয়সের উধর্বসীমায় ওবিসি-দের ক্ষেত্রে ৩ বছর, এসসি ও এসটি-দের ক্ষেত্রে ৫ বছর, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষমদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ১০ বছর এবং এক্স-সার্ভিসম্যানদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ১০ বছরের ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন এঁদের সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর -আরআরসি/ এনসিআর/ ০১/ ২০২৩। তারিখ ১০ নভেম্বর, ২০২৩। ডিভিশন ও ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন এই রকম — প্রয়াগরাজ ডিভিশনে মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্টে মোট আসন ৩৬৪টির মধ্যে অসংরক্ষিত ১৪৯টি, ওবিসি'র জন্য ৯৮টি, এসসি'র জন্য ৫৫টি, এসটি'র জন্য ২৭টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৩৫টি আসন সংরক্ষিত। এর মধ্যে এক্স-সার্ভিসম্যান ১০টি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য ৬টি আসন সংরক্ষিত। এক্ষেত্রে ফিটার ট্রেডে মোট আসন ৩৩৫টির মধ্যে অসংরক্ষিত ১৩৭টি, ওবিসি'র জন্য ৯০টি, এসসি'র জন্য ৫০টি, এসটি'র জন্য ২৫টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৩৩টি আসন সংরক্ষিত। এর মধ্যে এক্স-সার্ভিসম্যান ১০টি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য ৬টি আসন সংরক্ষিত। একই ডিভিশনে ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্টে মোট আসন ৩৩৯টির মধ্যে অসংরক্ষিত ১৩৮টি, ওবিসি'র জন্য ৯০টি, এসসি'র জন্য ৫০টি, এসটি'র জন্য ২৬টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৩৫টি আসন সংরক্ষিত। এর মধ্যে এক্স-সার্ভিসম্যান ৮টি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য ৪টি আসন সংরক্ষিত। এক্ষেত্রে ফিটার ট্রেডে মোট আসন ২৪৬টির মধ্যে অসংরক্ষিত ১০০টি, ওবিসি'র জন্য ৬৬টি, এসসি'র জন্য ৩৭টি, এসটি'র জন্য ১৮টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ২৫টি আসন সংরক্ষিত। এর মধ্যে এক্স-সার্ভিসম্যান ৭টি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য ৪টি আসন সংরক্ষিত। ঝাঁসী ডিভিশনে মোট আসন ৫২৮টির মধ্যে অসংরক্ষিত ২৩১টি, ওবিসি'র জন্য ১৩৯টি, এসসি'র জন্য ৭৪টি, এসটি'র জন্য ৩৬টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৪৮টি আসন সংরক্ষিত। এর মধ্যে এক্স-সার্ভিসম্যান ১৩টি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য ১৮টি আসন সংরক্ষিত। এক্ষেত্রে ফিটার ট্রেডে মোট আসন ৩০৩টির মধ্যে অসংরক্ষিত ১২৩টি, ওবিসি'র জন্য ৮২টি, এসসি'র জন্য ৪৫টি, এসটি'র জন্য ২৩টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৩০টি আসন সংরক্ষিত। এর মধ্যে এক্স-সার্ভিসম্যান ৯টি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য ৬টি আসন সংরক্ষিত। আগ্রা ডিভিশনে মোট আসন ২৯৬টির মধ্যে অসংরক্ষিত ১৩৯টি, ওবিসি'র জন্য ৭৯টি, এসসি'র জন্য ৪৬টি, এসটি'র জন্য ১৯টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ১৩টি আসন সংরক্ষিত। এর মধ্যে এক্স-সার্ভিসম্যান ৬টি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য ১২টি আসন সংরক্ষিত। এক্ষেত্রে ফিটার ট্রেডে মোট আসন ৮০টির মধ্যে অসংরক্ষিত ৩৬টি, ওবিসি'র জন্য ২২টি, এসসি'র জন্য ১২টি, এসটি'র জন্য ৬টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৪টি আসন সংরক্ষিত। এর মধ্যে এক্স-সার্ভিসম্যান ২টি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য ২টি আসন সংরক্ষিত। প্রতিটি ডিভিশনেই ফিটার, ইলেকট্রিশিয়ান, ওয়েল্ডার, কার্পেন্টার ইত্যাদি ১৪টি ট্রেডে নিয়োগ করা হচ্ছে। অন্যান্য ডিভিশন বা ওয়ার্কশপের ট্রেড ও ক্যাটেগরী অনুযায়ী আসন সংখ্যার আরও বিস্তারিত বিভাজন জানতে এঁদের ওয়েবসাইটে লগঅন করে দেখে নিতে হবে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **ওয়ার্ড সেক্রেটারি (আগরতলা পুর নিগম),**
শূন্যপদ ঃ ১৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্ততপক্ষে বি.কম পাশ, ডিসিএ বা ও-লেভেল কম্পিউটার পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
সরাসরি দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **অফিসার (ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৬০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, তবে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ ২১-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা জানুয়ারিতে, কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **সার্কেল অফিসার (স্টেট ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৫,২৮০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ, বিকম, বিএসসি, বিই, বিটেক, ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ ডিসেম্বর,,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা জানুয়ারিতে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **টেকনেশিয়ান ট্রেনি (পাওয়ার গ্রীড),**
শূন্যপদ ঃ ২০৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই ইলেকট্রিক্যাল পাশ থেকে শুরু,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **নার্স (স্টিল অথরিটি হসপিটাল),**
শূন্যপদ ঃ ৫৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ জিএনএম, বিএসসি (নার্সিং) পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল মন্ত্রক),**
আসন সংখ্যা ঃ ১৬৯৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **সিনিয়র রেসিডেন্ট (ইএসআইসি),**
শূন্যপদ ঃ ১১৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ পিজি পাশ,
বয়স ঃ ২০-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ ডিসেম্বর,
সরাসরি ইন্টারভিউ ১৪ ডিসেম্বর থেকে, কেন্দ্র কল লেটারে জানিয়ে দেওয়া হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **এক্সিকিউটিভ (আইবি),**
আসন সংখ্যা ঃ ৯৯৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ, বিকম, বিএসসি, বিই, বিটেক, ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৩৬৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (সেন্ট্রাল ফ্যাক্টরি),**
শূন্যপদ ঃ ৩২০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা পাশ,
বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ ডিসেম্বর,,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **টেকনিক্যাল, এটেন্ড্যান্ট (স্টিল অথরিটি),**
শূন্যপদ ঃ ১১০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **কাস্টমার সার্ভিস এক্সিকিউটিভ (এয়ারপোর্ট অথরিটি, বহিঃরাজ্য),**
আসন সংখ্যা ঃ ১২৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **কাস্টমার সার্ভিস এক্সিকিউটিভ (এয়ারপোর্ট অথরিটি, বহিঃরাজ্য),**
আসন সংখ্যা ঃ ৮২৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু,
বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি (রেল মন্ত্রক),**
আসন সংখ্যা ঃ ৬৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু,
বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **সিনিয়র রেসিডেন্ট (এইমস),**
শূন্যপদ ঃ ১৫১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ পিজি পাশ,
বয়স ঃ ২১-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

আগরতলায় পরীক্ষার মাধ্যমে আই বি দপ্তরে ৯৯৫ জন ইন্টেলিজেন্স অফিসার নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো বা আই.বি-তে ইন্টেলিজেন্স অফিসার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯৯৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রিপাশ, বয়স ঃ ১৮ - ২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ ডিসেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। মোট কথা, একমাত্র অনলাইনেই আবেদন করতে হবে। তবে প্রার্থীবাছাইয়ের জন্য অনলাইনে এবং অফলাইনে দুটো পদ্বতিতেই পরীক্ষা দিতে হবে। এমসিকিউ প্যাটার্ণের কম্পিউটার ভিত্তিক ১০০ নম্বরের পরীক্ষা দিতে হবে অনলাইনে, পরে ৫০ নম্বরের ডেসক্রিপটিভ পরীক্ষার সুযোগ পাবেন অফলাইনে অর্থাৎ লিখিত আকারে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে ৯৯৫ জন তরুণ-তরুণী নেবে ভারতীয় ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোয়। নিয়োগ হবে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স অফিসার, গ্রুপ-সি, নন্-গেজেটেড, নন্-মিনিস্টেরিয়াল পদে। মোট শূন্যপদ ৯৯৫টি। তবে এর মধ্যে এসসি'র জন্য ১৩৪টি, এসটি'র জন্য ১৩৩টি, ওবিসি'র জন্য ২২২টি, এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ১২৯টি পদ সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৩৭৭টি পদ অসংরক্ষিত। যোগ্যতা - যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক পাশ। অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। তবে কম্পিউটার জানা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন।

বয়স হতে হবে ১৫-১২-২০২৩ তারিখের হিসেবে ২৭-এর মধ্যে। তফশিলি প্রভৃতি প্রার্থীরা নিয়মানুযায়ী বয়সের ছাড় পাবেন। এককথায়, এস সি/ এস টি প্রার্থীরা ৫ বছরের এবং ওবিসি প্রার্থীরা ৩ বছরের যথারীতিবয়সের ছাড় পাবেন। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য এক্ষেত্রে কোনও কোটা নেই, স্বাভাবিক কারনে বয়সের ক্ষেত্রেও এঁদের কোনও ছাড় দেওয়া হয়নি। মূল মাইনে পে-ম্যাট্রিক্স লেভেল ৭ অনুযায়ী ৪৪,৯০০ - ১,৪২,৪০০ টাকা। এছাড়া, গ্রেড স্পেশাল সিকিউরিটি ভাতা সহ কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য ভাতাও রয়েছে। বর্তমানে তা প্রদান করা হবে ৭ম সিপিসি অনুযায়ী। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন্ করে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ১৫ ডিসেম্বর। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো, প্রয়োজনীয় সমস্ত ডকুমেন্টসও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, স্বাক্ষর সহ ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ৫০ কেবির মধ্যে। ফাইল তৈরি রাখতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। প্রার্থীবাছাই হবে প্রথমে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে। সময় দুই ঘন্টা। মেধাভিত্তিক প্রার্থিবাছাই পদ্ধতির বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে।

এককথায়, অনলাইনে পরীক্ষার ফি পাঠানোর জক্কিঝামেলা কম। দরখাস্তে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়, চালান নিয়ে ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেওয়ার সমস্যা এড়ানো যায়। কল লেটার প্রাপ্তির ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া যায়। আবেদনের শেষ তারিখ ১৫ ডিসেম্বর। অফলাইনে ফি জমা দিতে হলে প্রয়োজনীয় চালান ডাউনলোড করবেন ওপরে বলা ওয়েবসাইট থেকেই। অনলাইনে আবেদন করার পর রেজিস্ট্রেশন স্লিপের প্রিন্ট আউট নিয়ে নিজের কাছে রেখে দেবেন। অনলাইন আবেদনের জন্য প্রার্থীর একটি বৈধ ই-মেল আইডি থাকা দরকার। না থাকলে নতুন করে নেবেন। অ্যাডমিট কার্ড এবং কললেটার সেই ই-মেল আইডিতে পাঠানো হবে। আবেদনপত্রের নির্দিষ্ট জায়গায় নিজের পছন্দের ৫টি পরীক্ষা কেন্দ্রটির নাম উল্লেখ করে দেবেন। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষাকেন্দ্র পেয়ে যাবেন আগরতলায়। অন্যান্য পরীক্ষা কেন্দ্রর নাম, কোড নম্বর সহ ইত্যাদি বিস্তারিত জানতে এঁদের ওয়েবসাইট দেখে নিতে হবে। লিখিত পরীক্ষা, টায়ার-ওয়ান-এ সফল হলে টায়ার-টু এবং পরবর্তী পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। এই নিয়োগ সংক্রান্ত আরও বিস্তারিত জানতে পারবেন এঁদের ওয়েবসাইট থেকে।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।।

* আগরতলা পুর নিগমের অধীনে **ওয়ার্ড সেক্রেটারি** পদে নিয়োগের জন্য সরাসরি দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্ততপক্ষে বি.কম পাশ, ডিসিএ বা ও-লেভেল কম্পিউটার পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), সরাসরি দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* ব্যাঙ্কে **অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, তবে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ২১-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা জানুয়ারিতে, কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* স্টেট ব্যাঙ্কে **সার্কেল অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫,২৮০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ, বিকম, বিএসসি, বিই, বিটেক, ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ ডিসেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা জানুয়ারিতে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পাওয়ার গ্রীডে **টেকনেশিয়ান ট্রেনি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২০৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই ইলেকট্রিক্যাল পাশ থেকে শুরু, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* স্টিল অথরিটি হসপিটালে **নার্স** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ জিএনএম, বিএসসি (নার্সিং) পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। আসন সংখ্যা ঃ ১৬৯৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* ইএসআইসি-তে **সিনিয়র রেসিডেন্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১১৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ পিজি পাশ, বয়স ঃ ২০-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ ডিসেম্বর, সরাসরি ইন্টারভিউ ১৪ ডিসেম্বর থেকে, কেন্দ্র কল লেটারে জানিয়ে দেওয়া হবে।

* আইবি-তে **এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। আসন সংখ্যা ঃ ৯৯৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ, বিকম, বিএসসি, বিই, বিটেক, ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৬৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* সেন্ট্রাল ফ্যাক্টরিতে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩২০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* স্টিল অথরিটিতে **টেকনিক্যাল, এটেন্ড্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১১০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যে এয়ারপোর্ট অথরিটিতে **কাস্টমার সার্ভিস এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। আসন সংখ্যা ঃ ১২৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যের এয়ারপোর্ট অথরিটিতে **কাস্টমার সার্ভিস এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। আসন সংখ্যা ঃ ৮২৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকে **গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। আসন সংখ্যা ঃ ৬৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু, বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* এইমস-এ **সিনিয়র রেসিডেন্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৫১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ পিজি পাশ, বয়স ঃ ২১-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

আগরতলা পুর নিগমে দায়িত্ব প্রাপ্তের ২ বছর পুর্তি উপলক্ষ্যে মেয়রকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ছবি- নিজস্ব।

নিয়োগ মামলায় 'অস্বস্তি'তে অভিষেক

কলকাতা, ৮ ডিসেম্বর (হি.স.): নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অস্বস্তিতে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে হস্তক্ষেপ করল না সুপ্রিম কোর্ট। একই সঙ্গে ইডিকে আইন মেনে কাজ করার নির্দেশ শীর্ষ আদালতের। আদালতের তরফে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে জানানো হয়েছে, আইনের বাইরে কোনও কিছু করা যাবে না।

শুক্রবার শীর্ষ আদালত জানায়, বিচারপতি অমৃতা সিংহের একক বেঞ্চ এবং বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশে কোনও হস্তক্ষেপ নয়। বিচারপতি সঞ্জীব খন্না এবং বিচারপতি এসভিএন ভাট্টির ডিভিশন বেঞ্চ অভিষেকের আবেদন খারিজ করে দেয়। মামলাটিরও নিষ্পত্তি করে দেওয়া হয়।

বিচারপতি সিংহের একাধিক নির্দেশের ফলে তাঁর অধিকার এবং স্বার্থে প্রভাব পড়ছে এই আবেদন জানিয়ে হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে যান অভিষেক। তৃণমূল নেতার বক্তব্য, সিঙ্গল বেঞ্চ তদন্তের প্রতিটি পদক্ষেপ নিয়ন্ত্রণ করছে। অভিষেক, তাঁর পরিবার এবং লিপ্‌স অ্যান্ড বাউন্ডস কোম্পানির বিরুদ্ধে ইডিকে নির্দিষ্ট করে নির্দেশ দিচ্ছেন বিচারপতি সিংহ।

তৃণমূল নেতার বক্তব্য, কম সময়ের ব্যবধানে প্রায় ১০ বছর আগের নথি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে দিতে বলা হয়েছে। আদালত তদন্তে 'নজরদারি'র পরিবর্তে 'তদারকি' করছে। বিচারপতি সৌমেন সেন এবং বিচারপতি উদয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ অভিষেকের আবেদনে সাড়া দেয়নি। তারা তাঁকে তদন্তে সাহায্য করতে বলেন।

ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, এত গুরুত্বপূর্ণ তদন্তে ইডি যে তথ্য এবং নথি চেয়েছে তা কোনও ভাবেই উপেক্ষা করা যায় না। তদন্তের স্বার্থে তথ্য এবং নথি না দিলে তার প্রভাব সাংঘাতিক হতে পারে। এমনকি, এ নিয়ে জনসাধারণের মনে এর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে।

ফের ইডি দফতরে দক্ষিণ দমদম পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান

কলকাতা, ৮ ডিসেম্বর (হি.স.): ফের ইডি দফতরে হাজিরা দিলেন দক্ষিণ দমদম পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান পাচু রায়। শুক্রবার সকালে ইডির দফতর সিজিও কমপ্লেক্সে যান তিনি।

কী কারণে তিনি ইডি দফতরে এসেছেন, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, তল্লাশির পরে ইডি কিছু নথি নিয়ে এসেছিল। সেই সংক্রান্ত বিষয়েই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

এর আগেও সিজিওতে গিয়েছেন পাচু। তখন ইডি সূত্রে জানা গিয়েছিল, পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তের সূত্রে ডেকে পাঠানো হয় তাঁকে। রাজ্যে এই মুহূর্তে অনেকগুলি দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত করছে ইডি। তার মধ্যে একটি হল পুরসভায় নিয়োগ সংক্রান্ত 'দুর্নীতি'র অভিযোগ।

ভারতীয় নৌবাহিনীতে ১০,৮৯৬ জন কর্মীর ঘাটতি রয়েছে : প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী অজয় ভাট

নয়াদিল্লি , ৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : সংসদে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী জানা গিয়েছে যে ভারতীয় নৌসেনায় ১,৭৭৭ জন আধিকারিক সহ ১০,৮৯৬ জন কর্মীর ঘাটতি রয়েছে। শুক্রবার সংসদে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে। লোকসভায় একটি প্রশ্নের উত্তরে, প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী অজয় ভাট জানান, ৩১ অক্টোবর থেকে নৌবাহিনীতে নাবিকদের ৯,১১৯ টি পদ খালি রয়েছে। তিনি বলেন, উচ্চ আধিকারিক পদে ১ হাজার ৭৭৭ জনের পদ খালি রয়েছে। ভাট জানান, ২০২১ সালে মোট ৩২৩ জন আধিকারিক নিয়োগ করা হয়েছিল যেখানে ২০২২ সালে সেই সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৮৬-এ। ২০২১ সালে, ৫,৫৪৭ নাবিককে নৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। সেখানে ২০২২ সালে সেই সংখ্যা ছিল ৫,১৭১। একটি পৃথক প্রশ্নে, তিনি জানান, প্রতিরক্ষা এবং দ্বৈত ব্যবহারের প্রযুক্তির বিকাশের জন্য ভারতীয় শিল্প, স্টার্টআপগুলির পাশাপাশি অ্যাকাডেমিক এবং বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য একটি প্রযুক্তি উন্নয়ন তহবিল তৈরি করা হয়েছিল। ভাট তাঁর লিখিত উত্তরে বলেছেন, এই তহবিলটি বেসরকারী শিল্প বিশেষ করে এমএসএমই এবং স্টার্টআপগুলিকে সামরিক প্রযুক্তির নকশা, বিকাশের সংস্কৃতিতে আনতে এবং তাদের অনুদানের জন্য সহায়তা করার লক্ষ্যের সঙ্গে জড়িত।

শনিবার সোনাছড়া-রুপাছড়া ও হরিশনগর পঞ্চায়েতে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা

হাইলাকান্দি, (অসম) ৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলায় কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়নের ফলে জনসাধারণ কিভাবে উপকৃত হচ্ছেন তা তুলে ধরতে শুক্রবার কাটলিছড়া উন্নয়ন খন্ডের রাঙ্গাবাক ও ধলাই-মলাই পঞ্চায়েতে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সরকারি বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী বিভাগের স্টল খোলা হয়।

বিভাগ গুলি তাদের উপলব্ধ পরিষেবার প্রদর্শনী তুলে ধরে। এতে যোগ্য হিতাধিকারীদের নাম বিভাগগুলি লিপিবদ্ধ করে। যাতে করে পরবর্তীতে এইসব হিতধিকারীদেরকে প্রকল্পের আওতায় আনা যায়। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচার গাড়ির জায়েন্ট স্কিনের মাধ্যমে দেশে বাস্তবায়ন করা কল্যাণ মূলক প্রকল্পগুলির সুফল তুলে ধরা হয়। সভা গুলিতে প্রকল্প লাভ করা উপকৃতরা তাদের অভিজ্ঞতাও তুলে ধরেন।

এদিকে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার অঙ্গ হিসাবে শনিবার সোনাছড়া-রুপাছড়া পঞ্চায়েতে রুপাছড়া নাচঘরে সকাল সাড়ে নয়টায় এবং হরিশনগর পঞ্চায়েতে হরিশনগরের আনন্দনগরে বেলা দেড়টায় অনুরুপ সভা, বিভাগ গুলির প্রদর্শনী, হিতাদিকারীদের মুখে তাদের সাফল্যের কাহিনী এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচারগাড়ির মাধ্যমে জনকল্যাণমুখী প্রকল্পের প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে। ওই দুই পঞ্চায়েতের জনসাধারণকে ওই দুটি সংকল্প যাত্রায় সামিল হবার আবেদন জানানো হয়েছে জেলা প্রশাসন থেকে।

হাইলাকান্দিতে যুব উৎসব পিছিয়ে ১৪ ডিসেম্বর

হাইলাকান্দি (অসম) ৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : হাইলাকান্দির কালিনগরের অন্নদাচরণ গার্লস হাইয়ার সেকেন্ডারি স্কুলে যে যুব উৎসব জেলা পর্যায়ের আয়োজন করা হবে তার তারিখ পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। আগামী ১৪ ডিসেম্বর বেলা ১টা থেকে এই যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। পূর্বের কার্যসূচি অনুসারে আগামী ১১ ডিসেম্বর এই যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল। হাইলাকান্দির জেলা ক্রীড়া আধিকারিক শুক্রবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এই যুব উৎসব পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন। এতে তিনি আরো জানিয়েছেন যে এই প্রতিযোগিতার বিভিন্ন ইভেন্টে প্রথম স্থান অধিকারী বিজয়ীরা রাজ্য পর্যায়ের যুব উৎসব প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন। জেলাস্তরের এই যুব উৎসব প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে বিশদ বিবরণের জন্য হাইলাকান্দির জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাঠে অবস্থিত জেলা ক্রীড়া আধিকারিকের কার্যালয়ে যোগাযোগ করা যাবে।

বেলা ১২ টায়ও খোলে নি গ্রাম পঞ্চায়েতের তালা! দেখলেন বিধায়িকা এবং বিডিও

ধলাই(ত্রিপুরা), ৮ ডিসেম্বর(হি স) মানুষের লাগাতার অভিযোগে পরিদর্শনে গিয়ে কর্ম সংস্কৃতির ভয়াবহ ছবি দেখলেন বিধায়িকা নন্দিতা দেববর্মা রিয়াং। শুক্রবার সহকারী বিডিও প্রহ্লাদ নোয়াতিয়া চাক্ষুষ করলেন বেলা ১২ টায়ও তালা খুলল না পঞ্চায়েত অফিসের। অফিসের ভেতরে অবহেলায় পরে আছে মানুষের প্রয়োজনীয় দলিল। অফিসের চারপাশে পরে রয়েছে কয়েক কিলো আনারস ছাড়া। রীতিমত দুরবস্থা এবং কর্মসংস্কৃতি না থাকার এই ভয়াবহ ছবি দেখে রীতিমতো তাজ্জব হয়ে যান বিধায়িকা। ঘটনা গন্ডাছড়া মহকুমার ডম্বুরনগর ব্লকের নিউ ভগীরথ কলোনী এ ডিসি ভিলেজে। নিউ ভগীরথ কলোনী এডিসি ভিলেজ এলাকায় ৩২৫ পরিবারের বসবাস। এলাকাবাসীর অভিযোগ দীর্ঘবছর ধরেই নূন্যতম সুযোগ সুবিধা ও পরিষেবা পেতে হেনস্থা হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। পঞ্চায়েত প্রতিলিপি হোক কিংবা ইনকাম সার্টিফিকেট অথবা জন্ম মৃত্যুর নিবন্ধি করণ অথবা কাস্ট সার্টিফিকেট - সবক্ষেত্রেই দিনের পর দিন পঞ্চায়েত অফিসে ধর্ণা দিতে হয় নিম্ন আয়ের মানুষগুলোকে। নিজেদের রুটি রুজি বন্ধ করে মাসের পর মাস ঘুরেও অনেকক্ষেত্রে কাজ হয় না। কোন কারণ ছাড়া নিজেদের খেয়াল খুশি মতো অফিস বন্ধ রাখেন সচিব নীলকান্ত দেববর্মা এবং অন্যান্য কর্মচারীরা। বারবার এইসব অভিযোগ পেয়ে শেষপর্যন্ত শুক্রবার সরেজমিনে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এবং জন দুর্ভোগের কারণ জানতে এলাকা পরিদর্শন করেন রাইমাভ্যালি কেন্দ্রের বিধায়িকা নন্দিতা দেববর্মা রিয়াং। সাথে ছিলেন সহকারী বিডিও প্রহ্লাদ নোয়াতিয়া। তারা গিয়ে দেখেন বেলা ১২ টা পর্যন্ত অফিসের তালা খোলেনি। খবর নেই সচিব নীলকান্ত দেববর্মা সহ অন্য কর্মচারীদের। শেষ পর্যন্ত বিধায়িকা আসার খবর পেয়ে একে একে ছুতে আসেন সব কর্মচারী। দেখা যায় বিদ্যুতের মাশুল না দেওয়ায় বিদ্যুৎ সংযোগ ছিন্ন হয়ে আছে অফিসের। অফিসের ভেতরে কেন মানুষের বিভিন্ন কাগজপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তার কোন সদুত্তোর দিতে পারলেন না সচিব। কিলো কিলো আনারস চারা কোন দফতর থেকে এসেছে বা কেন এভাবে পরে আছে তারও কোন জবাব নেই সচিবের কাছে। সাধারণ মানুষ বিধায়িকার কাছে সচিবের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভ উগরে দেন। দাবি জানান, ভগীরথ এলাকায় সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা ঠিক করার জন্য সড়ক পথ নির্মাণের। পঞ্চায়েত সচিবের এহেন অবস্থা দেখে ক্ষোভ আগলে রাখতে পারেন নি বিধায়িকা। বিধায়িকা নন্দিতা দেববর্মা রিয়াং জানিয়েছেন, তিনি সচিবের এই কীর্তির পুরো ঘটনা লিখিতভাবে উর্ধতন কর্তৃপক্ষ ও মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আনবেন। যদিও সহকারী বিডিও কোন মন্তব্য করতে রাজি হন নি। এদিকে, বিধায়িকার সফরের পর বিজেপি মন্ডল সভাপতি সুমন ত্রিপুরা গোটা বিষয় নিয়ে বিডিওর সঙ্গে কথা বলেছেন। তিনি প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছেন যে , বিডিও তাকে আস্বস্ত করেছেন যারা বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাগজের জন্য

কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে হবে রাজ্যের প্রাথমিক টেট

কলকাতা, ৮ ডিসেম্বর (হি.স.): কয়েক মাস পরই লোকসভা ভোট। এদিকে শাসকদলের একের পর এক নিয়োগ দুর্নীতিতে সরব বিরোধীরা। লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জড়িত টেট পরীক্ষায় কোনও অঘটন ঘটলেই বিরাধীরা নতুন ইস্যু তৈরি করতে পারে। তাই বজ্র আঁটুনিতে টেট পরীক্ষা সম্পন্ন করতে চাইছে পর্ষদ।

আগামী ২৪ ডিসেম্বর রাজ্যে প্রাথমিক টেট পরীক্ষা হতে চলেছে। পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি পুরোপুরি থাকবে মোবাইল মুক্ত। পরীক্ষার্থীরা তাবিজ-মাদুলি বা ধাতব কোনও কিছু পরে পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢুকতে পারবে না। পর্ষদের কড়া নির্দেশ, কোনও বিশ্বাস বা ভাবাবেগের কথা বলে এই নিয়ম অমান্য করা যাবে না।

গত বছর পর্ষদের অবজার্ভাররা আগাম অনুমতি নিয়ে এবং রেকর্ড রেখে মোবাইল নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢুকতে পেরেছিলেন। কিন্তু এবার তাতেও নিষেধাজ্ঞা থাকছে। সেক্ষেত্রে পর্ষদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে তাঁদের বাইরে গিয়ে ফোন করতে হবে। মোবাইল ফান জমা রাখার জন্য তৈরি হবে "ক্লোক রুম"। একইসঙ্গে গয়না তো বটেই, ধাতব কোনও কিছু নিয়েও কেন্দ্রে প্রবেশ করা যাবে না বলে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের তরফে জানানো হয়েছে।

গত বছর টেটে গয়না এবং শাঁখা-পলার মতো বৌবাহিক চিহ্ন খোলানো নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়ছিল। তাতে অবশ্য সেই সিদ্ধান্ত থেকে এবারও পিছু হটছে না পর্ষদ। মোবাইল ফোন, ক্যালকুলেটর বা পেন ড্রাইভের মতো ইলেকট্রনিক ডিভাইস তো বটেই, ওয়ালেট, সানগ্লাস, ঘড়ি, বোর্ড ইত্যাদি নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢোকা যাবে না। নিষেধের তালিকায় রয়েছে জলের বোতল, প্লাস্টিকের ব্যাগ, ফলের জুসও। অর্থাৎ শুধুমাত্র পেন ও পরিচয়পত্র নিয়েই হলে ঢুকতে পারবেন পরীক্ষার্থীরা।

এছাড়াও গতবারের মতো এবারও সারাদেহ তল্লাশি করে পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্রে ঢোকানো হবে। সন্দেহ হলে সিটে গিয়েও প্রার্থীকে তল্লাশি করতে পারে কর্তৃপক্ষ। গতবারের মতো এবারও গেটেও বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে পরীক্ষার্থীর পরিচিতি যাচাই করা হবে।

মহুয়াকে সমর্থন করে তোপ মমতার

কার্শিয়াং, ৮ ডিসেম্বর (হি.স.): "ভোটে হারাতে না পেরে মহুয়াকে সংসদ থেকে খারিজ করা হল। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে নেওয়া হল এই ব্যবস্থা"'। মহুয়া মৈত্রর পাশে দাঁড়িয়ে শুক্রবার এই ভাষাতেই বিজেপিকে আক্রমণ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দল মহুয়া মৈত্রর পাশে রয়েছে বলে জানালেন তিনি। ধ্বনিভোটে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ায় তুমুল সমালোচনা মমতার।

মহুয়া মৈত্রর পাশে দাঁড়ানোর জন্য আইএনডিই জোটের সব শরিককে ধন্যবাদ জানালেন মমতা। বিজেপি গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিচ্ছে বলে তোপ দেগে তিনি বলেন, "রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার মহুয়া, তীব্র নিন্দা করছি। মহুয়া মৈত্রর সঙ্গে যা হল তা গণতন্ত্রের লজ্জা, আমি মর্মাহত"'।

কংগ্রেস সাংসদের ঠিকানা থেকে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার

এক এক করে সব দুর্নীতিবাজ জেলে যাবে, মন্তব্য গৌরব ভাটিয়ার

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : কংগ্রেস সাংসদের ঠিকানা থেকে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার,এক এক করে সব দুর্নীতিবাজ জেলে যাবে, বলে শুক্রবার মন্তব্য করেন বিজেপির মুখপাত্র গৌরব ভাটিয়া। তিনি শুক্রবার দলের সদর দফতরে এক সংবাদিক সম্মেলনে একথা বলে কংগ্রেসকে আক্রমণ করেন। তিনি কংগ্রেস সাংসদ ধীরজ সাহু এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের বাড়িতে আয়কর দফতরের অভিযানে পাওয়া কোটি কোটি টাকা নিয়ে কংগ্রেসকে কড়া আক্রমণ করেন। তিনি আরও বলেন, কংগ্রেস দুর্নীতিতে নিমজ্জিত একটি দল। এক এক করে সব দুর্নীতিবাজ জেলে যাবে।

বিজেপির মুখপাত্র গৌরব ভাটিয়া শুক্রবার জানান, গোটা গান্ধী পরিবার বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত। জনগণের টাকায় পকেট ভরছে কংগ্রেস। তাদের প্রতিটি পয়সা ফেরত দিতে হবে। ভাটিয়া শুক্রবার সংবাদিক সম্মেলনে আরও বলেন, বিরোধী দলগুলোর জোট ভারতের লুটের জোট। এই জোট আমাদের দেশের নাগরিকদের অধিকারকে উইপোকার মতো খেয়ে ফেলছে। "আইএনডিআই"-এর সব কটি দলই দুর্নীতিতে জড়িত। তিনি জানান, এই অভিযানে পাওয়া নগদ সম্পর্কে বিরোধীদের উত্তর দেওয়া উচিত। সোনিয়া গান্ধীও এই বিষয়ে নীরব। স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন রাহুল গান্ধী, একথা বলে রাহুলকে কটাক্ষ করেন তিনি। ছত্তিশগড়ে প্রধানমন্ত্রী মোদীর গ্যারান্টি অনুমোদন করেছে জনগণ।

ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে আক্রমণ করে ভাটিয়া বলেন, সোরেনের পদত্যাগ করা উচিত।

এমএনআরইজিএ -তে ৫৫০ কোটি টাকার কেলেঙ্কারি, অবৈধ খনিতে ১৫০০ কোটি টাকার কেলেঙ্কারি, মদ কেলেঙ্কারি, জমি কেলেঙ্কারি, এতগুলি কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে এসেছে। তদন্তকারী সংস্থা অভিযান চালাবে, সব টাকা উদ্ধার করা হবে। কংগ্রেসের রাজ্যসভার সদস্য ধীরজ সাহু এবং তাঁর ঘনিষ্ঠদের ঠিকানা থেকে আয়কর দফতর অভিযান চালিয়ে ২০০ কোটি টাকারও বেশি উদ্ধার করেছে। অভিযানের সময়, ৯টি তাক নোটে ভরা পাওয়া গেছে এবং নোটগুলি গণনার জন্য মেশিনও আনতে হয়েছিল বলে তিনি আক্ষেপ করেন।

পাহাড়ের জন্য পৃথক স্কুল সার্ভিস কমিশন, জেলা স্কুল বোর্ড

কালিম্পং, ৮ ডিসেম্বর (হি.স.): দার্জিলিং, কালিম্পংয়ের জন্য পৃথক স্কুল সার্ভিস কমিশন করার কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার কালিম্পঙে মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি পরিষেবা প্রদান কর্মসূচি ছিল। সেই মঞ্চ থেকেই পাহাড়ের জন্য আলাদা করে স্কুল সার্ভিস কমিশন করার কথা ঘোষণা করেন মমতা। পাশাপাশি তিনি জানান, দার্জিলিং, কালিম্পঙের জন্য পৃথক ভাবে জেলা স্কুল বোর্ডও গঠন করা হবে। তার জন্য শুক্রবারই একটি অস্থায়ী কমিটি গড়ে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা শুক্রবার বলেন, "পাহাড়ের জন্য রিজিওনাল স্কুল সার্ভিস কমিশন ফর হিল্‌স গঠন করা হবে। তারাই দার্জিলিং, কালিম্পঙের ১৪৬টি প্রাথমিক এবং উচ্চ প্রাথমিক স্কুলে যে ৫৯০টি শিক্ষক পদ শূন্য রয়েছে, সেখানে এই কমিশনই নিয়োগ করবে।" নিয়োগে অনিয়ম নিয়ে যখন রাজ্য রাজনীতি আন্দোলিত, অনেক বিধায়ক, নেতা জেলে, তখন পাহাড়ের জন্য পৃথক স্কুল সার্ভিস কমিশন তৈরি প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মত অনেকের। প্রশাসনের এক কর্তার কথায়, "এটাকে বিকেন্দ্রীকরণের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখাই শ্রেয়। রাজ্য সরকারও সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।"

মহারাষ্ট্রের পুনে জেলার আতশবাজি গুদামে আগুন, মৃত ৭

মুম্বই, ৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : মহারাষ্ট্রের পুনে জেলার পিমপ্রি-চিঞ্চওয়াড়ের তালওয়াদে এলাকায় একটি পটকা গুদামে শুক্রবার বিকেলে আকস্মিক আগুনে সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাস্থলে এখনও বহু মানুষ আটকে থাকার আশঙ্কা করা হচ্ছে। দমকলের পাঁচটি গাড়ি ঘটনাস্থলে আটকে পড়া ব্যক্তিদের সন্ধান শুরু করেছে। তারসঙ্গে আগুন নেভানো ও উদ্ধারকার্যও শুরু করেছে।

দমকলের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, শুক্রবার বিকেল ৩টের দিকে তালওয়াড়িতে একটি আতশবাজি গুদামে আগুন লাগার খবর পাওয়া যায়। খবর পেয়ে দমকলের পাঁচটি গাড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। তারপর দমকলের কর্মীরা ঘটনাস্থল থেকে সাত শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার করে। মৃতদের মধ্যে ছয়জন মহিলা ও একজন পুরুষের মৃতদেহ রয়েছে। স্থানীয়রা জানিয়েছে, গুদামে আরও কয়েকজন শ্রমিক আটকে থাকতে পারে। তাই আগুন নেভানোর পাশাপাশি চলছে কর্মীদের খোঁজও।

স্থানীয়রা আরও জানিয়েছে, পিম্পরি-চিঞ্চওয়াড়ের তালভাদের আতশবাজি গুদামে মোমবাতি এবং ছোট আতশবাজি তৈরি করা হচ্ছিল। দুর্ঘটনার সময় গুদামের কতজন কর্মচারী কর্মরত ছিলেন তা এখনও জানা যায়নি। আগুন লাগার কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। পিম্পরি-চিঞ্চওয়াড় পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

মুর্শিদাবাদ হাসপাতালে শিশুমৃত্যুর ঘটনায় তদন্ত কমিটি

মুর্শিদাবাদ, ৮ ডিসেম্বর (হি.স.): মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে শুক্রবার মৃত্যু হল আরও দুটি শিশুর। গত ৪৮ ঘণ্টায় মোট ১১টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পুরো বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখা হচ্ছে। তিনজনের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজেরে এসএনসিইউ ওয়ার্ডে একের পর এক শিশু মৃত্যুর ঘটনায় তোলপাড় গোটা জেলায়। ইতিমধ্যে মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বলে জানা গিয়েছে। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকর্তা সন্দীপ সান্যাল বলেন, পুরো বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখা হচ্ছে। তিনজনের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। সন্ধ্যের মধ্যে রিপোর্ট দেবে তদন্ত কমিটি।

মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজের এসএনসিইউ ওয়ার্ডে গত ৪৮ ঘণ্টায় মোট ১১ জন শিশু মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। জানা গিয়েছে একাধিক সদ্যজাত শিশুদের জঙ্গিপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল থেকে স্থানান্তর করা হয়েছিল মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। তাঁদের এসএনসিইউতে রাখা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার ওই ন'জন শিশুকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের এমএসভিপি অনাদি রায় বলেন, শিশুগুলির সব কটিই আন্ডার ওয়েট ছিল। দুর্বল শিশুদের বাঁচানো সম্ভব হয়নি। চিকিৎসার কোনও গাফিলতি ছিল না। কলেজের প্রিন্সিপাল অমিত দাঁ বলেন, "আমরা জঙ্গিপুর হাসপাতালকে কোনওভাবে দোষারোপ করছি না। আশা করি, খুব দ্রুত এই সমস্যা মিটে যাবে। আমরা ভালো পরিষেবা দিতে পারবো।"

সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়ের উদ্যোগে প্রজ্ঞা ভবনে এক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। ছবি- নিজস্ব।

অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

● **প্রথম পাতার পর** এরপর তার দেহ মাটি চাপা দিয়েছিল স্বামী। খবর পেয়ে এক্সেকিউটিভ মেজিস্ট্রেট এর উপস্থিতিতে মাটির নিচ থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কল্যাণপুর হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল। মৃতার কাকার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় ফৌজদারি দন্ডবিধি ৩০২/২০১/৩৪ ধারায় মামলা রুজু করেছে। বর্তমানে মৃতার স্বামী মিন্টু দেববর্মা পলাতক। তাঁর খোঁজে জোরদার তল্লাশি জারি রেখেছে পুলিশ। পুলিশ মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে।এ বিষয়ে তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক প্রসূন কান্তি ত্রিপুরা জানিয়েছেন, পুলিশী তদন্তে হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত উত্তর মহারানীপুর এলাকা থেকে মিন্টু দেববর্মা গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে তাঁর স্ত্রীকে খুন করে মাটি চাপা দেওয়া বিষয়টি স্বীকার করেছে বলে জানান তিনি।

বাজারে

● **প্রথম পাতার পর** ন্যায্যমূল্যের দোকানের ১০ বস্তা চাল উদ্ধার করা হয়েছে। অভিযানে নেমে ব্যাপক অনিয়মের জন্য একটি দোকানে নোটিশ জারি করা হবে বলে জানান তিনি।তিনি আরো জানিয়েছেন, বিগত কয়েকদিন যাবৎ বাজারে রাজ্যে উৎপাদিত চালের দাম উর্ধমুখী লক্ষ্য করা গিয়েছে। তাই আজ সকালে মহারাজগঞ্জ বিভিন্ন দোকানে চালের দাম সঠিক রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হয়েছে। আগামী দিনেও অভিযান জারি থাকবে বলে জানিয়েছেন দপ্তরের আধিকারিক।

জীতেন্দ্রের

● **প্রথম পাতার পর** একটি স্ক্রুটিনি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এই স্ক্রুটিনি কমিটি তদন্ত করে সুপারিশ করার পর চাকরি প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রাজনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত ২৬টি আবেদনপত্র জমা পড়েছে। এরমধ্যে স্ক্রুটিনি কমিটির তদন্ত সাপেক্ষে ১৫ জনের নাম সুপারিশ করেছে। যাদের পরবর্তীতে চাকরি দেওয়া হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার মহাকরণে সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানিয়েছেন মন্ত্রী রতনলাল নাথ।আজ সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক তথা বিধায়ক জীতেন্দ্র চৌধুরী মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডাঃ) মানিক সাহাকে লেখা চিঠিতে রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। পাশাপাশি এদিন তিনি চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আর্জি জানিয়েছেন, ২০১৮ সালের ৯ মার্চের পর থেকে এখন পর্যন্ত রাজনৈতিক হিংসায় প্রাণ ২৯ জন প্রায় হারিয়েছেন। তাঁদের পরিবারের সদস্যদেরও একটি করে সরকারি চাকরি প্রদান করুক রাজ্য সরকার।

দিবস

১ম পাতার পর।।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস উদযাপনের মূল ভাবনা 'কনসোলিডেটিং অ্যাণ্ড সাস্টেনিং হিউম্যান রাইটস কালচার ইন টু দ্য ফিউচার'। অনুষ্ঠানে এছাড়া উপস্থিত থাকবেন রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন বিচারপতি স্বপন চন্দ্র দাস, আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজমদার, ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দেববর্মা, মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. গঙ্গাপ্রসাদ প্রসাইন। সাংবাদিক সম্মেলনে মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন জানান, ৩০ নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত কমিশনের নিকট ৩৯০টি অভিযোগ জমা পড়েছিল। এরমধ্যে ৩৬৮টি অভিযোগের নিপত্তি করা হয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার কমিশনের সবগুলি সিদ্ধান্তে সদর্থক ভূমিকা পালন করেছে। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মানবাধিকার কমিশনের সদস্য বি কে রায় ও সুবীর চন্দ্র সাহা এবং মানবাধিকার কমিশনের সচিব রতন বিশ্বাস।

ক্ষতি

● **আটের পাতার পর**

চাষ শুরু করে সেই ক্ষতি পুষিয়ে নেবার আশায়। কিন্তু মিগযাউমের প্রভাব আবারও রাজ্যে প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে এখন রাজ্যের কৃষকদের দুর্দশার অন্ত থাকবে না। তাই প্রদেশ সভাপতি তার বিবৃতিতে অবিলম্বে চাষী ও কৃষকদের দুর্দশা দূর করতে এবং আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে সরকারকে উদ্যোগ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আবির্ভাব দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর।। বিশ্ববরেণ্য দার্শনিক , পরাবিদ্যাচার্য ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজীর ১২০ তম আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে আগামী ১৪ ডিসেম্বর ২০২৩ ইং, বিশালগড় , রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর , মহাবিদ্যালয়ে ' ভারতীয় দর্শন প্রসঙ্গে ড . মহানামব্রত ব্রহ্মচারী'- শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। আলোচনা সভার আয়োজক নিখিল ত্রিপুরা মহানাম সেবক সংঘ্য বিশালগড় শাখা। দুপুর ১ টায় মহাবিদ্যালয়ের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনাচক্রে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন কলকাতা থেকে আগত মহানাম সম্প্রদায়ের সর্বভারতীয় শ্রীমৎ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী মহারাজ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন শ্রীশ্রী মহানাম অঙ্গনের মঠাধ্যক্ষ শ্রীমৎ সমাধিবন্ধু ব্রহ্মচারী, নিখিল ত্রিপুরা মহানাম সেবক সংঘ , আগরতলার সম্পাদক সুদীপ কুমার রায়। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখবেন আয়োজক সংস্থার সম্পাদক মিঠুন রায়। আলোচনাচক্রে সভাপতিত্ব করবেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড . রুমা সাহা। আলোচনা চক্রে ছাত্র - ছাত্রী সহ সকল অংশের শিক্ষানুরাগীদের উপস্থিতি কামনা করেন আয়োজক সংস্থার শাখা সম্পাদক মিঠুন রায়।

উদ্ধার

● **আটের পাতার পর**

জঙ্গলে ফেলেছে আবার অনেকের বক্তব্য মালিক কে খুন করে স্কুটি গভীর জঙ্গলে ফেলে দেয় চোরের দল। খৌমচাক পার্কে স্কুটির উদ্ধারের ঘটনায় খবর ছড়িয়ে পড়তে এলাকার সমস্ত জনজাতি পরিবারের লোকেরা জোড় হতে থাকে খৌমচাক পার্কে। উক্ত ঘটনার তদন্ত শুরু করে দিয়েছে টাকার জলা থানা পুলিশ। পাশাপাশি স্কুটির মালিক কে সরাসরি টাকারজলা থানায় এসে যোগাযোগ করার আহ্বান জানিয়েছেন পুলিশ।

বধূ

● **প্রথম পাতার পর** একটা সময় বিয়েও করেন তারা। সেখানে তিন মাস সংসারের পর বাংলাদেশে ফেরেন বিটু। এর মাঝে কোনো এক কারণে দুজনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। স্বামীর খোঁজে ভারত থেকে বাংলাদেশে আসেন রিয়া। তিনদিন বাংলাদেশে অবস্থানের পর ভালোবাসার মানুষকে না পেয়ে হতাশ হয়ে নিজ দেশে ফিরে যান এই ভারতীয় তরুণী। চারদিন পরই আবার বাংলাদেশে আসেন রিয়া। এবার স্বামী বিটুকে পেয়ে দারুণ খুশি তিনি।

পারিবারিক ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘ প্রেমের সম্পর্কের পর বিটু ভারতে গিয়ে ২১ সেপ্টেম্বর জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ থানার শিকারপুর এলাকায় রিয়ার সঙ্গে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হন। ভারতে তারা টানা এক মাস সংসার করেন। এর মাঝে দেশে ফিরে এসে বিটু যোগাযোগ বন্ধ করে। এরপর স্বামীর খোঁজে ২৯ নভেম্বর প্রথম বাংলাদেশে এসে তিনদিন ধরে বিটুর বাড়িতে অবস্থান করে হতাশ হয়ে ভারতে চলে যান রিয়া। এর পর ৬ ডিসেম্বর আবারও বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরের ইমিগ্রেসনে রিয়া বালা এলে প্রশাসনের উপস্থিতিতে তাকে বিটুর পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এর পর পঞ্চগড় আদালতে বৃহস্পতিবার দুপুরে নিয়ে এফিডেফিটের মাধ্যমে নতুন করে তাদের বিয়ে হয়। আরো জানা গেছে, এক বছরের ভিসার মেয়াদ নিয়ে আসা এই নববধূ ইকোমধ্যে নতুন এই সংসার গুছাতে নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

এ বিষয়ে নববধূ রিয়া বালা বলেন, স্বামীকে খুঁজে পাওয়ার লড়াইয়ে সফল হয়ে আমি অনেক খুশি। যেটা নিয়ে এতদিনের লড়াই আমার, সেটা পেয়েছি। সৃষ্টিকর্তাকে শুকরিয়া জানাচ্ছি। আমি আবারও বাংলাদেশে আসার পর বৃহস্পতিবার তার পরিবার আদালতে আমাকে বউমা হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে। এখন থেকে এখানে থাকব। তবে যেহেতু ভারতে আমার বাবা-মা রয়েছে, তাই মাঝে মধ্যে আমি সেখানে যাব। বিটু রায় বলেন, আমাদের অনেক দিনের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। সেই সম্পর্কের কারণে রিয়া দেশে এসেছে। আমি ভালোবেসে বিয়ে করেছি।

বিপ্লব

● **প্রথম পাতার পর** কমিউনিস্টরা সংবিধানকে মান্যতা দেওয়ার ক্ষেত্রে অনীহার করার একাধিক দৃষ্টান্ত রেখেছে। ত্রিপুরায় বিগত কমিউনিস্ট সরকারের তুলোধুনো করে তিনি বলেন, ২০১৮ সালে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর, দেখতে পেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর কক্ষে জাতীয় পতাকা পর্যন্ত নেই। গোটা দেশে স্বর্ণ রাজ্যের ভুয়ো ছবি তৈরী করে মানুষকে বিব্রত করা হয়েছে ন উল্টো, ঋণের পাহাড় ছিল সরকারের উপর ন প্রসঙ্গক্রমে, এদিন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীরও দৃষ্টান্ত টেনে আনেন।

তিনি বলেন, ভারতীয় সংবিধানের থেকে কমিউনিস্ট সংবিধানে তাদের কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি স্বাধীনতা দিবস বা প্রজাতন্ত্র দিবসেও দলীয় কার্যালয়ে কমিউনিস্টরা আগে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করত না ন কিন্তু বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে বাধ্য হয়ে শেষ পর্যন্ত উত্তোলন করতে শিখেছেন। কমিউনিস্টরা বরাবরই সংবিধান বিরোধী, তাই তাদের এ ধরনের বক্তব্য।ত্রিপুরায় রেলওয়ে ওভার ব্রিজ ও আন্ডার ব্রিজ নির্মাণ নিয়ে রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। এ-বিষয়ে ত্রিপুরা সহ সারা দেশে রেলের কাজকর্মের অগ্রগতি ও আগামীর কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করেন রেলমন্ত্রী।রেলমন্ত্রী বলেন, গত সাড়ে নয় বছর ধরে ত্রিপুরায় রেলওয়ে নির্মাণে ঐতিহাসিক কাজ হয়েছে। কারণ, ২০০৪-২০১৪ সাল পর্যন্ত সারা দেশে মাত্র ৪১৪৮টি রেলওয়ে ওভার ব্রিজ ও আন্ডার ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু গত সাড়ে নয় বছরে দেশে ১০, ৮৬৭টি রেলওয়ে ওভার ব্রিজ ও আন্ডার ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে। যা গত ১০ বছরের তুলনায় আড়াই গুন। এই রেলওয়ে ওভার ব্রিজ ও আন্ডার ব্রিজ নির্মাণকাজে অতিরিক্ত অনুমোদন মিলেছে।এদিন তিনি সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবকে ত্রিপুরার বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

ভাষা দিবস ১১ই

● **প্রথম পাতার পর** সচিব জানান, বিখ্যাত তামিল কবি সুব্রামনিয়াম ভারতীর জন্মদিবসকে কেন্দ্র করে প্রতিবছর ১১ ডিসেম্বর ভারতীয় ভাষা দিবস হিসেবে উদযাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামীর পাশাপাশি সুব্রহ্মণিয়াম ভারতী তামিল কবিতার একজন অগ্রণী কবি ছিলেন। ভারতীয় ভাষা দিবস উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে গত ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিভিন্ন কর্মসূচি আয়োজিত হচ্ছে এবং আগামী ১১ ডিসেম্বর ভারতীয় ভাষা দিবস উদযাপনের মাধ্যমে এর সমাপ্তি হবে। তিনি জানান, দেশের অন্যান্য অংশের সাথে রাজ্যেও বিদ্যালয়, জেলা এবং রাজ্যস্তরীয় বিভিন্ন কর্মসূচি আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে অনলাইন প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা, ভারতীয় ভাষা দিবসের উপর টক শো, পুস্তিকা প্রকাশ, বহু ভাষাভাষীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, জেলাভিত্তিক অনুষ্ঠান। তিনি জানান, ভারতীয় ভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষে এআইসিটিই অনুবাদিনি নামে ভাষা অনুবাদের একটি অ্যাপ্লিকেশন টুল তৈরী করেছে। এই অ্যাপ্লিকেশন টুলটি বিভিন্ন ভাষা অনুবাদে সহায়তা করবে।

বিশেষ সচিব আরও জানান, ভাষাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কর্মসূচি আয়োজিত হয়। মাতৃভাষার সম্মান ও তার প্রসারে ইউনেসকোর ঘোষণার প্রেক্ষিতে প্রতিবছর ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এন সি শর্মাও উপস্থিত ছিলেন।

ছিনতাইবাজ

● **প্রথম পাতার পর** পুলিশ রিমান্ডের আবেদন মঞ্জুর করেছে। তিন দিনের পুলিশ রিমান্ডে পাঠিয়েছে সজল নম: এবং বিদ্যুৎ সরকারকে। অন্যদিকে ছিনতাই কান্ডের অপর অভিযুক্ত শুভঙ্কর দাস কে পুলিশ রিমান্ডে শেষে শুক্রবার ফের আদালতে সোপর্দ করা হয়। আদালত ১৪ দিনের জন্য জেল হাজতে পাঠিয়েছে তাকে। মামলার সরকার পক্ষের আইনজীবী মনোজ কুমার দেবনাথ জানান গত শনিবার বিশালগড় বাইপাসে একটি ছিনতাই এর ঘটনা ঘটেছে। গাড়ির মালিকের অভিযোগ মূলে মামলা গ্রহণ করে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তিন দিনের পুলিশ রিমান্ড শেষে সজল নম: এবং বিদ্যুৎ সরকারকে ফের আদালতে তোলা হবে।

করিমগঞ্জের ৪ টি বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্রের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ

করিমগঞ্জ (অসম) ৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার ১২৩ নম্বর- উত্তর করিমগঞ্জ বিধানসভা, ১২৪ নম্বর- দক্ষিণ করিমগঞ্জ বিধানসভা ১২৫ নম্বর- পাথারকান্দি বিধানসভা ও ১২৬ নম্বর- রামকৃষ্ণ নগর (তফশিলি) বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্রের খসড়া ভোটার তালিকা শুক্রবার প্রকাশ করা হয়েছে।

এতে ওই বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিকরা পৃথক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছেন ২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি তারিখের যোগ্যতার ভিত্তিতে এই খসড়া ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। এতে নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য যদি কারো কোন দাবি বা তালিকাভুক্ত কোন নামের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি বা সন্নিবিষ্ট কোন বিবরণ সম্বন্ধে আপত্তি থাকে তবে তা আগামী ৮ জানুয়ারি সোমবারের মধ্যে ৬, ৬(ক),৭ ও ৮ ফর্মে দাখিল করতে হবে। অনলাইন যোগেও দাখিল করা যাবে।পাশাপাশি,এতে আরও জানানো হয়েছে যে একজন যোগ্য নাগরিক যিনি ২০২৪ সালের পরবর্তী যেকোন একটি তারিখে অর্থাৎ ১ এপ্রিল ২০২৪, ১জুলাই ২০২৪ বা ১ অক্টোবর ২০২৪ এ ১৮ বছর পূর্ণ করতে চলেছেন তিনিও বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬ নম্বর ফর্মের মাধ্যমে নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য ওই তারিখের মধ্যে অগ্রিম আবেদন করতে পারবেন, যোগ্যতার ভিত্তিতে তার আবেদন বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত হবে।

এতে উত্তর করিমগঞ্জ বিধানসভা নির্বাচন চক্রের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের স্থান হচ্ছে- করিমগঞ্জের উপায়ুক্ত কার্যালয়ের নির্বাচন শাখা, চক্র আধিকারিকের কার্যালয়,বিদ্যালয় সমূহের উপ পরিদর্শকের কার্যালয়, আবগারি বিভাগের পরিদর্শক, উপ অধিকর্তা নগর ও পল্লী পরিকল্পনা বিভাগের কার্যালয়, সমবায় সমিতির সহকারি নিবন্ধকের কার্যালয়,খন্ড উন্নয়ন আধিকারিকের কার্যালয় বদরপুর মহাকল, খণ্ড উন্নয়ন সহ আধিকারিকের কার্যালয় বদরপুর মহাকল, সহকারি নির্বাহী বাস্তুকার জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের কার্যালয় বদরপুর, সহকারী নির্বাহী বাস্তুকার জলসম্পদ কার্যালয় বদরপুর, বদরপুর শিশু উন্নয়ন প্রকল্প আধিকারিকের কার্যালয়, বদরপুর খন্ড প্রাথমিক শিক্ষা আধিকারিকের কার্যালয়, অবর নিবন্ধকের কার্যালয় ভাঙ্গা, সব ভোট কেন্দ্র, সব গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়।

এদিকে দক্ষিণ করিমগঞ্জ বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্রের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের স্থান হচ্ছে- চক্র আধিকারিকের কার্যালয় নিলামবাজার, খন্ড উন্নয়ন আধিকারিকের কার্যালয় উত্তর করিমগঞ্জ, সমবায় সমিতির সহকারী নিবন্ধকের কার্যালয় রামকৃষ্ণ নগর, উত্তর করিমগঞ্জ শিশু উন্নয়ন প্রকল্প আধিকারিকের কার্যালয়, উত্তর করিমগঞ্জ খন্ড প্রাথমিক শিক্ষা আধিকারিকের কার্যালয়, জেলা কৃষি আধিকারিকের কার্যালয় করিমগঞ্জ, উপ-অধিকর্তা অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান করিমগঞ্জ, খণ্ড উন্নয়ন আধিকারিকের কার্যালয় দক্ষিণ করিমগঞ্জ, সহকারি বাস্তুকার জনসম্পদ বিভাগ পাথারকান্দি, দক্ষিণ করিমগঞ্জ খন্ড প্রাথমিক শিক্ষা আধিকারিকের কার্যালয়, জ্যেষ্ঠ পরিদর্শক সমবায় সমিতির সহকারী নিবন্ধকের কার্যালয় রামকৃষ্ণ নগর, সহকারী নির্বাহী বাস্তুকার পূর্ত বিভাগ (গ্রামীণ সড়ক) এর কার্যালয় নিলামবাজার, সব ভোটকেন্দ্র ও সব গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়।পাশাপাশি, পাথারকান্দি বিধানসভা নির্বাচন চক্রের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের স্থান- চক্র আধিকারিকের কার্যালয় পাথারকান্দি, সহকারী নির্বাহী বাস্তুকার জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ কার্যালয় পাথারকান্দি, সহকারি নির্বাহী বাস্তুকার পূর্ত বিভাগ (গ্রামীণ সড়ক) কার্যালয় পাথারকান্দি, পাথারকান্দি খন্ড প্রাথমিক শিক্ষা আধিকারিকের কার্যালয়, সহকারি নিয়োগ আধিকারিকের কার্যালয়, বনরক্ষী আধিকারিকের কার্যালয় লোয়াইরপোয়া, সহকারী নির্বাহী বাস্তুকার (এনএইচ) কার্যালয় লোয়াইরপোয়া, খণ্ড উন্নয়ন আধিকারিকের কার্যালয় লোয়াইরপোয়া, শিশু উন্নয়ন প্রকল্প আধিকারিকের কার্যালয় লোয়াইরপোয়া, সব ভোট কেন্দ্র ও সব গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়।এছাড়া রামকৃষ্ণ নগর বিধানসভা নির্বাচন চক্রের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের স্থান হচ্ছে- চক্র আধিকারিকের কার্যালয় রামকৃষ্ণনগর, রামকৃষ্ণনগর খণ্ড উন্নয়ন আধিকারিকের কার্যালয়, বনরক্ষী সামাজিক বনানীকরনের কার্যালয়, মহকুমা কৃষি আধিকারিকের কার্যালয় রামকৃষ্ণনগর, রামকৃষ্ণনগর খন্ড প্রাথমিক শিক্ষা আধিকারিকের কার্যালয়, দুল্লভছড়া খণ্ড উন্নয়ন আধিকারিকের কার্যালয়, দুল্লভছড়া শিশু উন্নয়ন প্রকল্প আধিকারিকের কার্যালয়, সব ভোটকেন্দ্র ও সব গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়। এতে এই খসড়া ভোটার তালিকা সংশ্লিষ্ট বিধানসভা নির্বাচন চক্রের নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিকের কার্যালয়ে এবং সংশ্লিষ্ট কার্যালয়েগুলিতে পরিদর্শনের জন্য পাওয়া যাবে। এতে আরও জানানো হয়েছে, দাবি ও আপত্তি নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিকের কার্যালয়ে অথবা ভোটকেন্দ্র অনুসারে সংশ্লিষ্ট দাবি ও আপত্তি দাখিলের জন্য নির্ধারণ করে দেওয়া কার্যালয় গুলিতে সরাসরি জমা দেওয়া যাবে অথবা ৮ জানুয়ারির মধ্যে ডাকযোগে নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিকের কার্যালয়েও পাঠানো যাবে।এতে শুক্রবার বিকাল ৪ টায় জেলা আয়ুক্ত কার্যালয়ের সভাকক্ষে সব রাজনৈতিক দলের কর্মকর্তাদের এই খসড়া ভোটার তালিকার প্রকাশ সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। এতে করিমগঞ্জের সদর এসডিও অমিত পারবোসা ও নির্বাচন আধিকারিক মংভে ইংভি উপস্থিত ছিলেন।

পূর্ব পল্লীর মাঠ না দিলে পৌষমেলা হবে বিকল্প মাঠে, শতায়ু প্রাচীন মেলা করবে জেলাপ্রশাসন

শান্তিনিকেতন, ৮ ডিসেম্বর (হি. স.) : পূর্ব পল্লীর মাঠ না দিলে পৌষমেলা হবে বিকল্প মাঠে। শতায়ু প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলা আয়োজন করবে জেলাপ্রশাসন। শুক্রবার বৈঠক শেষে জেলা প্রশাসন জানালো যে বিশ্বভারতী এবং শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের কাছে ঐতিহ্যবাহী পৌষ মেলা করার জন্য পূর্ব পল্লীর মেলার মাঠটি চাওয়া হবে। সাতই পৌষ মেলা হবে। বিশ্বভারতীর কাছ থেকে মাঠ না পাওয়া গেলে গত বছরের মতো ডাকবাংলো মাঠে হবে মেলা। বাঙালির আবেগ জড়িয়ে আছে এই পৌষ মেলাকে ঘিরে। জড়িত বোলপুরের সামগ্রিক অর্থনীতি। সবটাই জানেন মুখ্যমন্ত্রী। তাই তাঁর নির্দেশ পাওয়ার পরই শুক্রবার বোলপুর প্রশাসনিক বৈঠক বসে। বৈঠকের পর জেলা শাসক বিধান রায় জানান, সাতই পৌষ মেলা হবে। যেহেতু এই ঐতিহ্যবাহী মেলা পূর্ব পল্লীর মাঠে হওয়া বাঞ্চনীয়, তাই মাঠটি আমরা বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ এবং ট্রাস্টের কাছে চাইবো। যদি উনারা মাঠ দিতে নিতান্তই অপারগ হন, তাহলে আমরা ডাকবাংলো মাঠ এবং সংলগ্ন অন্যান্য স্টেডিয়াম জুড়ে মেলাটা করবো। এদিনের বৈঠকে মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, জেলা শাসক বিধান রায়, জেলা সভাধিপতি, সিউড়ী বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী, লাভপুর বিধায়ক অভিজিৎ সিনহা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।অভিজিৎ সিনহা বলেন, বর্তমান ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ভালো মানুষ। উনি মেলার জন্য সদিচ্ছা দেখিয়েছিলেন। কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারনে ট্রাস্টের সঙ্গে যৌথ বিবৃতিতে মেলা বন্ধের ঘোষণা করা হলো। আমাদের সন্দেহ, বিতর্কিত উপাচার্য চলে যাওয়ার পর, তার ছায়াসঙ্গীদের কেউ কেউ বর্তমান ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যকে ভুল বুঝিয়েছেন। এই মেলার ক্ষেত্রে মাঠের রেন্ট ঠিক করা ছাড়া তো আর কোনো দায়িত্ব থাকে না। মেলা আয়োজনের অনুমতি দেয় জেলা পরিষদ, পনেরোশো মতো পুলিশ লাগে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে, জল সরবরাহ করে পিএইচ, থাকে দমকল, বিদ্যুৎ দেয় সরকারের বিদ্যুৎ বন্টন নিগম, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দেখে পৌরসভা। এর পরেও মেলা না করার তো কারণ নেই। বৈঠকে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ মেলার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত রাজ্যসরকারকে ডাকলো না। সেখানে আলোচনা হতে পারতো। জেলাশাসক এই বিষয়গুলি বিশ্বভারতীর কাছে জানতে চাইবে।

আবাস যোজনায় দুর্নীতির অভিযোগ খতিয়ে দেখতে বীরভূমে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি

বোলপুর, ৮ ডিসেম্বর (হি. স.) প্রকৃত প্রাপকেরা পায়নি আবাস যোজনার বাড়ি, কারও আবার প্রকল্পের সম্পূর্ণ টাকাই একাউন্টে ঢোকেনি, কোনও কোনও বাড়িতে এদিন সকালেই নাকি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বোর্ড বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমনই সব অভিযোগ উঠে এলে কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতি রাজ দফতরের আধিকারিকদের সামনে। ক্ষোভ উগড়ে দিলেন গ্রামবাসীরা। এদিন, বীরভূম জেলার বোলপুর-শ্রীনিকেতন ব্লকের একাধিক গ্রাম ঘুরে আবাস যোজনায় দুর্নীতি হয়েছে কিনা তারই তদন্ত করে কেন্দ্রের প্রতিনিধি দল ।সঙ্গে ছিলেন রাজ্য সরকারের আধিকারিকেরা।

এই রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার দুর্নীতি নিয়ে প্রথম থেকেই সরব কেন্দ্র সরকার থেকে শুরু করে বিজেপি। পালটা তৃণমূল ও রাজ্য সরকারের অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গ একশ দিনের কাজ থেকে শুরু করে আবাস যোজনায় কেন্দ্রীয় বঞ্চনার শিকার । কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতি রাজ দফততর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আধিকারিকদের পাঠানো হয়েছে। সেই মত অন্যান্য জেলার পাশাপাশি এদিন বীরভূম জেলার বোলপুর-শ্রীনিকেতন ব্লকের রূপপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের লোহাপাড়া, বাহাদুরপুর, মোলডাঙা প্রভৃতি গ্রাম ঘুরে তদন্ত করেন আধিকারিকেরা। সঙ্গে ছিলেন বিডিও সত্যজিৎ বিশ্বাস। কেন্দ্রীয় আধিকারিকদের সামনে গ্রামবাসীরা ক্ষোভ উগড়ে দেন । কারও অভিযোগ প্রকৃতি প্রাপক হওয়া সত্ত্বেও মেলেনি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বাড়ি, ভাঙাচোরা মাটির বাড়িতেই বাস করছেন বহু মানুষ। কারও অভিযোগ, আবাস যোজনার সম্পূর্ণ টাকা উপভোক্তাদের একাউন্টেই ঢোকেনি । অনেকের অভিযোগ, স্থানীয় তৃণমূল নেতারা তাদের কাছের লোকজনকে আবাস যোজনার বাড়ি পাইয়ে দিয়েছে। এছাড়া, গ্রামবাসীরা জানান এদিন সকালেই নাকি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বোর্ড বাড়ি বাড়ি লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদের সামনে ক্ষোভ উগড়ে দিলেন গ্রামবাসীরা।প্রত্যেকটি বাড়িতে গিয়ে কথা বলেন কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতি রাজ দফতরের আধিকারিকেরা। সঠিক ভাবে টাকা পেয়েছেন কিনা, দুর্নীতি হয়েছে কিনা ক্ষতি দেখেন তারা। তবে সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সামনে কোন কথা বলতে চাননি আধিকারিকের।

মহুয়া মৈত্র

● **প্রথম পাতার পর** উল্টে যাবে না। বিচারব্যবস্থার সাধারণ নিয়ম এখানে মানা হচ্ছে না। যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, তাঁকে কথাই বলতে দেওয়া হচ্ছে না। তা ছাড়া, এথিক্স কমিটি শুধু সুপারিশ করতে পারে। কী সাজা হবে, তা তারা ঠিক করে দিতে পারে না।" বিজেপি সাংসদ হীনা গাবিত জানান, তিনি দু'ঘণ্টাতেই এথিক্স কমিটির রিপোর্ট পড়ে ফেলেছেন। এ বিষয়ে লোকসভার অতীতের ঘটনা উল্লেখ করে তিনি জানান, আগেও লোকসভা থেকে ঘুষ নেওয়ার অপরাধে সদস্যকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, তৃণমূলের তরফে তিনি কথা বলবেন না। কথা বলবেন মহুয়া নিজে। এ ভাবে এথিক্স কমিটির রিপোর্ট নিয়ে মহুয়াকে বলার সুযোগ করে দিতে চাইছে তৃণমূল। বিজেপি তার বিরোধিতা করেছে। মহুয়া মৈত্রকে বলার সুযোগ দেননি স্পিকার ওম বিড়লা। তিনি জানান, মহুয়া আগে নিজের বক্তব্য জানানোর সুযোগ পেয়েছিলেন। তাই আবার তাঁকে সুযোগ দেওয়া হবে না। পুরনো উদাহরণ টেনে এই যুক্তি দিয়েছেন স্পিকার। মহুয়া বলার জন্য একাধিক বার উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে বসিয়ে দেওয়া হয়। মহুয়াকে বলতে না দেওয়ার তৃণমূলের তরফে বলতে শুরু করেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানান, আগে কী হয়ে গিয়েছে, তা এখন যুক্তি হতে পারে না। মহুয়াকে বলতে না দিয়ে সংবিধান লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলেছেন তিনি। কল্যাণ জানান, দর্শন হিরানন্দানির বয়ানই নেওয়া হয়নি। যাইহোক লোকসভার ভোটাভুটিতে সরকার পক্ষের বহিষ্কারের প্রস্তাব পাশ হয়েছে। সাংসদ পদ খারিজ হয়েছে মহুয়ার।

ফাইল নং ১৬-০৮/২০১৪-ডিআরসি/সিসিপিডি(পিটি..বিওএল.-II)

ভারত সরকার
সামাজিক ন্যায় বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক
দিবাঙ্গন ক্ষমতায়ন বিভাগ

৫ম তলা, পন্ডিত দীনদয়াল অন্ত্যোদয়া ভবন,
সিজিও কমপ্লেক্স, লোধি রোড, নিউ দিল্লি-০৩
তারিখ: ২৯শে নভেম্বর, ২০২৩

দিবাঙ্গনদের ক্ষমতায়ন বিভাগ (DEPWD), সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার এই বিভাগের অধীনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রধান কমিশনার (CCPD) পদটি পূরণের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদন আমন্ত্রণ জানায়। পদটি ভারত সরকারের সচিবের কাছে গ্রহণযোগ্য বেতন এবং ভাতা বহন করে। বর্তমান বেতন ৭ম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশন অনুযায়ী প্রতি মাসে ২,২৫,০০০/- (নির্দিষ্ট)।

২. বিস্তারিত বিজ্ঞাপনের জন্য, অনুগ্রহ করে এই বিভাগের ওয়েবসাইটে যান - https://depwd.gov.in/। বিজ্ঞাপনটির সংক্ষিপ্ত সংস্করণ এমপ্লয়মেন্ট নিউজে প্রকাশিত হচ্ছে। এমপ্লয়মেন্ট নিউজে বিজ্ঞাপনটি প্রকাশের ৪৫ দিনের মধ্যে আবেদনগুলি অবশ্যই প্রাপ্ত করা উচিত।

(নবীন কুমার)
আন্ডার সেক্রেটারি
ভারত সরকার

cbc 38117/11/0043/2324

ক্রীড়াঙ্গন

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাইতে ছে যে, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত মধুপুর, ঈশান চন্দ্রনগর, দেবেন্দ্র নগর, লক্ষীলুঙ্গা, গান্ধীগ্রাম এবং লক্ষামুড়া মৌজাস্থিত কিছু জায়গা জাতীয় সড়ক নং ০৮ হইতে জাতীয় সড়ক নং ১০৮বি সংযুক্তিকরনের জন্য ভারত সরকার কর্তৃক জমি অধিগ্রহণ করার বিজ্ঞপ্তি জারি করা হইয়াছে এবং জাতীয় সড়ক আইন, ১৯৫৬ইং আইনের ৩০) নং ধারা অনুসারে উক্ত বিজ্ঞাপিত ভূমির দখলদার অথবা মালিকানা সত্ত্ব পরিত্যাগ করার জন্য নিম্ন স্বাক্ষরকারী কর্তৃক নোটিশ প্রদান করা হইয়াছে।

অছাড়া, নিন সাক্ষরকারীর পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকল জায়গার মালিকগন এবং দখলকারীকে আবারো ক্ষতিপুরনের টাকা নেওয়ার এবং জায়গা ছাড়ার জন্য স্বতন্ত্র নোটিশ প্রদান করাহইয়াছে।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ দাবি বা আপত্তি জানানোর নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে, অন্যথায় ১৫/১২/২০২৩ ইং তারিখ হইতে ভারত সরকাররের কর্তৃক অধিগৃহীত জমি সম্পূর্ণ রূপে বাধা মুক্ত হইবে এবং এন. এইচ. আই. ডি.সি.এল ১১৩০) কর্তৃপক্ষের অধীনে চলে যাবে এবং তৎপর হইতে কোন ধরনের বাধা বা দাবি গ্রাহ্য হইবেনা এবং বাধা প্রদানকারীর বিরুদ্ধে আইন অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে এবং উক্ত রাস্তা নির্মাণকারী সংস্থা কর্তৃক কাজ শুরু হইবে।

আদেশানুসারে;
ক্ষমতাপ্রাপ্ত আধিকারিক
(অতিরিক্ত জেলাশাসক ও সমহর্তা)
ICA/D-1395/23 জেলাশাসক ও সমহর্তার কার্য্যালয়
পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা, আগরতলা।

সন্ধান চাই

Ref :- NCC PS CASE NO 2022/NCC/102 Dated : 19/07/2022

পাশের ছবিটি শ্রী সমীর নমঃ দাস, পিতা- শ্রী জহর নমঃ দাম সাং- ইন্দ্রনগর সংলগ্ন স্কুল থানা - এন সিসি পশ্চিম ত্রিপুরা, বয়স - ১৮ বছর। উচ্চতা ৫ ফুট চুল কালো, গায়ের রঙ কালো, মথমন্ডল মধ্যম আকৃতি, পরনে সাদা কালো টি শার্ট এবং নীল কালো রঙের ট্রাউজার, গত ০৫/০৬/২০২২ ইং তারিখে কাউকে কিছু না বলিয়া বাড়ি থেকে বের হয়ে যায় এবং এখন পর্যন্ত সে ফিরে আসেনি, অনেক খোজাখুজি করার পরও কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

উপরে উল্লেখিত ব্যক্তির সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

১। পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) - ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২। সিটি কন্ট্রোল - ০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/১০০,
৩। জিবি টিওপি - ০৩৮১-২৩৫-৫০৯৫

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA-D-1402/23

Cancellation / Partial cancellation of trains

This is for general awareness of all concerned that the following Trains are cancelled / partially cancelled by N.F. Railway Authorities due to pre-Non-interlocking work on 06.12.23 & 07.12.23 and Non-interlocking work on 08.12.23 to 10.12.23 at AGTL station for commissioning of AGTL-NCTP new line project of LMG Divison:

A, Cancellation of Trains:

Sl. No.	Train No.	J.C.O
1.	07689 SBRM-AGTL DEMU Spl	08.12.23 , 09.12.23, 10.12.23
2.	07688 AGTL – SBRM DEMU Spl	08.12.23 , 09.12.23, 10.12.23
3.	07687 SBRM – AGTL DEMU Spl	08.12.23 , 09.12.23, 10.12.23
4.	07684 AGTL – SBRM DEMU Spl	08.12.23 , 09.12.23, 10.12.23
5.	05695 AGTL-SCL Pass Spl	09.12.23
6.	05696 SCL-AGTL Pass SPL	09.12.23

B. Partial Cancellation of Trains:

Sl. No.	Train No.	J.C.O	Short terminated / short originated at	Cancelled between
1.	07679 AGTL-KXJ DEMU Spl	09.12.23 , 10.12.23	JRNA	AGTL-JRNA
2.	07680 KXJ-AGTL DEMU Spl	08.12.23 , 09.12.23, 10.12.23		JRNA-AGTL
3.	15664 SCL-AGTL-SCL Exp	08.12.23 , 09.12.23, 10.12.23		JRNA-AGTL
4.	15663 AGTL-SCL Exp	08.12.23 , 09.12.23, 10.12.23		AGTL-JRNA
5.	05675 AGTL-DMR Spl	08.12.23 , 09.12.23, 10.12.23		AGTL-JRNA
6.	05676 DMR-AGTL Spl	08.12.23 , 09.12.23, 10.12.23		JRNA-AGTL

ICA/D-1404/23

(Maitreyee Debnath)
Deputy Secretary to the
Government of Tripura

NOTICE INVITING TENDER

DNIT No:- DGM/GTED(R)/2023-24/04.DATE:-. 29/11/2023

The Deputy General Manager, Gas Thermal Electrical Division, Rokhia, Sepahijala, Tripura invites on behalf of 'TPGL' sealed tender in two parts from eligible agencies/ Contractors/ firms having experience in similar nature of work for the following job.

Sl. No.	DNIT No & Date	Name of the work	Estimated Cost	Last date of Bid Submission
I	DNIT No:- DGM/GTED(R)/2023-24/04.DATE:-. 29/11/2023	Painting of Gas Turbine, Gas pipe line, Gas Conditioning Skid, Cooling water Module, and Water Wash Skid etc. of Fr-V , 21 MW Capacity GT Unit # 8 & 9 at Gas Thermal Power Station, Rokhia."	Rs.2,48,050.00	30/12/2023

All details can be seen on website http://tripuratenders.gov.in.

ICA/C-3503/23

Deputy General Manger
Gas Thermal Electrical Division, Rokhia

Notice inviting e- tender

PNIe-T- 41/EE/RD/BSGD/SPJ/2023-24/ 4206 dt.06/12/2023

The Executive Engineer, R.D. Bishramganj Division, Bishramgani, Sepahijala District, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' Percentage rate two bid system e-tender from the eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/ MES /CPWD/Railway/OtherState PWD up to 3.00 P.M. on 20/12/2023 for 1 (one) no work.

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https:// triouratenders.gov.in. Pre-Bid Conference: Date: 13.12.2023 Time: 11.00 AM in the chamber of the Executive i phching RD Bishramganj Division. For any enquiry, please contact by e-mail to eerdbsg@gmail.com

ICA/C-3498/23

(Er. Dibakar Shil)
Engineer Engineer
R.D. Bishramganj Division
Bishramganj, Sepahijala District, Tripura

PNIeT No: 13/EE/WR/D-V/KMP/2023-24 Dated 06-12-2023

The Executive Engineer, W.R Division No-V, Kamalpur, Dhalai Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online Percentage rate e-tender for the following work:

Sl No.	DNIeT No.	Estimated Cost	Earnest Money	Bid Fee
1.	No. 52/EE/WR/D-V/KMP2023-24	Rs. 1,14,981.00	Rs. 2,300.00	Rs. 1,000/-
2.	No. 53/EE/WR/D-V/KMP2023-24	Rs. 7,75,812.00	Rs. 15,516.00	Rs. 1,000/-
3.	No. 54/EE/WR/D-V/KMP2023-24	Rs. 6,50,692.00	Rs 13,014.00	Rs. 1,000/-
4.	No. 55/EE/WR/D-V/KMP2023-24	Rs 8,73,375.00	Rs. 17,468.00	Rs. 1,000/-

Last date & time for online Bidding: 27-12-2023 upto 3:00 PM

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-3494/23

Executive Engineer
WR Division No.V
Kamalpur Dhalai Tripura

স্কুল স্পোর্টসের টেবিল টেনিসে পশ্চিম, দক্ষিণের জয়জয়কার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর।। রাজ্যভিত্তিক স্কুল ক্রীড়ার অঙ্গ হিসেবে টেবিল টেনিস টুর্নামেন্ট আজ শুক্রবার শেষ হয়েছে। রাজধানীর এনএসআর সিসি-তে টেবিল টেনিস হল-এ এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

অল ত্রিপুরা স্টেট স্কুল টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে অনূর্ধ ১৯ বালক বিভাগে গোমতী জেলা দল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। দলের হয়ে যারা খেলেছে সায়ন মজুমদার, সোমরাজ তলাপাত্র, সোমরাজ দেব, কৌশিক দেবনাথ, আয়ুষ দাস। রানার্স হয়েছে পশ্চিম জেলা দল।

পশ্চিম জেলার হয়ে যারা খেলেছে দেবার্পন কুন্ডু, দেবজ্যোতি পাল, ঋতুরাজ দাস ও শঙ্খজিৎ রায়। অনূর্ধ ১৭ বালক বিভাগে পশ্চিম জেলা দল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। দলের হয়ে যারা খেলেছে দেবার্ঘ আইচ, আদিত্য পাল, প্রমিজ দাস, স্বপ্ননীল রায়, সাইজাক দেববর্মা। রানার্স হয়েছে গোমতী জেলা দল। দলের হয়ে যারা খেলেছে শুভদীপ দাস, বিশাল মজুমদার, অখিল ঘোষ, শুভদীপ চৌধুরী, আমন দেবনাথ। অনূর্ধ ১৪ বালক বিভাগে সিপাহীজলা জেলা দল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। দলের হয়ে যারা খেলেছে দেবজিত নমঃ, সমরজিৎ দে, আকাশ দাস, দেবজিৎ আচার্য, অভিজিৎ দাস।

রানার্স হয়েছে পশ্চিম জেলা দল। দলের হয়ে যারা খেলেছে শুভ্রায়ন রায়, ঋষান দাস, সম্রাট বৈদ্য, মৃন্ময় সরকার। অনূর্ধ ১৭ বালিকা বিভাগে পশ্চিম জেলা দল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। দলের হয়ে যারা খেলেছে সুজাতা পাটারি, আরাধ্যিতা চক্রবর্তী, পিউলী মল্লিক, এলিনা খান, অনামিকা দেবনাথ। রানার্স হয়েছে দক্ষিণ জেলা দল। দলের হয়ে যারা খেলেছে পুষ্পা বিশ্বাস, তানিয়া রায়, সংগীতা দাস। অনূর্ধ ১৪ বালিকা বিভাগে পশ্চিম জেলা দল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। দলের হয়ে যারা খেলেছে শবরী রায় বর্মন, সিন্ধুজা দে, শ্রেয়সী রায়, জেনী রায়, অঙ্গনা বন্দ্যোপাধ্যায়। রানার্স হয়েছে সিপাহীজলা জেলা দল। দলের হয়ে যারা খেলেছে শর্মিষ্ঠা দাস ও সুপ্রিয়া নমঃ।

স্কুল স্পোর্টসের হ্যান্ডবল ফাইনালে আজ খোয়াই - গোমতীর লড়াই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর।। রাজ্যভিত্তিক স্কুল ক্রীড়ার হ্যান্ডবল ইভেন্টের ফাইনালে বালক বিভাগে খোয়াই খেলবে গোমতী জেলা দলের বিরুদ্ধে। খেলা হবে আগামীকাল সকাল ৯ টায়। রাজ্যভিত্তিক স্কুল ক্রীড়ার অঙ্গ হিসেবে হ্যান্ডবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হচ্ছে গোমতী জেলার উদয়পুরে।

অনূর্ধ ১৭ বালক বিভাগের প্রথম ম্যাচে দক্ষিণ জেলা দল ৫-১ গোলের ব্যবধানে উত্তর জেলা দলকে পরাজিত করেছে। দ্বিতীয় ম্যাচে খোয়াই জেলা দল ৭-৫ গোলে হারায় ধলাই জেলা দলকে। পরবর্তী ম্যাচে গোমতী জেলা দল ৯-১ গোলে ঊনকোটি জেলা দলকে হারিয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছে।

একইভাবে পশ্চিম জেলা দল ৩-২ গোলের ব্যবধানে সিপাহীজলা জেলা দলকে হারিয়ে শেষ চারে পৌঁছায়। বিকেলের খেলায় প্রথম সেমিফাইনালে গোমতি জেলা দল ১৩-৩ গোলের ব্যবধানে দক্ষিণ জেলা দলকে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছায়।

দ্বিতীয় সেমিফাইনালে হাঁড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে খোয়াই জেলা দল ১০-৯ গোলের ব্যবধানে পশ্চিম জেলা দলকে হারিয়ে ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পায়।

বালিকা বিভাগের ফাইনালেও খোয়াই খেলবে গোমতী জেলা দলের বিরুদ্ধে। খেলা হবে আগামীকাল সকাল ৮ টায়। খেলা হচ্ছে গোমতী জেলার উদয়পুরে। অনূর্ধ ১৭ বালিকা বিভাগের প্রথম ম্যাচে গোমতি জেলা দল ১০-১ গোলের ব্যবধানে ঊনকোটি জেলা দলকে পরাজিত করেছে। দ্বিতীয় ম্যাচে পশ্চিম জেলা দল ৬-০ গোলে হারায় দক্ষিণ জেলা দলকে। পরবর্তী ম্যাচে খোয়াই জেলা দল ১১-০ গোলে উত্তর জেলা দলকে হারিয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছে। একইভাবে সিপাহীজলা জেলা দল ৩-২ গোলের ব্যবধানে ধলাই জেলা দলকে হারিয়ে শেষ চারে পৌঁছায়। বিকেলের খেলায় প্রথম সেমিফাইনালে গোমতি জেলা দল ৭-৬ গোলের ব্যবধানে পশ্চিম জেলা দলকে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছায়।

দ্বিতীয় সেমিফাইনালে খোয়াই জেলা দল ১০-২ গোলের ব্যবধানে সিপাহীজলা জেলা দলকে হারিয়ে ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পায়।

স্কুল গার্লস ফুটবল ফাইনালে আজ স্পোর্টস স্কুল ও পশ্চিম জেলার ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর।। রাজ্যভিত্তিক স্কুল ক্রীড়ার ফুটবল ইভেন্টের ফাইনালে বালিক বিভাগে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল খেলবে পশ্চিম জেলা দলের বিরুদ্ধে। খেলা হবে আগামীকাল সকাল ১০ টায়।

রাজ্যভিত্তিক স্কুল ক্রীড়ার অঙ্গ হিসেবে ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হচ্ছে দক্ষিণ জেলার বিলোনিয়ায় বিকেআই সিনথেটিক ফুটবল গ্রাউন্ডে। অনূর্ধ ১৭ বালিক বিভাগের প্রথম ম্যাচে গোমতি জেলা দল ৩-১ গোলের ব্যবধানে সিপাহীজলা জেলা দলকে পরাজিত করেছে। আজ, শুক্রবার অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ম্যাচে খোয়াই জেলা দল ২-০ গোলে হারায় ধলাই জেলা দলকে।

পরবর্তী ম্যাচে ঊনকোটি জেলা দল ৩-২ গোলে দক্ষিণ জেলা দলকে হারিয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছে। একইভাবে পশ্চিম জেলা দল ৫-০ গোলের ব্যবধানে উত্তর জেলা দলকে হারিয়ে শেষ চারে পৌঁছায়।

বেলা ১১ টায় গুরুত্বপূর্ণ খেলায় খোয়াই জেলা দল ১-০ গোলের ব্যবধানে গোমতী জেলা দলকে হারিয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছায়। বেলা আড়াইটায় প্রথম সেমিফাইনালে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল ৩-০ গোলের ব্যবধানে খোয়াই জেলা দলকে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছে।

বিকেল সাড়ে তিনটায় দ্বিতীয় সেমিফাইনালে পশ্চিম জেলা দল ৩-০ গোলের ব্যবধানে ঊনকোটি জেলা দলকে হারিয়ে ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পায়।

প্রথম সেমি ফাইনালে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের হয়ে সোহানি জমাতিয়া, শ্রেয়া দেব ও বিনাতা সিনহা খেলার প্রথমার্ধেই গোল তিনটি করে। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে বিজয়ী পশ্চিম জেলা দলের হয়ে পুনমদীপা দেবনাথ একাই দুটি গোল করে। এছাড়া, আরতী বর্মন করে একটি গোল।

কোচবিহার ট্রফি : মুম্বাই - ত্রিপুরার প্রথম দিনের খেলা ওয়াশ আউট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর।। হলো না প্রথম দিনের খেলা। মন্দ আলো এবং মাঠ ভিজে থাকায়। দুপুর ২টায় চা পানের বিরতির আগে পর্যন্ত ম্যাচ শুরু করা যায় কীনা তার চেষ্টা ছিলেন আম্পায়ার-রা।

কিন্তু মন্দ আলোর জন্য খেলাই শুরু করা যায়নি।

অথচ ম্যাচটি শুরু করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন পুলিস ট্রেণিং আকাদেমি গ্রাউন্ড কর্মীরা। শুক্রবার থেকেই শুরু হওয়ার কথা ছিলো ত্রিপুরা - মুম্বাই ম্যাচ। অনূর্ধ-১৯ কোচ বিহার ট্রফি ক্রিকেটে। ঘুর্ণিঝড় মিকজামের দরুণ বৃহস্পতিবার সারাদিনই বৃষ্টি হয়।

এতে মাঠ ভিজে যায়। যতটুকু খবর, শুক্রবার রাতে যদি বৃষ্টি না হয় তাহলে শনিবার সকাল থেকেই খেলা শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মাঠ ভিজে থাকলেও উইকেট সতেজ রয়েছে বলে ত্রিপুরার টিম ম্যানেজমেন্ট সূত্রে খবর। এদিন প্রায় সারাক্ষণই দু-দলের ক্রিকেটাররা ড্রেসিং রুমে কাটান। ম্যাচটি মুম্বাইয়ের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ত্রিপুরা ম্যাচ থেকে পুরো পয়েন্ট পেলেই গ্রুপ শীর্ষে থাকবে মুম্বাই। নতুবা নেমে যাবে নীচে। ফলে পরথম দিনের খেলা না হওয়ায় কিছুটা চাপেই থাকবে মুম্বাই।

আসরে ৩ ম্যাচ খেলে বিদর্ভ এবং মুম্বাই ১৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে।

১৩ পয়েমন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে চন্ডিগড়।

বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি : ওড়িশার কাছেও প্রত্যাশিতভাবেই ইনিংসে হার ত্রিপুরার

ত্রিপুরা- ৮২, ৮২ ওড়িশা-২২৪

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর।। পরাজয় ছিলো নিশ্চিত। দেখার ছিলো শেষ দিনে কতটা লড়াই ছুড়ে দিতে পারে ত্রিপুরার শেষ তিন ব্যাটসম্যান। শুক্রবার ম্যাচের স্থায়িত্ব ছিলো মাত্র ৩৫ মিনিট। ওই ৩৫ মিনিটে ৮ ওভার ব্যাট করে ১৪ রান করার ফাঁকে শেষ ২টি উইকেট হারায় ত্রিপুরা। প্রথম ম্যাচের পর দ্বিতীয় ম্যাচেও ইনিংসে হারলো ত্রিপুরা। এবার ওড়িশার বিরুদ্ধে। ত্রিপুরা হারলো ইনিংস এবং ৬০ রানে। অনূর্ধ-১৬ বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি ক্রিকেটে। অসমের মঙ্গলদৈ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ত্রিপুরার ৮২ রানের জবাবে ওড়িশা প্রথম ইনিংসে ২২৪ রান করেছিলো। ১৪২ রানে পিছিয়ে থেকে ত্রিপুরা দ্বিতীয় ইনিংসেও ৮২ রান করতে সক্ষম হয়। দ্বিতীয় দিনেই শেষ হয়ে যেতো ত্রিপুরার ইনিংস। যদি না শেষ ১ ঘন্টা মন্দালোর জন্য খেলা বন্ধ থাকতো। শুক্রবার ভোরে বৃষ্টি হওয়ায় নির্ধারিত সময়ের প্রায় দেড় ঘন্টা পর খেলা শুরু হয়। ৮ উইকেটে ৬৮ রান নিয়ে খেলতে নেমে ত্রিপুরা মোট ৮২ রান করতে সক্ষম হয়। রিয়াদ হুসেন ৫৯ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৫ রানে অপরাজিত থেকে যায়। ওড়িশার পক্ষে যোগেশ্বর বাগ ১৮ রান দিয়ে ৫ টি উইকেট দখল করে। ইনিংসে জয় পাওয়ায় বোনাস সহ ৭ পয়েন্ট পেলো ওড়িশা। দুই ম্যাচ থেকে ত্রিপুরার ঝুলিতে এলোনা একটিও পয়েন্ট। ১১-১৩ ডিসেম্বর ত্রিপুরা তৃতীয় ম্যাচ খেলবে গোয়ার বিরুদ্ধে। গুয়াহাটিতে হবে ম্যাচটি। পর পর দুই ম্যাচে ইনিংসে পরাজিত হয়ে মানসিকভাবে পিছিয়ে ত্রিপুরার ক্রিকেটাররা। ওই অবস্থায় গোয়ার বিরুদ্ধে কতটা লড়াই ছুড়ে দিতে পারবে তা সময়ই বলবে।

রাজ্য স্কুল স্পোর্টসের কাবাডিতে সাফল্যের লক্ষ্যে খোয়াই, ঊনকোটি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর।। খোয়াই জেলা দল ফাইনালে পৌঁছেছে। তাও পশ্চিম জেলা দলকে ৬৭-৬৪ পয়েন্টে হারিয়ে। বালক বিভাগের প্রতিযোগিতায়। রাজ্যভিত্তিক স্কুল স্পোর্টসের কাবাডি ইভেন্টে অনূর্ধ ১৭ বালক বালিকাদের প্রতিযোগিতা উষা বাজারস্থিত সুখময় স্কুল গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অপর সেমিফাইনালে ঊনকোটি জেলা দল ও দক্ষিণ জেলা দল পরস্পরের মুখোমুখি হচ্ছে। অনূর্ধ অনূর্ধ ১৭ বালিকা বিভাগের প্রথম সেমিফাইনালে ঊনকোটি জেলা দল ৫৭-৪১ পয়েন্টে ধলাই জেলা দলকে হারিয়ে ফাইনালে প্রবেশ করেছে। অপর সেমিফাইনালে সিপাহীজলা জেলা দল খেলবে দক্ষিণ জেলা দলের বিরুদ্ধে।

ন্যাশনাল অ্যাডপশন মান্থ

দপ্তর অসহায় মানুষের কল্যাণে কাজ করছে: সমাজকল্যাণমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর।। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তর অসহায় মানুষের কল্যাণে কাজ করছে। দপ্তরের প্রকল্পগুলির সুবিধা সমাজের পিছিয়ে পড়া ও অসহায় মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে আধিকারিকদের কাজ করতে হবে। আজ প্রজ্ঞাভবনের ১ নং হলে অ্যাডপশন সেলিব্রেশন অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষামন্ত্রী টিংকু রায় একথা বলেন। ন্যাশনাল অ্যাডপশন মান্থ- ২০২৩ এর উদযাপন উপলক্ষে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ত্রিপুরা রাজ্য অ্যাডপশন রিসোর্স এজেন্সি এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, গ্রামীণ প্রতিভাবান শিশুদের চিহ্নিত করে তাদের প্রতিভা বিকাশে সমাজকল্যাণ দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে। সমাজকল্যাণমন্ত্রী দপ্তরের আধিকারিকদের এই দায়িত্ব আন্তরিকভাবে পালন করার জন্য পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, এমন অনেক শিশু রয়েছে যাদের প্রতিভা সঠিক পরিচর্যার অভাবে অকালে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। শিশুদের প্রতিভা যাতে বিকশিত হয় সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। শিশুদের পাশাপাশি সহায় সম্বলহীন প্রবীণ নাগরিকরাও দেশের সম্পদ। তাদের জন্য কিছু করা আমাদের সকলের কর্তব্য। এই মানসিকতা নিয়ে কাজ করতে হবে। অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণমন্ত্রী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সমাজের প্রতিটি অংশের মানুষের কল্যাণে কাজ করছেন। তাদের আত্মনির্ভর করে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন জয়ন্তী দেববর্মা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের সচিব তাপস রায়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা স্মিতা মল এম এস। অনুষ্ঠানে স্বচ্ছতাই সেবা প্রকল্পে রাজ্যের তিনটি সমাজসেবী কেন্দ্রকে পুরস্কৃত করা হয়।

এই সেন্টারগুলির মধ্যে রয়েছে ঊনকোটি জেলার রামকৃষ্ণ অভেদানন্দ মিশন (প্রথম), পশ্চিম জেলার অন্বেষা চিল্ড্রেনস গার্লস হোম (দ্বিতীয়), সিপাহীজলা জেলার স্বাবলম্বন রিহাবিলিটেশন সেন্টার (তৃতীয়)। এই কেন্দ্র ও হোমগুলিকে পুরস্কার হিসেবে ৩০ হাজার, ২০ হাজার ও ১৫ হাজার টাকার চেক, শংসাপত্র ও স্মারক প্রদান করা হয়। অতিথিগণ তাদের হাতে এই পুরস্কারগুলি তুলে দেন। অনুষ্ঠানে দত্তক গ্রহণকারী দুজন অভিভাবক দত্তক শিশুদের পরিচর্যা নিয়ে আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানে শিশু সুরক্ষার বিভিন্ন আইনগুলি নিয়ে আলোচনা করেন আইনজীবী তাপস কুমার দেববর্মা, অ্যাডপশন আইন-২০২২ নিয়ে আলোচনা করেন সমাজকল্যাণ দপ্তরের সুপারভাইজার এম ডি রিয়াজ। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা এল রাঙ্খল।

বড়দিন নিয়ে বৈঠক করলেন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর।। বড়দিনের মেলাকে অবাধ সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত করতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আজ মেলাকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রশাসনের কর্মকর্তাদের নিয়ে বৈঠক শেষে একথা বলেন বিধায়ক রতন চক্রবর্তী।

খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠান ক্রিস্টমাস ডে বা বড়দিন সমাগত প্রায়। রাজ্যের সর্বত্রই খ্রিস্টান মিশনারিরা ধর্মীয় ভাব গম্ভীর পরিবেশে দিনটি পালন করে থাকেন। অন্যান্য বছরের মতো এবছরও রাজধানীর আগরতলা শহর সংলগ্ন মরিয়ম নগরে সুবিশাল মেলার আয়োজন করা হয়েছে। মেলাকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এলাকার বিধায়ক রতন চক্রবর্তীর উপস্থিতিতে প্রশাসনের কর্মকর্তারা এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হয়েছেন।

এদিনের বৈঠকে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় সহ বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখা হয়েছে। মেলাকে অবাধ সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত করতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, এই মেলাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার এক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। উক্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক রতন চক্রবর্তী সহ অন্যান্য বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তরের আধিকারিকগণ।

গভীর জঙ্গল থেকে স্কুটি উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর।। শুক্রবার দুপুরে টাকারজলা থানা এলাকার দয়ারাম পাড়া খৌমচাক পার্কের গভীর জঙ্গলে পরিত্যক্ত জায়গা থেকে স্কুটি উদ্ধার হয়েছে। টিআর০৩জি৫০৪৬ নম্বরে একই স্কুটি পড়ে থাকতে থেকে এলাকার জনজাতি পরিবারের লোকেরা দ্রুত খবর দিয়েছে টাকারজলা থানায়। জানা গিয়েছে, খৌমচাক পার্কের গভীর জঙ্গলে পরিত্যক্ত জায়গায় দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে টাকার জলা থানার পুলিশ গভীর জঙ্গলে পরিত্যক্ত জায়গায় পড়ে থাকা উদ্ধার করে নিয়ে যায় থানায় তবে এলাকার জনজাতি পরিবার লোকেদের অনেকের বক্তব্য স্কুটিটি কোথাও থেকে চুরি করে এনেছে এবং পুলিশের ভয়ে এই গভীর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা-আখাউড়া রেল সিগনাল লিংকের কাজ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর।। বাংলাদেশের সাথে রেল সংযোগ এখন শুধুই কিছু সময়ের অপেক্ষা। বাংলাদেশ থেকে পণ্যবাহী ট্রেন পরীক্ষামূলকভাবে সফলতার সাথে গত ৩০ অক্টোবর এসে পৌঁছেছিল নিশ্চিন্তপুর স্টেশনে। এখন আগরতলা স্টেশন পর্যন্ত ট্রেন পৌঁছে দেওয়ার কাজ জোরকদমে চলছে। আজ থেকে আগরতলা স্টেশন পর্যন্ত সিগন্যালিং-র কাজ শুরু হয়েছে। তিন দিন ওই সিগন্যালিং-র কাজ চলবে বলে পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে জানিয়েছে।

প্রসঙ্গত, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে গত ৩০ অক্টোবর আরও এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার পথে পা বাড়িয়েছিল আগরতলা-আখাউড়া রেল প্রকল্প। বহু প্রতীক্ষিত এই প্রকল্প চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। তাই ওইদিন বাংলাদেশের গঙ্গাসাগর স্টেশন থেকে নিশ্চিন্তপুর পর্যন্ত পরীক্ষামূলক পণ্যবাহী ট্রেন চলেছে। চারটি বগি নিয়ে ওই ট্রেন সেদিন সাড়ে বারটায় ভারত-বাংলা সীমান্তে এসে পৌঁছেছিল। গঙ্গাসাগর স্টেশন থেকে নিশ্চিন্তপুর পর্যন্ত ওই ট্রেন ৮.১ কিমি পথ অতিক্রম করেছে। উৎসাহী বহু স্থানীয় মানুষ সীমান্তে এবং নিশ্চিন্তপুর স্টেশনে দাড়িয়ে ওই ঐতিহাসিক মুহুর্তের সাক্ষী থেকেছেন।২০১০ সালে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে আগরতলা-আখাউড়া রেল প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। ২০১৮ সালের ১০ সেপ্টেম্বর প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন হয়েছিল। কিন্তু, মাঝে সারা বিশ্বে করোনার প্রকোপের প্রভাব ওই প্রকল্পেও পড়েছে। করোনার জেরে রেল লাইন নির্মাণ কাজে বিলম্ব হয়েছে।

ওই প্রকল্পের মোট দৈর্ঘ্য ১২.২৪ কিমি। তাতে, ভারতের অংশে ৫.৪৬ কিমি এবং বাংলাদেশের অংশে ৬.৭৮ কিমি রেলপথ রয়েছে। ভারত থেকে রওয়ানা দিলে বাংলাদেশে প্রথম গঙ্গাসাগর স্টেশন ছুবে। আগরতলা-আখাউড়া রেল প্রকল্পে ভারতের অংশে ৮৬২.৫ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণভাবে সমাপ্ত হতে খরচ আরও কিছুটা বাড়বে। দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী গত ১ নভেম্বর ওই প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন। আজ থেকে আগরতলা-আখাউড়া রেল প্রকল্পে আগরতলা স্টেশন পর্যন্ত সিগন্যালিং-র কাজ শুরু হয়েছে। ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে ওই কাজ। ফলে, রাজ্যে রেল পরিষেবা সামান্য বিঘ্নিত হয়েছে। এই তিনদিন আগরতলা-সাব্রুম রুটে দুইটি ডেমু ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। তাছাড়া, আগরতলা-ধর্মনগর রুটে ডেমু ট্রেন এই তিনদিন জিরানিয়া স্টেশন পর্যন্ত চলাচল করবে।

তিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ঠিক করতে দায়িত্বে রাজনাথ-সহ ৯ নেতা

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর (হি.স.): মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং রাজস্থানে নতুন মুখ্যমন্ত্রী ঠিক করতে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করল বিজেপি। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খাট্টার ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন মুন্ডা-সহ ৯ জন নেতাকে এই গুরু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বিজেপির পক্ষ থেকে শুক্রবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, রাজস্থানে মুখ্যমন্ত্রী ঠিক করতে পর্যবেক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে রাজনাথ সিং, বিনোদ তাওয়াড়ে ও সরোজ পান্ডেকে।মধ্যপ্রদেশের নতুন মুখ্যমন্ত্রী ঠিক করতে পর্যবেক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে, হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খাট্টার, কে লক্ষ্মণ ও আশা লাকড়াকে। এছাড়াও ছত্তিশগড়ের নতুন মুখ্যমন্ত্রী ঠিক করতে পর্যবেক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন মুন্ডা, সর্বানন্দ সোনোয়াল এবং দুশ্যন্ত গৌতমকে। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে এই তিন রাজ্যেই জয়লাভ করেছে বিজেপি।

বর্ষণে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর।। গত দুইদিন ধরে প্রবল বর্ষণের কারণে রাজ্যে চাষাবাদের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত কৃষকরা বিশাল আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন। চাষাবাদের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত কৃষকদের এই দুর্দশায় উদ্বিগ্ন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস দলের সভাপতি আশিস কুমার সাহা বলেন ,গত দুদিনের বৃষ্টিপাত রাজ্যের চাষী ও কৃষকদের অর্থনৈতিকভাবে বিপন্ন করে দিয়েছে। এটা ঘরে ফসল তোলার সময়। অথচ প্রবল বৃষ্টিপাতে ফসল ভাসিয়ে নিয়ে চলে গেছে। ধান,সবজি সবই জলের তোরে ভেসে গেছে। অসহায় কৃষকদের মাথায় হাত।প্রদেশ সভাপতি বলেন, গত নভেম্বর মাসেও একই ঘটনা ঘটেছিল। বিগত নভেম্বর মাসে মিথিলি ঝরের প্রভাবেও রাজ্যে অকাল বৃষ্টিপাতে কৃষকদের ধান, শীতকালীন সবজি ও অন্যান্য ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। এক মাস যেতে না যেতেই আবারও একি পরিস্থিতি।রাজ্যের মানুষ অবাক দৃষ্টিতে দেখেছে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি দূরীকরণে রাজ্যের ডবল ইঞ্জিনের সরকার কোনো সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করেনি। কৃষকরা নিজেরাই তাদের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়ে ধারদেনা করে ধান এবং শীতকালীন সবজি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আটক কুখ্যাত নেশাকারবারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৮ ডিসেম্বর।। নেশার সর্বনাশা কড়ালগ্রাস থেকে যুব সমাজ কে রক্ষা করতে সরকার প্রশাসনিক ভাবে যতই পদক্ষেপ গ্রহণ করুক না কেন। কোন না কোন কারনে অধরাই থেকে যাচ্ছে নেশা কারবারের সাথে যুক্ত মূল অভিযুক্তরা। পুলিশ প্রশাসনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় অবশেষে পুলিশের জালে উঠেছে বিশালগড়ের কুখ্যাত নেশা কারবারি সুমন দেওয়ান(২৯)। বৃহস্পতিবার মধ্য রাতে রাউৎখলার নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে বিশালগড় থানার পুলিশ। দীর্ঘদিন ধরে নেশা কারবার সহ নানা অসামাজিক কার্যকলাপে যুক্ত ছিল সে। পুলিশ তার বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণ করেছে। মামলা নম্বর বিশালগড় থানা ১১৪/২০২৩। আন্ডার সেকশন ২২(বি)/২৫/২৭-এ/২৯ অব এনডিপিএস ধারায় মামলা গ্রহণ করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার মধ্য রাতে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। শুক্রবার অভিযুক্ত সুমন দেওয়ানকে আদালতে সোপর্দ করা হয় ।সুমন দেওয়ানের গ্রেপ্তারের ঘটনায় অনেকের রাতের ঘুম নষ্ট হয়ে গেছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রের খবর। কেননা একটা প্রবাদ আছে কান টানলে মাথা আসে। এখন দেখা যাক নেশার রমরমা বাণিজ্যে সম্প্রসারনে বাকি নেশা কারবারি দের আটক করতে পুলিশ কতটুকু সক্ষম হয়।

বাইপাস রোডে নেশা বিরোধী অভিযান অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৮ ডিসেম্বর।। বিশালগড় বাইপাস রোড এলাকায় নেশা বিরোধী অভিযান অব্যাহত রেখেছেন এলাকার জনগণ। এলাকার সুনাম অক্ষুন্ন রাখার লক্ষ্যেই এলাকাবাসী এ ধরনের অভিযানে সামিল হয়েছেন।জনৈক এলাকাবাসী জানিয়েছেন, বিশালগড় লকডাউন বাজার এলাকায় প্রতিনিয়তই বাইপাস সড়কে ছিনতাই সহ নানা অসামাজিক কাজকর্ম সংঘটিত হচ্ছে। ফলে রাতে এই সড়ক দিয়ে যাতায়াত করা রীতিমতো আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠেছে। এলাকায় বসবাসকারী জনগণ এসব বিষয় নিয়ে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। এ ধরনের কার্যকলাপ এলাকাবাসী এলাকার বিধায়ককে অবগত করেছেন। শুক্রবার তারা এলাকার বেশ কয়েকজন নেশাখোর ও নেশাকারবরীর বাড়ির বাড়ির বাড়িতে তারা হানা দিয়ে তাদেরকে পুলিশের হাতে তুলে দেন।

এলাকাবাসী আরও জানিয়েছেন , বেশ কিছুদিন ধরেই এলাকায় নেশা কারবারি ও নেশাখোরদের উৎপাত বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব বিষয়ে পুলিশকে অবগত করা হলেও পুলিশ কঠোর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি বলে তাদের অভিযোগ। সে কারণে বাধ্য হয়েই তারা এলাকার স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষে এ ধরনের অভিযানে সামিল হয়েছেন বলে জানিয়েছেন। আগামী দিনগুলিতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে তারা জানিয়েছেন।

রাজ্য মহিলা কমিশনের উদ্যোগে তিনদিনের সচেতনতামূলক শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৮ ডিসেম্বর।। রাজ্য মহিলা কমিশনের উদ্যোগে উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর সার্কিট হাউসে তিন দিনব্যাপী সচেতনতামূলক শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। মূলত, মহিলাদের বিভিন্ন অধিকার ও আইনে বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।এই কাউন্সিলিং শিবিরে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্স শ্রীমতি ঝর্ণা দেববর্মা , ভাইস চেয়ারপার্নন ডালিয়া সিনহা সহ অন্যান্য সদস্য ও কাউন্সিলরা।মহিলা কমিশনের চেয়ার পার্নন ঝর্ণা দেববর্মা জানিয়েছেন,উত্তর জেলার ধর্মনগর সার্কিট হাউজে উত্তর জেলার ৬৩ টি পাইলিং মামলা নিয়ে কাউন্সেলিং ক্যাম্পিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ কাউন্সিলিং ক্যাম্পেইনে প্রতিদিনই বিভিন্ন মামলা নিয়ে আলোচনা হয় এবং অনেক মামলার নিষ্পত্তি হয় বলে জানিয়েছেন তিনি। তিনি আক্ষেপে র্সুরে বলেন, নির্ধারিত তারিখে অনেক বাদী উপস্থিত থাকলেও অনেক বিবাদী উপস্থিত না থাকতে মামলা অমীমাংসিত রয়ে গেছে। তিনি আরও জানিয়েছেন ,উত্তর জেলায় ধর্মনগরে সার্কিট হাউসে তাঁর এই প্রথম শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে আগামী ৩-৪ মাসের মধ্যে আবারও এরূপ শিবিরের আয়োজন করা হবে। পাশাপাশি রাজ্য সরকার তাকে যে দায়িত্ব দিয়েছে তিনি সেই দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবেন বলেও জানান

শুক্রবার আগরতলাস্থিত রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে গুরুকুল ডান্স ইনস্টিটিউটের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কর্পোরেটর ভাস্বতী দেববর্মা, দীপক কুমার সিনহা ও গৌতম কর্মকার।

বেহাল রাস্তা দুর্ভোগ চরমে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৮ ডিসেম্বর।। দীর্ঘ বছর ধরে বেহাল রাস্তার সমস্যায় ভোগছেন এলাকবাসী। সারাইয়ের উদ্যোগে বিলম্বের কারনে নিত্য সমস্যায় দ্রুত সংস্কারের দাবী তুলে গ্রামবাসীরা। তেলিয়ামুড়া ব্লকের অধীন তুইচিন্দ্রাই পঞ্চায়েত এলাকায় কলোনি সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা দীর্ঘ বছর ধরে একমাত্র চলাচলের রাস্তাটির সংস্কারের দাবী করে আসছিল। অথচ তাদের দাবী কারোর নজরে আসেনি আজ পর্যন্ত। ফলে চলাচলের অযোগ্য রাস্তা দিয়েই দীর্ঘ প্রায় ১৫ বছর ধরে চলাচল করতে বাধ্য হচ্ছে সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দারা। বাম আমল থেকেই তারা এই রাস্তা সাড়াইয়ের জন্য স্থানীয় পঞ্চায়েতে দাবী করে আসছিল। কিন্তু তাদের দাবী আজও পুরন হয়নি। ফলে এই রাস্তায় চলাচল করতে নিত্যদিনই অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন তারা। অসুস্থ রোগী থেকে শুরু করে , ছাত্র ছাত্রী এবং এলাকার বয়স্ক নাগরিকরা প্রতিদিন ছোত বড় দূর্ঘটনাগ্রস্ত হচ্ছে বলেও জানায় এলাকার জনগন। এছাড়াও এই রাস্তায় একটি ফুট ব্রিজ রয়েছে যা বাশের তৈরি। সেটাও প্রায় ১৫ বছর যাবৎ একই অবস্থায়। শুখা মরশুমে কোনও প্রকার মেরামত করে এলাকার জনগন চলাচল করে পারাপার করে থাকলেও বর্ষাকালে একেবারেই অযোগ্য হয়ে পরে। জরাজীর্ণ এই ফুট ব্রিজটিকে স্থায়ী ভাবে করে দেওয়ার দাবী তুলেছিল বিগত সরকারের আমল থেকেই। বিগত সরকারের আমলে কেও তাদের দাবী শুনেনি। জানাযায় সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর এই ফুট ব্রিজ টিকে স্থায়ী ভাবে করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। সেই মোতাবেক কাজের বরাতও দেওয়া হয়েছিল তেলিয়ামুড়া আর ডি দপ্তরকে। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে থমকে রয়েছে এই ফুট ব্রিজ নির্মানের কাজ। ফলে সমস্যায় পরে এলাকবাসীরা ক্ষোভ উগ্রে দেন। তাদের দাবী অতি দ্রুত যেন রাস্তা সংস্কার করাহয় এবং বন্ধ হয়ে থাকা ফুট ব্রিজের কাজ যেন সম্পন্ন করাহয়।

১০ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস

আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর।। আগামী ১০ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস। এই দিনটিকে যথাযথ মর্যাদায় রাজ্য মানবাধিকার কমিশন রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ২ নং হলে উদযাপন করবে। আজ ত্রিপুরা মানবাধিকার কমিশনের কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন বিচারপতি স্বপন চন্দ্র দাস জানান, রাজ্যভিত্তিক এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। এবারের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

১৮তম রাজ্যভিত্তিক ওয়ানগালা উৎসবের উদ্বোধন

জনজাতিদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিকাশে সরকার কাজ করছে : অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর।। উৎসব মানে মিলন মেলা। ওয়ানগালা গারো সম্প্রদায়ের প্রধান উৎসব। এই উৎসবের মধ্য দিয়ে সকল অংশের মানুষের মিলন ঘটে। আজ উদয়পুরের নাতিনটিলায় ১৮তম রাজ্যভিত্তিক ওয়ানগালা উৎসবের উদ্বোধন করে একথা বলেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। গোমতী জেলা প্রশাসন, ত্রিপুরা গারো ইউনিয়ন এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এই উৎসবের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী শ্রীরায় বলেন, জনজাতিদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিকাশে সরকার কাজ করছে। ওয়ানগালা উৎসবের মাধ্যমে গারো সম্প্রদায়ের লোকরা তাদের কূল দেবতার পূজা করেন। ঘরে নতুন ফসল তুলেন। অর্থমন্ত্রী বলেন, মহারাজা বীরবিক্রম মাণিক্যকে সম্মানের আসনে বসিয়েছে বর্তমান সরকার। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার নেতৃত্বে জনজাতি এলাকার সার্বিক উন্নয়নের কাজ চলছে। রাজ্যের বর্তমান সরকার সমস্ত জনজাতি সহ সকল অংশের মানুষকে পানীয়জল, ঘর দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। অনুষ্ঠানে বিধায়ক অভিষেক দেবরায় বলেন, গারো সম্প্রদায়ের কৃষ্টি-সংস্কৃতি এই মেলার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। ত্রিপুরা সরকার গারোদের কৃষ্টি-সংস্কৃতি সহ সকল জাতির শিক্ষা, কৃষ্টি-সংস্কৃতির চর্চা ও রক্ষায় বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা দফার সমাজপতি বীরেন্দ্র ত্রিপুরা, ত্রিপুরা ক্ষত্রিয় সমাজের সভাপতি যোগেন্দ্র দেববর্মা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায়, উদয়পুর পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন শীতল চন্দ্র মজুমদার, এমডিসি সম্রাট জমাতিয়া, মাতাবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুজন কুমার সেন, সমাজসেবী মিন্টু চক্রবর্তী, বিশ্বজিৎ সরকার প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহঅধিকর্তা মনোজ দেববর্মা এবং সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরা গারো ইউনিয়নের সভাপতি সুভাষ মারাক। এই মেলায় বিভিন্ন দপ্তরের ৯টি প্রদর্শনী স্টল খোলা হয়। উৎসব উপলক্ষে একটি স্মরণিকার আবরণ উন্মোচন করেন উপস্থিত অতিথিরা।

ক্ষুদিরাম স্কুলে বিজ্ঞানমেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর।। রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিক্ষা দপ্তর ও বিভিন্ন স্কুল শিক্ষার পরিবেশ বজায় রেখে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদানে এগিয়ে এসেছেন। আজ আগরতলায় পুরানো জেল আশ্রম রোডস্থিত ক্ষুদিরাম বসু ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয় বিজ্ঞান প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে একথা বলেন রাজীব ভট্টার্য্য।

রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে প্রতিনিয়ত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে শিক্ষা দপ্তর। রাজ্যের শিক্ষক শিক্ষিকারা এনসিইআরটি'র গাইডলাইন মেনে শিক্ষার মান অনেক উন্নয়ন করেছেন। এই শিক্ষাকে সকলের কাছে পৌঁছে দিতে সদা সচেষ্ট রয়েছে শিক্ষা দপ্তর। পাশাপাশিএদিন এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের এগিয়ে আসার আহবান জানিয়েছেন তিনি। এদিনের অনুষ্ঠানে রাজীব ভট্টাচার্য ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এন সি শর্মা সহ অন্যান্যরা।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।